বেদান্ত স্যমন্তকঃ

মাধ্বগৌড়বেদান্তাচার্য্যবর্য্য-শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণপাদেন

বিরচিতঃ
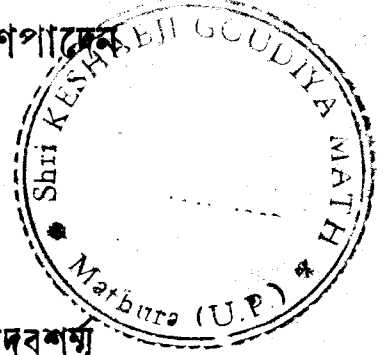
শ্রীমদদ্বৈতশাখাবংশ্য-গোস্বামি শ্রীনলিনীকান্ত দেবশর্ম্ম

কৃত বঙ্গানুবাদেন চ সম্বলিতঃ

শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গমহাভারত-বিষ্ণুপ্রিয়াচরিতাদ্যি বহুগ্রন্থকৃতা "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" পত্রিকা

সম্পাদকেন

শ্রীমদ্দ্বিজবলরামঠক্কুরবংশ্য-শ্রীমতাহরিদাস গোস্বামি মহোদয়েন

শ্রীনবদ্বীপস্থ-শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াগৌরাঙ্গকার্য্যালয়তঃ

প্রকাশিতশ্চ

প্রথমসংস্করণম্

গৌরাব্দঃ ৪৪৪।

১৩৩৭ সাল।

"মূল্যং [illegible]০ মাত্রং"

শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালদেবো বিজয়তে —

প্রার্থনা-পত্রম্।

ভো ভোঃ সারাসারবিবেচনচাতুরীধুরীণঃ! বিপশ্চিন্মহাভাগাঃ! অস্ত কিমপি শ্রীমতাং সবিধে সকাকু প্রার্থনমস্তি। তদত্র কৃপালুভির্ভবদ্ভিরাকর্ণ্যতাম্।

শ্রীগ্রন্থোঽয়ং খলু নাস্ত্যবিদিতো বেদান্তবিজ্ঞানরসসরোঽবগাহিনাম্ বিজ্ঞবরাণামনবরদৃশাং ভবাদৃশাং শ্রীমতাং সতাম্। নির্ম্মাতা চাস্য নিখিলভুবনবন্দ্যচরণারবিন্দশ্রীমদ্গৌরগোবিন্দামন্দভক্ত্যেকভূষণ-বিদ্যাভূষণাপরনামা মাধ্বগৌড়েশ্বর সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্যঃ শ্রীমদ্বলদেবো ভূদেবঃ। সোঽয়ং মায়াবাদধ্বান্তনিকরনিরসনপ্রখরকিরণমালিনমিব স্বনির্ম্মিতং শ্রীগোবিন্দাভিধং দুরধিগমার্থবেদান্তভাষ্যং ব্যুৎপিৎসূনাং সংক্ষেপেন তদ্রহস্যমধিজিগাংসূনাঞ্চোপকারায় নির্ম্মিতবানিমং বেদান্তস্যমন্তকাখ্যং গ্রন্থবরম্। সত্যং, বেদান্তসিদ্ধান্তরত্নরাজীনাং স্যমন্তক ইব বিরাজমানো গৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতো গৌরবং দদাতি চায়ম্। তথাপি ভাষান্তরানুবাদং বিনাঽপরিশীলিতগীর্ব্বাণবাচাং বেদান্তরসপিপাসূনাং ন বোধসৌকর্য্যমাবহতি। যত্তু তাদৃশানাম্ স্বসম্প্রদায়িনাং বেদান্তার্থবোধসৌকর্য্যায় মহতা পরিশ্রমেণ গৌড়ভাষয়া সতাৎপর্য্যমনূদিতবান্ শ্রীমান্ নলিনীকান্ত গোস্বামি মহাশয়ঃ; তদেতত্তেষাং পরিতোষায় ভবিষ্যতীত্যাশাস্তে। কিঞ্চেয়ং দুরূহবেদান্তগৌড়ীয়সিদ্ধান্ত-শৈলশিখরমারুরুক্ষূণামনধিকমতীনাং নবীনবিদ্যার্থিনামপি মূলপংক্ত্যাশয়াববোধিনী তাৎপর্য্যাবিলম্বিনী ব্যাখ্যা বরাধিরোহিনীব পরমোপকারিণী ভবিতেতি ব্যাখ্যা কর্ত্তুরপি ব্যাখ্যা শৈলী সর্ব্বেষাং চমৎকৃতিমাদধাতীতি। দুরূহেঽস্মিন্ বেদান্তগ্রন্থব্যাখ্যানে স্বতঃসম্ভবিনরসাধারণভ্রমাদিদোষবশাৎ কুত্রচিৎ সীষকাক্ষরযোজনদোষবশাদ্বা ত্রুটিঃ পরিলক্ষ্যতে চেৎ ক্ষন্তব্যা কৃপয়া নিসর্গক্ষমাগুণৈঃ পরদোষ বাচং যমৈরিতি॥

ওঁ শ্রীমদ্রাধিকানাথবিষ্ণুপাদানুজীবিনঃ

শ্রীশ্রীগৌরধামনিবাসিনো ভাগবতস্বামিনঃ

দীনস্য শ্রীগৌরগোবিন্দস্য॥ ১৩৩৭। শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী তিথিঃ।

প্রকাশকের নিবেদন।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ বিরচিত এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য "বেদান্তস্যমন্তক" শ্রীগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ পাঠে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। এই কঠিন সংস্কৃত বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীগ্রন্থের এরূপ মূলানুগত বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ এই প্রথম প্রকাশিত হইল বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই কার্য্যে অনুবাদক মহাশয়ের সবিশেষ কৃতীত্ব আছে। ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের পক্ষে এই শ্রীগ্রন্থখানি বিশেষ উপকারী ও আদরণীয় হইবে। এই দুরূহ সংস্কৃত দার্শনিক শ্রীগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিতে অনুবাদক মহাশয়ের যথেষ্ট পরিশ্রম হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তদ্বিবেচনায় এই শ্রীগ্রন্থের মূল্য ৷৷৵০ মাত্র অত্যধিক নহে।

দীন শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

Printed by H. K. Ghosh
at the **Rudra Printing Works**
7 Gour Mohan Mookherjee Street,
CALCUTTA.

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রাজয়ন্তিতমাম্ ॥
শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালদেবোবিজয়তে ॥

বেদান্তস্যমন্তকঃ
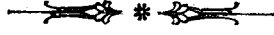
মঙ্গলাচরণং

সনাতনং রূপমিহোপদর্শয়ন্
আনন্দসিন্ধুং পরিতঃ প্রবর্দ্ধয়ন্।
অন্তস্তমস্তোমহরঃ স রাজতাং
চৈতন্যরূপো বিধুরদ্ভুতোদয়ঃ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ।

শ্রীগুরুং গৌরগোবিন্দং প্রণম্যপরয়ামুদা।
শ্রীযুতং রাধিকানাথং পরমং তং ভজাম্যহম্ ॥

যিনি ইহজগতে সনাতনরূপকে প্রদর্শন করাইয়া আনন্দসিন্ধুকে সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত করাইতেছেন, সকলের অন্তঃস্থিত তমোনিচয়নাশকারী সেই অদ্ভুত প্রকাশ চৈতন্যরূপী চন্দ্র শোভিত হউন। ১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ-শ্রীশ্রীমহাপ্রভুপক্ষে ব্যাখ্যা—সেই চৈতন্যরূপ বিধু অর্থাৎ চৈতন্যচন্দ্র শোভিত হউন, নিত্য সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজমান হউন। এখানে রাজতাং এই বর্ত্তমান প্রয়োগে এই চৈতন্যচন্দ্রের নিত্যতা এবং পূর্ণতা সূচিত হইতেছে। সনাতনরূপ অর্থাৎ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণরূপ, "যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনম্" ইত্যাদি শ্রীভাগবতবাক্যে সনাতনরূপ শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণরূপকেই বুঝাইতেছে। তাদৃশ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণরূপকে "উপদর্শয়ন্" সর্ব্বতঃ অধিকরূপে দেখাইয়া অর্থাৎ অবগত করাইয়া যিনি জগৎকৃতার্থ করিতেছেন। যথা—"কৃষ্ণ জানাইয়া সব বিশ্ব কৈল ধন্য" ইত্যাদি পয়ারে অবগত হওয়া যায় যে শ্রীমহাপ্রভু কৃষ্ণতত্ত্ব কৃষ্ণনাম কৃষ্ণরূপাদি জানাইয়াই জগৎ কৃতার্থ করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দসিন্ধু—অর্থাৎ প্রেমানন্দসিন্ধু,—সিন্ধু বলিবার তাৎপর্য্য এই যে অনন্ত অপার পরম গম্ভীর অনন্ত তরঙ্গময় সমুদ্রতুল্য ব্রজের সমর্থারতিজাত যে প্রেম তাহাই আনন্দসিন্ধু—যাহাতে মহাভাবের দিব্যোন্মাদ দশোৎপন্ন-চিত্রজল্পউদ্ঘূর্ণাদি এবং মাদনোৎপন্ন অনন্ত চমৎকারিতাময় রসে পূর্ণ, এমন প্রেমানন্দ সমুদ্রকে সর্ব্বতঃ "প্রবর্দ্ধয়ন্" প্রকৃষ্টরূপে যিনি বর্দ্ধন করাইতেছেন। যদ্যপি—"বিভুরপিকলয়ন্ সদাতিবৃদ্ধিং"। "রাধাপ্রেম বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঁই। তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥" ইত্যাদি শাস্ত্রে ব্রজস্থিত শ্রীরাধানিষ্ঠ প্রেম বিভু হইয়াও সতত বর্দ্ধিত হইতেছে সত্য, তথাপি শ্রীমহাপ্রভুতে সেই প্রেম প্রকর্ষরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে। এতাদৃশ প্রকর্ষের কারণ এই—সাক্ষাৎ রসরাজ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ঐ শ্রীরাধানিষ্ঠ প্রেমাস্বাদন করিবার নিমিত্ত রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাই শ্রীরাধাপ্রেমসিন্ধুবর্দ্ধনের চরমপ্রকর্ষ শ্রীমহাপ্রভুতেই দেখা যায়। যথা—"তাতে মুখ্য রসাশ্রয় হইয়াছেন মহাশয়"। তাতে হয় সর্ব্ব ভাবোদয়" ॥ "কাহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার। সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥" ইত্যাদি।

"সনাতনং রূপং" বলিতে শ্লেষপক্ষে শ্রীসনাতনগোস্বামী এবং শ্রীরূপগোস্বামীকেই বুঝাইতেছে। এই অসাধারণ গুণসম্পন্ন সর্ব্বোত্তম নিজ পার্ষদযুগলকে এই জগতে যিনি দেখাইয়াছেন। ইহা দ্বারা শ্রীসনাতন-রূপের মহিমাতিশয় ব্যক্ত হইল। বস্তুত রূপসনাতনের মত বস্তুকে দেখা জগতের ভাগ্যে দুর্ল্লভ ছিল। মহাপ্রভু এই দুই নিজ পার্ষদকে অসাধারণ নিজশক্তি সঞ্চার করিয়া ইহাদের দ্বারা শাস্ত্রাদি এবং বিশুদ্ধভক্তি সাধনাদি প্রকটন করাইয়া, নিজ অবতারের উদ্দেশ্য ব্রজপ্রেমদানকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন; তাহাই শ্রীঠাকুর নরোত্তম বলিতেছেন—জয় সনাতন-রূপ, প্রেমভক্তিরসকূপ, যুগল উজ্জ্বলময় তনু। যাহার প্রসাদে লোক, পাসরিল সব শোক, প্রকটল কল্পতরু জনু ॥" "প্রেম-ভক্তি রীতি যত, নিজ গ্রন্থে বেকত, লিখিয়াছেন দুই মহাশয়। যাঁহার শ্রবণ হৈতে, প্রেমানন্দ ভাসে চিতে, যুগল মধুর রসাশ্রয় ॥" অন্তঃকরণের তমঃ—অজ্ঞান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি ভিন্ন ইতর বাসনারূপ কৈতব এবং তাহার

মূল। প্রমাণৈর্বিনা প্রমেয়সিদ্ধি র্নৈত্যতস্তানি-তাবন্নিরূপ্যন্তে,—তত্র প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকঃ অনুমানঞ্চ বৈশেষিকঃ, শব্দঞ্চ কপিলপতঞ্জলী, উপমানঞ্চ গৌতমঃ, অর্থাপত্ত্যনুপলব্ধী চ মীমাংসকঃ, ঐতিহ্য-সম্ভবৌ চ পৌরাণিকঃ ইতি তত্তন্নীর্ণয়েষু পশ্যামঃ। তদিত্থং প্রত্যক্ষানুমানশব্দোপমানার্থাপত্ত্যনুপলব্ধি-সম্ভবৈতিহ্যান্যষ্টৌ প্রমাণানি ভবন্তি ॥২॥

মূল অবিদ্যাকে তম বলা যায়, যথা—"অজ্ঞান তমের নাম কহি যে কৈতব। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা এই সব॥" কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥" এই তমরূপ অজ্ঞানকে যিনি নাশ করিয়া—"তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিরূপ। নামসংকীর্ত্তন সর্ব্ব আনন্দ স্বরূপ॥" ইত্যাদি লক্ষণ, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি অভিধেয়, কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন এই তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করিয়াছেন। "অদ্ভুতোদয়" অর্থাৎ অদ্ভুত প্রকাশ যাঁহার, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ চন্দ্রের প্রকাশ হইতে এই চৈতন্যচন্দ্রের প্রকাশত্বে আশ্চর্য্য। প্রসিদ্ধ চন্দ্র নিত্য শোভমান নহে, নিত্য পূর্ণও নহে। প্রসিদ্ধ চন্দ্র প্রকাশিত হইয়া বস্তুর রূপকে প্রকাশ করে বটে, কিন্তু সনাতনরূপ বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে না। চন্দ্র উদিত হইলে সমুদ্র বর্দ্ধিত হয় বটে কিন্তু প্রেমানন্দসিন্ধু বর্দ্ধিত হয় না। চন্দ্র তমঃ (অন্ধকার) নাশ করে বটে কিন্তু অন্তঃগুহার তমঃ নাশ করিতে পারে না, তাই এই চৈতন্যচন্দ্রে চন্দ্রসাধর্ম্ম্য থাকিলেও প্রসিদ্ধ চন্দ্র হইতে চৈতন্য-চন্দ্রের অদ্ভুত প্রকাশ সূচিত হইতেছে ইতি॥

শ্রীকৃষ্ণপক্ষে—বিধু-শ্রীকৃষ্ণ, (বিধুঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ইতি) চৈতন্য-চিদ্ঘণ রূপ যাঁহার তিনি চৈতন্যরূপ অর্থাৎ চিদ্ঘণরূপ শ্রীকৃষ্ণ। সনাতন—সদাতন অর্থাৎ নিত্য, যাহা অপ্রকট নিত্যলীলায় বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর রূপ তাহার নামই সনাতনরূপ; সেই রূপকে যিনি এই জগতে প্রকট করিয়াছেন। অন্যার্থ সমূহ পূর্ব্ববৎ।১॥

বঙ্গানুবাদ—প্রথমতঃ গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক প্রমাণতত্ত্ব নিরূপণ করিতেছেন যথা—প্রমাণ ভিন্ন প্রমেয় সিদ্ধি হয় না, এই হেতু সেই প্রমাণসমূহ নিরূপিত হইতেছে। সেই প্রমাণ সমূহের মধ্যে চার্ব্বাক,—একমাত্র প্রত্যক্ষকেই স্বীকার করেন। বৈশেষিক,—প্রত্যক্ষ, অনুমান, এই দুই-টিকে। কপিল এবং পতঞ্জলি ইহাঁরা,—প্রত্যক্ষানুমান শব্দ এই তিনটিকে। গৌতম,—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ এই চারিটী। মীমাংসক,—প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান শব্দ অর্থাপত্তি অনুপলব্ধি। পৌরাণিক—প্রত্যক্ষ অনুমান শব্দ উপমান অর্থাপত্তি অনুপলব্ধি ঐতিহ্য সম্ভবকে প্রমাণ স্বীকার করেন। ইহা সেই সেই নির্ণয়ে অর্থাৎ তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তে আমরা অবগত হইতেছি। তন্নিমিত্ত, এইপ্রকারে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব, ঐতিহ্য এই আটটী প্রমাণ।

মূলং—তেষ্বর্থসন্নিকৃষ্টমিন্দ্রিয়ং প্রত্যক্ষং, ঘটমহং চক্ষুষা পশ্যামীত্যাদৌ। অনুমিতিকরণমনু-

---

তাৎপর্য্যার্থ—যদ্যপি এই গ্রন্থে অনাদি ভগবদ্-জ্ঞানময় বৈমুখ্যনিরাসক—ভগবদ্‌সাম্মুখ্যরূপ মোক্ষজনক জ্ঞানের বিষয়ত্ব হেতু প্রমেয়রই প্রাধান্য, সুতরাং প্রথমে প্রমেয় নিরূপণ করাই কর্ত্তব্য, তথাপি যাবতীয় পদার্থের ব্যবস্থাপকত্বহেতু প্রমাণেরই প্রাধান্য। অর্থাৎ কোনও পদার্থের ব্যবস্থা (সত্যমিথ্যাদির পরীক্ষা) করিতে হইলে, প্রথমতঃ প্রমাণের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। প্রমাণ ভিন্ন কেহ কোন বাক্য বিশ্বাস করিতে চাহে না। যখন প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন পদার্থেরই ব্যবস্থা হয় না তখন শাস্ত্রে প্রথমত প্রমাণেরই নিরূপণ করা উচিত। এখন এই প্রমাণ প্রমেয় বলিতে কি বুঝায় তাহা একটু জানা প্রয়োজন। "প্রমায়াঃ করণং প্রমাণসামান্যলক্ষণং" অর্থাৎ প্র পূর্ব্বক মা ধাতুর অর্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞান, এখানে প্রকৃষ্ট শব্দের তাৎপর্য্য—তদ্বতি তৎ প্রকারত্ব, সুতরাং প্রকৃষ্টজ্ঞান বলিতে তদ্বতি তৎ-প্রকারত্বরূপ প্রকৃষ্টজ্ঞানকেই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের নামই প্রমা। এখানে জ্ঞান শব্দের তাৎপর্য্য অনুভব, এই যথার্থ অনুভবরূপ প্রমার করণকেই অর্থাৎ অসাধারণ কারণকে প্রমাণ বলা যায়। "প্রমাতা যেনার্থং প্রমিণোতি তদেব প্রমাণং" অর্থাৎ সেই অনুভবত্বব্যাপ্যধর্ম্মা-বচ্ছিন্ন যে প্রত্যক্ষাদিরূপ প্রমা, সেই প্রমাতে বিদ্যমান যে কার্য্যতামাত্র, তাহার দ্বারা নিরূপিত কারণই প্রমাণ বলিয়া অভিহিত হয়। সুতরাং যথার্থ জ্ঞানের প্রতি প্রমাণটী কারণ হওয়ায় "কার্য্যকারণয়োঃ কারণস্যৈব পূর্ব্ববর্ত্তিত্বাৎ" প্রথমতঃ প্রমাণ নিরূপণই সমীচীন হইতেছে।২॥

সেই প্রমাণ সমূহের মধ্যে—অর্থের সহিত সন্নিকৃষ্ট

মানং, গিরির্বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ, অগ্ন্যাদিজ্ঞানমনুমিতিঃ তৎকরণং ধুমাদিজ্ঞানম্।

ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ঘটকে আমি চক্ষুদ্বারা দেখিতেছি ইত্যাদি স্থলই তাহার দৃষ্টান্ত।

তাৎপর্য্যার্থ—এখানে অর্থ বলিতে বিষয় বুঝায় যেমন ঘটপটাদি। সন্নিকৃষ্ট শব্দের অর্থ সম্বন্ধযুক্ত। সন্নিকর্ষ শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ সংযোগাদিভেদে নানাবিধ হয়; যেমন সংযোগ সন্নিকর্ষ তাদাত্ম্য সন্নিকর্ষ ইত্যাদি। এই প্রত্যক্ষটী, মন, চক্ষু, শ্রবণ, ঘ্রাণ, ত্বক, রসনা এই ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়ভেদে ছয় প্রকার হয়। অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ইত্যাদি। উক্ত ষট্‌প্রকার প্রত্যক্ষ আবার নির্ব্বিকল্প সবিকল্পভেদে দ্বাদশবিধ হয়। যে প্রত্যক্ষে বিশেষ্য বিশেষণ এবং এতদুভয়ের সম্বন্ধ অবগাহন নাই তাহাকেই নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ বলে। আর যে প্রত্যক্ষে বিশেষ্য বিশেষণ এবং এতদুভয়ের অবগাহন আছে তাহাকে সবিকল্প প্রত্যক্ষ বলা যায়। উক্ত দ্বাদশ প্রকার প্রত্যক্ষ আবার বৈদুষ এবং অবৈদুষ ভেদে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার হয়। ইহার মধ্যে বৈদুষ প্রত্যক্ষই প্রমাণ রূপে গৃহীত হয়, অবৈদুষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ রূপে গৃহীত হয় না, ইহা ব্যভিচারগ্রস্ত পরে দেখান যাইবে।

এখানে ইন্দ্রিয়কে করণ বলায় নিরীশ্বর সাংখ্যমতে এবং অদ্বৈত বেদান্তিমতে অন্তঃকরণ বৃত্তি বুদ্ধিই প্রমাণ, এই মতটী নিরস্ত হইল। "চক্ষুষা ঘটমহং পশ্যামি" দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই দেখান হইল।

অনুমিতির করণকে অনুমান বলা যায় "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" অর্থাৎ পর্ব্বতটী বহ্নিবিশিষ্ট, কেন না ধূম আছে, ইত্যাদি জ্ঞানে অগ্নিজ্ঞানটী অনুমিতি আর সেই অগ্নিজ্ঞানের যে করণ (অসাধারণ কারণ) তাহা এই ধূমাদি জ্ঞানই। অতএব ধূমাদি জ্ঞানই অনুমান।

তাৎপর্য্যার্থ—"ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানজন্যমনুমিতি" সুতরাং অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তি জ্ঞান, পক্ষতা, এবং পরামর্শ কারণ। সাধ্য এবং হেতুর যে অবিনাভাবরূপ সম্বন্ধ তাহাকেই ব্যাপ্তি বলা যায়। অর্থাৎ যে হেতুর দ্বারা সাধ্যনির্ণয় করা হইবে সেই হেতুতে সাধ্যের একটী সম্বন্ধ থাকা চাই; এই সম্বন্ধটী কিরূপ হইবে তাই বলা হইতেছে অবিনাভাবরূপ সম্বন্ধ। অর্থাৎ যেখানে হেতু থাকে সেখানে নিশ্চয়ই সাধ্য থাকিবে,আর যেখানে সাধ্য থাকিবে না সেখানে হেতু থাকে

মূলং—আপ্তবাক্যং শব্দঃ যথা নদীতীরে পঞ্চবৃক্ষাঃ সন্তি, যথাচাগ্নিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেতেত্যাদি। উপমিতিকরণমুপমানং গো সদৃশো গবয় ইত্যাদৌ সংজ্ঞাসংজ্ঞি সম্বন্ধ জ্ঞানমুপমিতিঃ তৎকরণং সাদৃশ্যজ্ঞানম্।

মূলং—অনুপপদ্যমানার্থদর্শনেনোপপাদকার্থান্তরকল্পনমর্থাপত্তিঃ। পীনো দেবদত্তোদিবা ন ভুঙ্‌ক্তে ইত্যাদৌ, ইহ দিবাঽভুঞ্জানস্য পীনত্বমনুপপন্নং সত্তস্য নক্তং ভোজিত্বং গময়তি।

না। এই প্রকার হেতুসাধ্য জ্ঞানকে ব্যাপ্তিজ্ঞান বলে। পক্ষ বলিতে অনুমিতির স্থলকেই বুঝায়। পরামর্শ বলিতে উক্ত হেতু সাধ্যের ব্যাপ্যব্যাপক ভাববিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞানই বুঝায়। এখানে ধুমাদি এই আদি পদে এই তাৎপর্য্য দেখানই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

আপ্ত বাক্যই শব্দ। অর্থাৎ ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটবাদি দোষরহিত বাক্যই আপ্তবাক্য। এই আপ্তবাক্য দুইপ্রকার, লৌকিক এবং বৈদিক। লৌকিকের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন যথা নদীতীরে পাঁচটী বৃক্ষ আছে। বৈদিক দৃষ্টান্ত যথা স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম দ্বারা যজ্ঞ করিবে।

উপমিতির করণই উপমান। যেমন গো সদৃশ গবয় ইত্যাদিস্থলে সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর যে সম্বন্ধ তাহার জ্ঞানকেই উপমিতি বলে। উক্ত উপমিতির যেটী করণ (অসাধারণ কারণ) সেটী সাদৃশ্যজ্ঞান, এইটীই উপমান।

তাৎপর্য্যার্থ,- সংজ্ঞাসংজ্ঞীসম্বন্ধজ্ঞানই উপমিতি। সংজ্ঞা গবয়পদ, সংজ্ঞী গবয় নামক কোন জন্তুবিশেষ। এই দুটীর অর্থাৎ গবয়পদ এবং গবয়পদের অর্থ যে জন্তু বিশেষ এতদুভয়ের যে সম্বন্ধ (শক্তি) তাহার জ্ঞানকেই সংজ্ঞাসংজ্ঞীসম্বন্ধজ্ঞান বলে, ইহাই উপমিতি। ইহার করণ সাদৃশ্যজ্ঞান, যেমন গো সদৃশ গবয়। অর্থাৎ যেমন কোন নাগরিকজন গবয় কাহাকে বলে জানে না, সে কোন অরণ্যবাসীজনের নিকট শ্রবণ করিল গোসদৃশ গবয়, অর্থাৎ গবয় মৃগ (নীলগাই) গো সদৃশ। এই কথা শ্রবণান্তর সে ব্যক্তি কোনও এক সময়ে অরণ্যে গমন করত গবয় দেখিয়া গোসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিল, তদনন্তর সেই

মূলং—ঘটাদ্যনুপলব্ধ্যা ঘটাদ্যভাবো নিশ্চিতঃ অনুপলব্ধিস্তূপলব্ধেরভাব ইত্যভাবেন প্রমাণেন ঘটাদ্যভাবো গৃহ্যতে। শতে দশকং সম্ভবতীতি বুদ্ধৌ সম্ভাবনং সম্ভবঃ।

মূলং—অজ্ঞাতবক্তৃকতাগতপারম্পর্য্যপ্রসিদ্ধমৈতিহ্যং যথেহবটে যক্ষোনিবসতীত্যাদৌ। অঙ্গুল্যুত্তোলনতো ঘট দশকাদিজ্ঞানকরী চেষ্টাপি, কৈশ্চিন্মানমিষ্যতে, এবং প্রমাণবাদিনো বিবিধাঃ।৩॥

অরণ্যবাসীর "গো সদৃশো গবয়পদবাচ্যঃ" এই অতিদেশবাক্যটীর অর্থ স্মরণ হইল, তদনন্তর "অয়ংগবয়শব্দবাচ্যঃ" এইপ্রকার জ্ঞানের উদয় হইল, ইহাই উপমিতি। আর ঐ সাদৃশ্যজ্ঞানটীই তাহার করণ, এবং উক্ত অতিদেশ বাক্যার্থের স্মরণই তাহার ব্যাপার। ইতি।

অনুপপদ্যমান অর্থের দর্শন দ্বারা উপপাদক অন্যার্থের কল্পনার নামই অর্থাপত্তিপ্রমাণ, যথা পীন (স্থূল) দেবদত্ত দিবায় ভোজন করেন না ইত্যাদি স্থলই দৃষ্টান্ত। এ স্থলে দিবায় অভোজনকারীর পীনত্বটী অনুপপন্ন হইয়া তাহারই (দেবদত্তের) রাত্রিভোজনকারিত্ব অবগত করাইতেছে।

তাৎপর্য্যব্যাখ্যা—উপপাদ্যজ্ঞানের দ্বারা উপপাদকের কল্পনাই অর্থাপত্তিপ্রমা; সেই অর্থাপত্তিপ্রমার যে করণ (অসাধারণ কারণ) তাহাকেই অর্থাপত্তি প্রমাণ বলা যায়। এখানে উপপাদ্যজ্ঞানটীই করণ (অর্থাপত্তিপ্রমাণ) আর উপপাদক জ্ঞানটীই তাহার ফল (অর্থাপত্তিপ্রমা) প্রমা এবং প্রমাণ এই উভয় অর্থেই অর্থাপত্তিশব্দের ব্যবহার হয়। অর্থের আপত্তি অর্থাৎ কল্পনা এই ষষ্ঠীসমাস ব্যাখ্যা প্রমাপক্ষে ব্যবহৃত হয়। আর প্রমাণ পক্ষে অর্থের আপত্তি অর্থাৎ কল্পনা যাহা হইতে হয়, এইপ্রকার বহুব্রীহিসমাসে অর্থাপত্তিশব্দ নিষ্পন্ন হয়। এখন উপপাদ্যউপপাদক জ্ঞান কাহাকে বলে তাহা একটুক জানা প্রয়োজন। যাহা ভিন্ন যাহা উপপন্ন হয় না, সেটী (অনুপপন্ন অর্থটী) সেখানে উপপাদ্য, আর যে পদার্থের অভাবে যাহার উপপত্তি হইতেছে না, সেই পদার্থই সেখানে উপপাদক। দৃষ্টান্তস্থল যথা—স্থূল দেবদত্ত দিবায় ভোজন করেন না ইত্যাদি—

এখানে রাত্রি ভোজন ভিন্ন পীনত্ব অনুপপন্ন হইতেছে, অতএব পীনত্বই উপপাদ্য আর রাত্রিভোজনটীই উপপাদক। এই অর্থাপত্তি দুইপ্রকার, এক, দৃষ্টার্থাপত্তি অন্য শ্রুতার্থাপত্তি। যথা দৃষ্টে প্রত্যক্ষাবগতে বিষয়ে যে অর্থাপত্তি "যত্রদৃষ্টোর্থোঽনুপপদ্যমানোঽর্থান্তরং কল্পয়তি সাদৃষ্টার্থাপত্তিঃ"। আর শ্রুতে—শব্দদ্বারা অবগতবিষয়ে যে অর্থাপত্তি অর্থাৎ "শ্রূয়মাণবাক্যস্যস্বার্থানুপপত্তিমুখেনার্থান্তরকল্পনম্ শ্রুতার্থাপত্তিঃ"। এখানে "পীনোদেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে" এই মূলোক্ত দৃষ্টান্তটী উভয় অর্থাপত্তিতেই প্রযোজ্য। মীমাংসক মতে, আবার শ্রুতার্থাপত্তিটী দুই প্রকার হয়, একটী অভিধানানুপপত্তিরূপা, দ্বিতীয়টী অভিহিতানুপপত্তিরূপা। যেখানে বাক্যের একদেশশ্রবণে অন্বয়াভিধানের অনুপপত্তি বশতঃ, অন্বয়াভিধানের উপযোগী অন্য কোন পদ কল্পিত হয়, সেই খানেই অভিধানানুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তি। যেমন লৌকিক দৃষ্টান্ত—"দ্বারম্" (দ্বারকে) এই উক্তিতে, অন্বয়াভিধানের অনুপপত্তিহেতু "পিধেহি" (আচ্ছাদন কর) এই অন্বয়োপযোগীপদটীকে অধ্যাহার করিতে হয়। ইহার বৈদিক দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় যথা—"বিশ্বজিতা যজেত" ইত্যাদিস্থলে "স্বর্গকামঃ" পদটী অধ্যাহার করিতে হয়, আর যেখানে বাক্যের দ্বারা অবগতার্থটী অনুপপন্নত্বরূপে জ্ঞাত হইয়া অর্থান্তরকে কল্পনা করে—সেইখানে অভিহিতানুপপত্তিরূপা অর্থাপত্তি হয়। যথা—"স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বাক্যে ক্রিয়াকলাপাত্মক যাগাদির ক্ষণিকত্বহেতু কালান্তর ভাবী স্বর্গের সাধনত্বানুপপত্তিবশতঃ মধ্যবর্ত্তী একটী অপূর্ব্ব কল্পনা করিতে হয়।

ঘটাদির অনুপলব্ধি দ্বারা ঘটাদির অভাবজ্ঞান হয়। উপলব্ধির অভাবই অনুপলব্ধি, এই অভাবপ্রমাণের দ্বারা ঘটাদির অভাব সাক্ষাৎকার হয়।

এই অভাব সাক্ষাৎকারটী ফল অর্থাৎ প্রমা। আর অনুপলব্ধি তাহার করণ।

তাৎপর্য্যার্থ—এই যে, যেখানে ঘট নাই সেখানে প্রথমতঃ ঘটের অনুপলব্ধি হয়, এই অভাবজ্ঞানই করণ। পরে এখানে ঘট নাই এইরূপ অভাবজ্ঞানই তাহার ফল। শতের মধ্যে দশ থাকার সম্ভব আছে এই প্রকার বুদ্ধিতে যে সম্ভাবন তাহার নাম সম্ভব প্রমাণ। বক্তার নিশ্চয় নাই পরম্পরাগত প্রসিদ্ধ প্রবাদই ঐতিহ্য নামে কথিত হয়, যথা এই বটবৃক্ষে যক্ষ বাস করে ইত্যাদি। এই আট প্রকার

মূলং—তেষু প্রত্যক্ষমাত্রবাদিনা চার্ব্বাকেনা-প্রতিপন্নঃ সন্দিগ্ধো বিপর্য্যস্তোবা পুমান্ নশক্যো-ঘ্যুৎপাদয়িতুং। ন চার্ব্বাগ্‌দৃশা প্রত্যক্ষেণ পুরুষান্তরবর্ত্তিনোঽজ্ঞানসন্দেহবিপর্য্যয়াঃ শক্যাঃ প্রতিপত্তুম্। ন চানবধৃতপরগতাজ্ঞানাদির্বক্তুং প্রবৃত্তো গ্রাহ্যবাক্ প্রেক্ষাবতাম্।৪॥

প্রমাণ তত্তৎশাস্ত্রকার সকল স্বীকার করেন। অঙ্গুলি উত্তোলন পূর্ব্বক ঘটদশকাদি (দশটী ঘট ইত্যাদি) জ্ঞানকরী চেষ্টাও কেহ কেহ প্রমাণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই প্রকারে বিবিধ প্রমাণবাদী দেখা যায়। ৩॥

বঙ্গানুবাদ—সেই সকল প্রমাণবাদীদিগের মধ্যে প্রত্যক্ষমাত্র বাদী চার্ব্বাক "এই পুরুষটী অপ্রতিপন্ন অর্থাৎ অজ্ঞ, অথবা সন্দিগ্ধ অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত, অথবা বিপর্য্যস্ত অর্থাৎ ভ্রান্ত ইত্যাদি প্রতিপাদন করিতে সমর্থ নহেন। যে চার্ব্বাক-জ্ঞানী (পক্ষে অবরদর্শী) সে ব্যক্তি, অন্য পুরুষে বর্ত্তমান যে অজ্ঞান কিংবা সন্দেহ অথবা বিপর্য্যাস ইত্যাদি কেবল একমাত্র প্রত্যক্ষ দ্বারা অবগত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি অন্যের অজ্ঞানাদি অবগত নহে সে যদি কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে প্রশস্তবুদ্ধিজনের নিকট সে গ্রাহ্যবাক্ হইতে পারে না অর্থাৎ তাহার বাক্য বুদ্ধিমানজন গ্রহণ করিতে পারে না।

তাৎপর্য্যার্থ এই—প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অনুমানাদি প্রমাণকে অস্বীকার করে যে সকল চার্ব্বাক, তাহাদের বাগ্ব্যবহারই হইতে পারে না। কারণ, যে ব্যক্তির সহিত বাগ্ব্যবহার করিতে হইবে, প্রথমতঃ সেই ব্যক্তি মূঢ় কি বিদ্বান? ক্রুদ্ধ কি স্নিগ্ধ? ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত? সন্দিগ্ধ কি অসন্দিগ্ধ? ইত্যাদি জানা চাই। তাহা না জানিলে কাহার সঙ্গে কি জাতীয় বাগ্ব্যবহার করিবে? সে ব্যক্তি অজ্ঞ কি বিজ্ঞ ইহা প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায় না সুতরাং সেই ব্যক্তিগত অজ্ঞানাদি না জানিয়া যাহারা বাগ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের বাক্য উন্মত্ত প্রলাপবৎ হইয়া উঠে; কারণ বিজ্ঞের প্রতি অজ্ঞজনোচিত,অজ্ঞের প্রতি বিজ্ঞজনোচিত বাগ্ব্যবহারই হইবে। কেন না, বিজ্ঞ অজ্ঞ সকলই তাহার পক্ষে সমান, সুতরাং তাহাদের বাক্য বুদ্ধিমানের অবধানের যোগ্য নহে।৪॥

মূলং—তস্মাদনিচ্ছতাপি তেনানুমানমুপাদেয়-মেব। অতঃ স পরিহস্যতে। চার্ব্বাক তব চার্ব্বাঙ্গীং জারতো বীক্ষ্য গর্ভিনীং। প্রত্যক্ষমাত্র-বিশ্বাস ঘনশ্বাসং কিমুঞ্চসি ইতি॥ তেন চ পরগতা-জ্ঞানাদীনভিপ্রায়ভেদাদ্বাক্যভেদাল্লিঙ্গাদনুমায় তদ-জ্ঞানাদিপরিহারে প্রবৃত্তো গ্রাহ্যবাক্ স্যাদিতি।৫॥

যত্তু, শব্দোপমানয়োর্নৈব পৃথক্‌প্রামাণ্যমিষ্যতে। অনুমানে গতার্থত্বাদিতি বৈশেষিকং মতমিত্যাহুস্ত-

---

বঙ্গানুবাদ—সুতরাং অনিচ্ছুক হইলেও সেই চার্ব্বাকের অনুমান প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কোন দার্শনিক চার্ব্বাককে পরিহাস করিতেছেন "হে চার্ব্বাক! হে প্রত্যক্ষমাত্রবিশ্বাস! জার হইতে তোমার পত্নীকে গর্ভিনী দেখিয়া সঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছ কেন? তুমিতো প্রত্যক্ষমাত্র বিশ্বাস কর, এখানে তোমার প্রত্যক্ষ কোথায়? ইত্যাদি। তাহা হইলে অভিপ্রায়ভেদ এবং বাক্যভেদ লিঙ্গ (হেতু) হইতেই পুরুষান্তর গত অজ্ঞান, সন্দেহ বিপর্য্যাসাদিকে অনুমান করত সেই অজ্ঞানাদি পরিহারে যিনি প্রবৃত্ত হন তিনি গ্রাহ্যবাক্।

তাৎপর্য্যার্থ এই যে—প্রথমতঃ "অয়ং এতাদৃশবান্ এবম্বিধবচনপ্রয়োক্তৃত্বাৎ" অর্থাৎ এই ব্যক্তি এই প্রকার অভিপ্রায়বিশিষ্ট। কেন না এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, ইত্যাদি বচনভেদলিঙ্গহেতু প্রথমতঃ পুরুষান্তর্গত অভিপ্রায় ভেদটী অনুমান করিবে। তদনন্তর পুনশ্চ "অয়মজ্ঞ" অথবা "সন্দিগ্ধ" কিংবা "ভ্রান্ত"। "এতাদৃশাঽভিপ্রায়বত্বাৎ" অর্থাৎ এই ব্যক্তি অজ্ঞ, যেহেতু, এতাদৃশ অভিপ্রায়ে দেখা যাইতেছে, অথবা এই ব্যক্তি সন্দিগ্ধ, কেন না, ইহাতে তাদৃশ অভিপ্রায় দেখা যাইতেছে, অথবা এই ব্যক্তি ভ্রান্ত, যেহেতু, এই ব্যক্তি তাদৃশ অভিপ্রায়বান্ ইত্যাদি অনুমানের দ্বারা সেই ব্যক্তিগত অজ্ঞত্বাদি লক্ষণ অজ্ঞানাদিকে অনুমান করিবে। পশ্চাৎ, অবগত অজ্ঞানাদি নিরসনে প্রবৃত্ত হইয়া যথাযোগ্য বাক্য প্রয়োগ করিবে। এইরূপ হইলেই সেই বাক্য প্রেক্ষাবান্‌জন গ্রহণ করেন। ৫॥

বঙ্গানুবাদ—অনুমানের মধ্যেই স্বার্থতাহেতু অর্থাৎ অনুমানের অন্তর্গতত্বহেতু, শব্দ এবং উপমানের পৃথক

ম্মন্দং, গ্রহচেষ্টাদাবনুমানাপ্রবৃত্তেঃ, বিশেষন্তূপরি-বদিষ্যামঃ॥ তদেব প্রত্যক্ষানুমানশব্দাঃ প্রমাণানীতি বৃদ্ধাঃ, উপমানাদিনামেষ্বন্তর্ভাবাৎ পৃথক্‌প্রমাণতা-নেত্যাহুরিতি ॥৬॥

মূলং—তথাহি উপমানং খলু যথা গৌ স্তথা গবয় ইতি বাক্যং তজ্জনিতাচ ধীরাগম এব, গবয়-শব্দো গো সদৃশস্যাভিধায়ীতি যঃ প্রত্যয়ঃ সোঽপ্যনু-মানমেব। যঃ শব্দো বৃদ্ধৈ র্যত্রার্থে প্রযুজ্যতে সোঽ-সতিবৃত্ত্যন্তরে তস্যাভিধায়ী, যথা গোশব্দো গোত্বস্য। প্রযুজ্যতে চ গোসদৃশো গবয়শব্দইতি তস্যৈব যোঽভিধায়ীতি জ্ঞানমনুমানমেব। যত্তু চক্ষুঃ সন্নিকৃষ্টস্য গবয়স্য গোসাদৃশ্যজ্ঞানং তৎপ্রত্যক্ষ-মেবেতি নোপমানং পৃথক্ বাচ্যম্ ॥৭॥

মূলং—যত্তু দিবাঽভুঞ্জানে পীনত্বং নক্তং ভুক্তিং বিনা নোপপদ্যতে অতঃ পীনত্বান্যথাঽনুপপত্তি-প্রসূতার্থাপত্তিরেব রাত্রিভোজনে প্রমাণম্ ইতি তন্ন, তস্যানুমানান্তর্ভাবাৎ। "অয়ং রাত্রৌ ভুঙ্‌ক্তে" দিবাঽভুঞ্জানত্বে সতি পীনত্বাৎ "যস্তু রাত্রৌ ন

প্রমাণতা নাই,এইটীই বৈশেষিক মত, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। এই মতটী সুচারু নহে অর্থাৎ গ্রন্থকার শব্দ প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার তো করেনই না, প্রত্যুত শব্দই একমাত্র মুখ্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। কেন না গ্রহ চেষ্টাদিতে অনুমানের প্রবৃত্তি নাই। শব্দ প্রমাণেরই প্রবৃত্তি সেখানে দেখা যায়। এখানে উপরে বিশেষভাবে বর্ণন করিব। তাই বৃদ্ধসকল প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ এই তিনটীকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। উপমান এবং অর্থাপত্তি অনুপলব্ধি প্রভৃতি প্রমাণ সমূহের পৃথক্ প্রমাণতা নাই, কেন না ইহারা প্রত্যক্ষ অনুমান শব্দেরই অন্তর্গত।৬॥

বঙ্গানুবাদ—উপমান প্রমাণটী "যথা গো তথা গবয়" অর্থাৎ গরু যে প্রকার, গবয়ও সেই রকম, এইপ্রকার বাক্য। তাদৃশ বাক্যজনিত যে জ্ঞান তাহাকে আগম অর্থাৎ শব্দই বলা যাইতে পারে। আর গবয় শব্দ গো-সদৃশের বাচক এইপ্রকার যে বুদ্ধি তাহাও অনুমানই। যে শব্দটীকে যে অর্থে বৃদ্ধেরা প্রয়োগ করেন, যদি সেখানে বৃত্ত্যন্তর না থাকে, অর্থাৎ লক্ষণা প্রভৃতি না থাকে তাহা হইলে সেই শব্দটী সেই অর্থেরই বাচক হয়, যেমন গো শব্দটী গোত্বের বাচক। এবং এইপ্রকারে গো সদৃশে তাহারা গবয়শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অতএব এই গবয় শব্দ গো সদৃশের বাচক। এই প্রকার জ্ঞান, অনুমানই। কিন্তু যেটী চক্ষুসন্নিকৃষ্ট গবয়ের গোসদৃশজ্ঞান, সেটী প্রত্যক্ষই। অতএব উপমান পৃথক্ (প্রমাণ) বাচ্য নহে।

তাৎপর্য্যার্থ—যদি বলা যায় যে গবয় দেখিয়া গোসাদৃশ্যজ্ঞানের পরে, যখন স্মর্য্যমান গোপিণ্ডে গবয়সাদৃশ্য-জ্ঞান হয়, তখন তো আর প্রত্যক্ষ বলা যায় না, কারণ তখন তাদৃশ গোপিণ্ডের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষই নাই। সুতরাং ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট-গবয়নিষ্ঠ সাদৃশ্যজ্ঞানটী প্রত্যক্ষ হইলেও, স্মর্য্যমান গোপিণ্ডে ইন্দ্রিয়াঽসন্নিকৃষ্ট গোসদৃশজ্ঞানের প্রত্যক্ষ নাই। অতএব উপমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ জন্য প্রত্যক্ষ এখানে আছে। কেন না "গো"তে একটী পৃথক্ সাদৃশ্য আর গবয়ে একটী পৃথক্ সাদৃশ্য নহে। এই সাদৃশ্যটী গো এবং গবয় উভয় সাধারণ অবয়ব সামান্য। সুতরাং সাদৃশ্যটী যদি গবয়ে প্রত্যক্ষ হয় তথা গোতেও প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ জন্য প্রত্যক্ষ হওয়ায় আর উক্ত দোষ হইতে পারিল না।৭॥

বঙ্গানুবাদ—আর যেটী, দিবা অভোজনকারী ব্যক্তিতে রাত্রিভোজন বিনা পীনত্ব উপপন্ন হইতেছে না, অতএব পীনত্বের অন্যথা (অন্যপ্রকারে) উপপত্তি না হওয়া জনিত অর্থাপত্তিই, রাত্রিভোজনরূপ ফল জ্ঞানে প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। এই মতটীও ঠিক নহে, কেন না, সেই অর্থাপত্তি প্রমাণটী অনুমানেরই অন্তঃভূর্ত,—যথা—এই ব্যক্তি রাত্রিতে ভোজন করে, যেহেতু দিবাভোজন অসত্বেও পীনত্ব দেখা যাইতেছে। যে ব্যক্তি রাত্রিতে ভোজন করে না সে দিবায় অভুক্ত থাকিলে পীন হয় না। যেমন দিবারাত্র অভোজনকারী ব্রতী ব্যক্তি পীন নহে. এ ব্যক্তি সেপ্রকার নহে অর্থাৎ অপীন নহে, তদ্ধেতু (সুতরাং পীনত্বহেতু) এই ব্যক্তি রাত্রিভোজন করে। এই প্রকার অনুমান প্রমাণ দ্বারা এইটী অবগত হওয়া যাইতেছে, সুতরাং অর্থাপত্তি আর পৃথক্ প্রমাণ নহে।

ভুঙ্‌ক্তে ন স দিবাঽভুঞ্জানত্বে সতি পীনঃ”। যথা দিবা রাত্রৌচাভুঞ্জানোঽপীনঃ (ব্রতী)। ন চায়ং তথা, তস্মাত্তথেতি কেবলব্যতিরেকানুমানগম্যমেতৎ ।৮॥

মূলং—অনুপলব্ধিশ্চ ন পৃথক প্রমাণং, ঘটাদ্যভাবস্য চাক্ষুষত্বাদভাবং প্রকাশয়দিন্দ্রিয়ং স্বয়ং বদ্ধভাববিশেষণমুখেনেতি নাপ্রসঙ্গঃ। সম্ভবস্তু শতে দশকাদ্যবগমঃ স চানুমানমেব, শতত্বং হি দশকাদ্যবিনাভূতং, শতে দশকাদিসত্ত্বমবগময়তীতি। ঐতিহ্যন্ত্বনির্দ্দিষ্ট বক্তৃকত্বেন সাংশয়িকত্বাৎ ন প্রমাণম্। আপ্তবক্তৃকত্বে নিশ্চিতে তু তস্যাগমান্তর্ভাব এবেতি ত্রীণ্যেব প্রমাণানি। যথা—প্রত্যক্ষঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভিপ্সতা ।৯॥

তত্র প্রত্যক্ষং স্থূলমেব সন্নিকৃষ্টং গৃহ্ণাতি নাতিদূরং ন চাতি সমীপং, যথা—খমুৎপতন্তং পক্ষিণং, যথাচ নেত্রস্থমঞ্জনম্। মনস্যনবস্থিতে স্থূলমপি তন্ন গৃহ্ণাতি, যদুক্তং—মে মনোঽন্যত্র গতং ময়া ন দৃষ্ট মিত্যাদি। অভিভূতমনুদ্ভূতঞ্চ সম্পৃক্তমতি-

তাৎপর্য্যার্থ—অনবগত যে অর্থটী কল্পনা না করিলে ফলের উৎপত্তি হয় না তাদৃশ অজ্ঞাত অর্থের কল্পনাই অর্থাপত্তি। দৃষ্টান্ত—পীন দেবদত্ত দিবায় ভোজন করে না ইত্যাদি। গ্রন্থকার বলিতেছেন ইহা ব্যতিরেকানুমান। ভোজনের স্বাভাবিক সহচর পীনত্বটী এই দেবদত্তে বর্ত্তমান রহিয়াছে অথচ তিনি দিবায় ভোজন করেন না, সুতরাং “যদভাবে যদভাব” অর্থাৎ সাধ্যাভাবে হেত্বভাবরূপ ব্যতিরেকানুমান দ্বারাই এখানে রাত্রিভোজনরূপ অর্থের উপপত্তি হইতেছে। কেহ কেহ অর্থাৎ অদ্বৈত বেদান্তী এবং মীমাংসকগণ ব্যতিরেকানুমান স্বীকার করেন না। কিন্তু গ্রন্থকারের তাদৃশমতের প্রতি শ্রদ্ধা নাই। গ্রন্থকারের মতে সাধ্যপ্রসিদ্ধিমূলক সাধ্যাভাবব্যাপকীভূতাঽভাব প্রতিযোগিত্বরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানটী সম্ভব হয় ।৮॥

বঙ্গানুবাদ—আর উপলব্ধিও পৃথক্ প্রমাণ নহে, যেহেতু ঘটাদি অভাবের চাক্ষুষত্ব আছে। ইন্দ্রিয় স্বয়ং বদ্ধভাব বিশেষণরূপে অভাবকে প্রকাশ করে, অতএব ইন্দ্রিয়ই অভাব প্রত্যক্ষে প্রমাণ। ইহাতে আর অপ্রসঙ্গ অর্থাৎ অব্যাপ্তিদোষ হইল না।

তাৎপর্য্যার্থ—উপলব্ধি প্রমাণবাদীরা বলেন অভাবজ্ঞানের প্রতি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না, সুতরাং অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে “অর্থসন্নিকৃষ্টমিন্দ্রিয়ং প্রত্যক্ষং” এই লক্ষণে অব্যাপ্তি হয়। গ্রন্থকার ইহার সমাধান করিয়া বলিতেছেন—ইন্দ্রিয় স্বয়ং, বিশেষণের সহিত প্রথমতঃ সন্নিকৃষ্ট হইয়া সেই বদ্ধভাব বিশেষণ মুখে অভাবকে প্রকাশ করে বলিয়া এখানে সন্নিকর্ষের অভাব হইতেছে না; সুতরাং আর অব্যাপ্তি দোষ হইল না।

সম্ভব প্রমাণটীও অতিরিক্ত নহে, শতের মধ্যে দশের জ্ঞান, সেটীও অনুমান। কেন না শতত্ব দশকাদি অবিনাভূত, এই অনুমানে শতের মধ্যে যে দশ আছে তাহা জানা যায়। “শতস্য দশকাদিব্যাপ্যত্বাৎ” “অয়ং দশবান্ শতবত্ত্বাৎ” ইত্যাদিরূপে অনুমান হয়। ঐতিহ্যটীও অতিরিক্ত নহে—অনির্দ্দিষ্টবক্তা অর্থাৎ এই প্রবাদের বক্তা কে, তাহা নিশ্চিত না হইলে প্রবাদটী সংশয়যুক্ত হইয়া উঠে, অতএব অপ্রমাণ। আর যদি যথার্থ বক্তা বলিয়াই নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে ঐতিহ্যটী (প্রবাদটী) শব্দ প্রমাণেরই অন্তর্ভূত হইবে। অতএব তিনটীই মাত্র প্রমাণ, এ সম্বন্ধে মনুও বলিয়াছেন যথা ধর্ম্মশুদ্ধিকামী জনের প্রত্যক্ষ অনুমান্ এবং বিবিধাগমশাস্ত্র, এই তিনটী অবশ্য জানা কর্ত্তব্য। ৯॥

বঙ্গানুবাদ—আবার উক্ত ত্রিবিধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুমানশব্দ এই প্রমাণত্রয়মধ্যে, প্রত্যক্ষের কতকগুলি বাধক আছে। গ্রন্থকার এখন তাহা দেখাইতেছেন। যথা—প্রত্যক্ষ সন্নিকৃষ্ট স্থূলকে অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী স্থূল বস্তুকেই গ্রহণ করে, অতিদূরস্থিত বস্তু স্থূল হইলেও তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, এবং অতি সমীপবর্ত্তী স্থূলকেও গ্রহণ করিতে পারে না, যথা—আকাশে উৎপতনশীল পক্ষী, স্থূল হইলেও দূরত্ব নিবন্ধন প্রত্যক্ষ হয় না। এবং যথা—নিজচক্ষুস্থিত অঞ্জন স্থূল হইলেও অতিসামীপ্যবশতঃ প্রত্যক্ষ হয় না। আবার মন অনবস্থিত হইলে অর্থাৎ কামক্রোধাদি দ্বারা অভিভূত হইলে, স্থূলবস্তু সন্নিকৃষ্ট হইলেও গ্রহণ করিতে পারে না। যেমন কেহ কেহ বলেন, আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি কিছু

সূক্ষ্মঞ্চ তন্ন গৃহ্ণাতি, যথা—রবিকিরণাভিভূতং গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলং, যথা ক্ষীরে দধিভাবম্, যথা চ জলাশয়ে জলদ বিমুক্তান্‌জলবিন্দুন্, যথা—পরমাক্ষণু-মিত্যাদি ।১০॥

মূলং—প্রত্যক্ষং সন্নিকৃষ্টমপি ক্বচিদ্ব্যভিচরতি চৈতৎ, মায়ামূর্দ্ধাঽবলোকে যজ্ঞদত্তস্যৈবায়ং মূর্দ্ধে-ত্যাদৌ। যদ্যপ্যপ্রত্যক্ষেঽপি বস্তুনি লিঙ্গাদনুমানং প্রবর্ত্তয়িতুমলং, তথাপি তৎ ক্বচিদ্ব্যভিচরদৃষ্টম্। বৃষ্ট্যাতৎকালে নির্ব্বাপিত বহ্নৌ চিরমধিকোদিত্বর ধূমে—পর্ব্বতে বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ ॥১১॥

দেখি নাই ইত্যাদি। আবার অভিভূত, অনুদ্ভূত, সম্পৃক্ত, অর্থাৎ সমজাতীয় বস্তুর সহিত মিশ্রিত, এবং অতিসূক্ষ্ম বস্তুও সন্নিকৃষ্ট হইলে প্রত্যক্ষ হয় না। যথা—সূর্য্যকিরণ দ্বারা অভিভূত গ্রহণক্ষত্রাদিমণ্ডল প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন দুগ্ধে অনুদ্ভবদশায় অর্থাৎ "কলল" অবস্থায় দধি প্রত্যক্ষ হয় না, যথা সরোবরাদি জলাশয়ে মেঘবিমুক্ত বৃষ্টির জলবিন্দু (তুল্য বস্তুর সহিত সংমিশ্রন হেতু) প্রত্যক্ষ হয় না, এবং যথা—পরমাণুসমূহ অতিসূক্ষ্মতাবশতঃ প্রত্যক্ষ হয় না ইত্যাদি।১০॥*

বঙ্গানুবাদ—এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ সন্নিকৃষ্ট বস্তুকেও কোথাও কোথাও ব্যভিচারদুষ্ট করিয়া তুলে, যেমন মায়ামুণ্ড অবলোকনে যজ্ঞদত্তেরই এই মুণ্ড, এই প্রকার ভ্রমের উদয় হয় ইত্যাদি।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রত্যক্ষ দুই প্রকার। একটী বৈদুষ, একটী অবৈদুষ। বৈদুষ প্রত্যক্ষের মূলে শব্দপ্রমাণ থাকায় ব্যভিচার হয় না, কিন্তু অবৈদুষ প্রত্যক্ষে ব্যভিচার হওয়াই প্রায় সম্ভব, তাই গ্রন্থকার এস্থলে তাদৃশ প্রত্যক্ষের ব্যভিচার দেখাইতেছেন। মনে করুন যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তি আপনাকে একটী খণ্ডমুণ্ড আনিয়া দেখাইল, আপনি সেই খণ্ডিত মুণ্ডটী দেখিয়া আপনার সুপরিচিত বন্ধু দেবদত্তেরই মুণ্ড বলিয়াই ঠিক করিলেন, এবং শোকে মুহ্যমান হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এই স্থলেই প্রত্যক্ষের ব্যভিচার হইল।

যদিও অপ্রত্যক্ষ বস্তুতে লিঙ্গ আশ্রয় পূর্ব্বক অনুমান প্রমাণটী প্রবর্ত্তিত হইতে সক্ষম, তথাপি সেই অনুমান কোথাও কোথাও ব্যভিচারগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। যেমন বৃষ্টি দ্বারা সদ্য বহ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অধিক পরি-মানে ধূম উদ্গত হইতেছে এমন যে পর্ব্বত তাহাতে "পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ" অর্থাৎ এই পর্ব্বতটী বহ্নিবিশিষ্ট, যেহেতু এখানে ধূম আছে, এই প্রকার লিঙ্গ দেখিয়া সাধ্যের অনুমান করিতে যাইলে ব্যভিচারই ঘটিয়া থাকে।

তাৎপর্য্যার্থ—গ্রন্থকার এখানে বিষম ব্যাপ্তি স্থলেই অনুমানের ব্যভিচার দেখাইতেছেন।

হেতু দুই প্রকার—সমব্যাপ্তহেতু আর বিষমব্যাপ্ত-হেতু। সাধ্য এবং হেতু এই উভয়ই যদি সমদেশব্যাপী হয় তাহা হইলে সমব্যাপ্তহেতু বলা যায়। যথা—"তদ্রূপবান্ তদ্রসাৎ" অর্থাৎ সেইটি তদ্রূপবিশিষ্ট, কেননা, তাহাতে সেই রস আছে এখানে "রূপ" হইল সাধ্য আর "রস" হইল হেতু। এখন দেখা যাইতেছে, যেখানে যেখানে রস আছে, সেই সেইখানে রূপও আছে। আবার যেখানে যেখানে রূপ আছে, সেই সেইখানে রসও আছে। এইরূপে হেতু-সাধ্য সমান দেশব্যাপী স্থলই সমব্যাপ্তিস্থল। আর বিষম-ব্যাপ্ত হেতু, তাহার বিপরীত অর্থাৎ যেখানে হেতু থাকিবে সেখানে সাধ্য থাকিবে, কিন্তু যেখানে সাধ্য আছে সেখানে হেতু থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। যেমন বহ্নি-মান্ ধূমাৎ" এস্থলে বহ্নি সাধ্য, ধূম হেতু। এস্থলে, যেখানে যেখানে ধূম আছে সেই সেই স্থলে বহ্নিও আছে যেমন রন্ধনশালাদি। কিন্তু যেখানে যেখানে বহ্নি আছে—ঠিক সেই সেই স্থলে ধূমও আছে এরূপ হইতে পারে না। অর্থাৎ সেই সেই স্থলে ধূম থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। তপ্ত লৌহপিণ্ডে অগ্নি থাকিলেও তথায় ধূম দেখা যায় না, ইহাই হইল বিষম ব্যাপ্তহেতু স্থল। গ্রন্থকার এই বিষম ব্যাপ্ত স্থলেই অনুমানের ব্যভিচার দেখাইলেন। কিন্তু এখানে ইহাও বুঝিতে হইবে, এইরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রত্যক্ষের প্রমাজ্ঞানে ব্যভিচার হইলে সমব্যাপ্তিতেও ব্যভিচার অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। বিশেষ জিজ্ঞাসু পাঠক শ্রীজীব গোস্বামিপাদকৃত সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থ দেখিবেন।১১॥

* ঈশ্বরকৃষ্ণেনৈবমাহ—অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽজবস্থানাৎ। সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥ ইতি॥

মূলং—যদেবং মুখ্যয়োরনয়োর্ব্বভিচারিত্বাৎ তদন্যেষান্তুতদুপজীবিনাং সুসিদ্ধমেব তৎ। আপ্তবাক্যলক্ষণঃ শব্দস্তু কুত্রাপি ন ব্যভিচরতি। হিমালয়ে হিমং রত্নালয়ে রত্নমিত্যাদি। রবিকান্তাদ্রবিকরসংযোগেন বহ্নিরুত্তিষ্ঠতীত্যাদি। স খলু তন্নিরপেক্ষস্তদুপমর্দ্দীতদবিরোধ্য স্তৎ সচিবস্তদনুগ্রাহীতদগম্যসাধকতমশ্চ দৃষ্টঃ ॥১২॥

মূলং—তথাহি দশমস্তমসীত্যাদৌ তন্নিরপেক্ষঃ স এব শব্দঃ শ্রোত্রং প্রবিশন্নেব দশমোহমস্মীতি প্রমায়াস্তিরস্কারিণং মোহং বিনিবর্ত্তয়তীতি তত্ত্বং স্পষ্টং ॥ ১৩ ॥

মূলং—সর্পদংষ্টে ত্বয়ি বিষং নাস্তীতি মন্ত্র ইত্যাদৌ, বহ্নিতপ্তমঙ্গং বহ্নিতাপেন শাম্যতীত্যাদৌ চ তদুপমর্দ্দকত্বং, সৌবর্ণস্তসিতং স্নিগ্ধমিত্যাদৌ, একমেবৌষধং ত্রিদোষঘ্নমিত্যাদৌচ স্বপ্রতিপাদিতে তাভ্যামবিরোধত্বঞ্চ। অগ্নির্হিমস্য ভেষজমিত্যাদৌ, হীরকগুণবিশেষমদৃষ্টবদ্ভিঃ পার্থিবত্বেন সর্ব্বংপাষাণাদি দ্রব্যং লোহছেদ্যমিত্যনুমাতুংশক্যং ন তু শ্রুততাদৃশ-

বঙ্গানুবাদ—যখন মুখ্যপ্রমাণ প্রত্যক্ষ এবং অনুমানেরও ব্যভিচার হইল, তখন তদুপজীবী উপমানাদি অন্য প্রমাণ সকলেরও ব্যভিচারিত্ব সুসিদ্ধই হইতেছে। কিন্তু আ[illegible]লক্ষণ শব্দ কোথাও ব্যভিচারগ্রস্ত হয় না। দৃষ্টান্ত যথা—হিমালয়ে হিম আছে, রত্নালয়ে রত্ন আছে ইত্যাদি। সূর্য্যকিরণ সংযোগে সূর্য্যকান্ত মণি হইতে অগ্নি উত্থিত হয় ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে উপরোক্ত শব্দ প্রমাণ দ্বারাই অর্থাৎ হিমালয়ে হিম আছে ইত্যাদি শব্দমাত্র দ্বারাই তত্তৎজ্ঞান বদ্ধমূল হয়। ইহাতে কোন ব্যভিচার নাই।

সেই শব্দপ্রমাণটি প্রত্যক্ষ এবং অনুমান হইতে নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বতন্ত্র। প্রত্যক্ষ এবং অনুমানেরও উপমর্দ্দক। প্রত্যক্ষ অনুমান কর্ত্তৃক অবিরোধ্য, অর্থাৎ শব্দ প্রমাণের উপর প্রত্যক্ষ এবং অনুমান কোন বিরোধ আনয়ন করিতে পারে না। ইহারা উভয়ে শব্দ প্রমাণের অনুগত হইয়াই যথাযোগ্য সাহায্য করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান, এই শব্দ প্রমাণেরই অনুগ্রহভাজন। সেই প্রত্যক্ষ অনুমানেরও অগম্যস্থলে শব্দ প্রমাণই সাধকতম ইত্যাদি দেখা যাইতেছে ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ—তথাহি দশমস্তমসি ইত্যাদি স্থলে সেই শব্দ প্রমাণই প্রত্যক্ষানুমান হইতে নিরপেক্ষ হইয়া শ্রোত্রেতে প্রবেশ করিয়া "দশমোঽহং" অর্থাৎ আমিই দশম পুরুষ এই প্রকার প্রমা (যথার্থজ্ঞানের) উদয়ে, প্রমাতিরস্কারী পূর্ব্ব মোহকে দূরীভূত করিয়া থাকে। এখানে শব্দের নিরপেক্ষত্ব স্পষ্টই দেখান হইল।

তাৎপর্য্যার্থ—যেমন কোনস্থানে দশজন পুরুষ একত্র হইয়া সন্তরণ পূর্ব্বক নদীর পরপারে গমন করিয়া আপনাদিগের সংখ্যা গণনা করিতে লাগিল। কিন্তু যে ব্যক্তি গণনাকারী সে নিজেকে পরিত্যাগ করিয়া ইতর নয়জনকে গণনা করিতে লাগিল। পরস্পর গণনা করিয়াও দশমব্যক্তি যে কে, তাহা নিরূপণে অসমর্থ হইল। অবশেষে দশমব্যক্তির অভাবে তাহারা রোদন করিতে লাগিল; এমন সময়ে যদি কোন আপ্ত ব্যক্তি অথবা আকাশবাণী বলে যে "দশমস্তমসি" অর্থাৎ গণনাকারী তুমিই দশমব্যক্তি, এই বাক্য শ্রবণান্তর তাহাদিগের দশম ব্যক্তি যে আমি ইত্যাকার প্রমাজ্ঞানের উদয় হয়, এবং পূর্ব্বমোহও দূরীভূত হয়। ইহাই হইল শব্দ প্রমাণের নিরপেক্ষতা ॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ—যেমন কোন সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে কোনও সর্পচিকিৎসক মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক 'ত্বয়ি বিষং নাস্তি" অর্থাৎ তোমাতে বিষ নাই এই কথাটী বলিল। এবং যেমন বহ্নিতপ্ত অঙ্গ পুনরায় বহ্নিতাপে শাম্য হয় ইত্যাদি স্থলে শব্দপ্রমাণই, প্রত্যক্ষ অনুমানকে উপমর্দ্দন করিয়া প্রবল হইতেছে। এবং যেমন স্বর্ণভস্ম স্নিগ্ধ ইত্যাদি, একটী ঔষধই (আমলকী প্রভৃতি দ্রব্য) ত্রিদোষনাশক ইত্যাদি স্থলে শব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত অর্থে—প্রত্যক্ষ এবং অনুমান কোন বিরোধ আচরণ করিতে পারিতেছে না। অগ্নি হিমের ঔষধ স্বরূপ ইত্যাদি স্থলে এবং যাহারা হীরকের গুণ বিশেষকে অবগত নহেন তাহারা পার্থিব বলিয়া সমস্ত পাষাণাদি দ্রব্য লৌহ

(১১) তদেবং তাদৃশপ্রত্যক্ষস্থৈব প্রমাণ প্রতিব্যভিচারে সমব্যাপ্তাবপি তদ্ব্যভিচারঃ।

গুণকংহীরকং তচ্ছেছ্যমিত্যাদৌচ। যথাশক্তি তাভ্যাং সাচিব্যকরণং। দৃষ্টচরমায়ামূর্দ্ধ্নঃ পুরুষস্য ভ্রান্ত্যাপ্যবিশ্বস্তে স এবায়মিত্যাকাশবাণ্যাদৌ, লৌহচ্ছেত্ত্যম্ পাষাণাদৌ, অরে শীতার্ত্তাঃ পান্থা মাস্মিন্ বহ্নিং সম্ভাবয়ত দৃষ্টমস্মাভিরত্রাসৌ বৃষ্ট্যাঽধুনৈব নির্ব্বাণঃ কিন্ত্বস্মিন্ ধূমোগদারিণি গিরৌ সোঽস্তীতি, তেনৈব তে বদ্ধমূলে প্রতীতে। তচ্ছক্ত্যাগম্যে সাধকতমত্বঞ্চ, গ্রহাণাং রাশিসঞ্চারে সূর্য্যোপরাগাদৌচ ॥১৪॥

মূলং—তদেবং সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠে শব্দস্য স্থিতে তত্ত্বনির্ণায়কস্তু শ্রুতিলক্ষণ এব ন ত্বার্ষলক্ষণোপি "নাবেদবিন্মনুতে তং,বৃহন্তমৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীত্যাদি" শ্রুতিভ্যঃ ঋষীণাং মিথো বিবাদদর্শনেন তদ্বাক্যানাং তন্নির্ণায়কত্বাসম্ভবাৎ, নিত্য শ্রুতিশব্দঃ "বাচা বিরূপ নিত্যয়েতি শ্রবণাৎ, অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা * যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ। ইত্যাদি স্মরণাচ্চ ভ্রমাদিদোষবিশিষ্টজীবকর্ত্তৃকত্ববিরহান্নির্দ্দোষশ্চ স এব ভবতীতি ॥১৫॥

ইতি বেদান্তস্যমন্তকে প্রমাণনির্ণয়ঃ প্রথম কিরণঃ॥

দ্বারা ছেদনের যোগ্য, এই প্রকার অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু যাহারা হীরকের তাদৃশ গুণ শ্রবণ করিয়াছেন অর্থাৎ হীরক পাষাণ দ্রব্য হইলেও লৌহ দ্বারা ছেদ্য নহে, এই প্রকার শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারা তাদৃশ অনুমান করিতে পারেন না। ইত্যাদি স্থলে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান আত্মশক্তি অনুরূপ শব্দপ্রমাণেরই আনুগত্য করিতেছে। আবার পূর্ব্বে যে ব্যক্তি ঐন্দ্রজালিক প্রদর্শিত মায়ামুণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেই ব্যক্তির সত্যখণ্ডমুণ্ডে ভ্রান্তিবশতঃ অবিশ্বাস হইলে, তখন যদি আকাশবাণী অথবা কোন আপ্তব্যক্তি বলে যে এটী সেই অর্থাৎ এ মুণ্ডটী অমুকেরই, আপ্তব্যক্তির এরূপ বাক্য শ্রবণান্তর সেই প্রত্যক্ষ তখন দৃঢ়মূল হয়। লৌহচ্ছেদ্য পাষাণাদি স্থলে, পার্থিব যাবতীয় দ্রব্য পাষাণাদি লৌহচ্ছেদ্য ইহা অনুমান দ্বারা লব্ধ হইলেও 'পার্থিব দ্রব্য হীরক, লৌহচ্ছেদ্য নহে" হীরকের এতাদৃশ গুণ শ্রবণ রূপ শব্দ প্রমাণই তাদৃশ অনুমানকে বদ্ধমূল করিতেছে। আবার অরে শীতার্ত্ত পথিক! এই পর্ব্বতে বহ্নি সম্ভাবনা করিও না; আমরা দেখিয়া আসিয়াছি (ধুম দৃষ্ট হইলেও) এই পর্ব্বতে বৃষ্টি দ্বারা বহ্নি এখনই নির্ব্বাপিত হইয়াছে কিন্তু নিকটবর্ত্তী ধূমোদ্গারি এই পর্ব্বতে বহ্নি আছে, ইত্যাদি স্থলে শব্দপ্রমাণই অনুমানকে বদ্ধমূল করিতেছে। এই প্রকারে শব্দপ্রমাণ প্রত্যক্ষ এবং অনুমানকে অনুগ্রহ করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের শক্তির অগম্যস্থলে শব্দই একমাত্র সাধকতম অর্থাৎ প্রমাণ। যথা গ্রহগণের রাশি সঞ্চারে এবং সূর্য্যগ্রহণাদিতে একমাত্র শব্দই প্রমাণ ॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে সর্ব্ব প্রমাণ অপেক্ষা শব্দের শ্রেষ্ঠত্ব স্থির হওয়ায়, শ্রুতিলক্ষণ শব্দই একমাত্র তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সক্ষম। আর্ষলক্ষণ শব্দও তত্ত্বনির্ণায়ক নহে। এ সম্বন্ধে শ্রুতিই বলিতেছেন যথা "অবেদবিৎ জন অর্থাৎ বেদতত্ত্বরহস্য অনভিজ্ঞজন ব্রহ্মকে জানে না"। "উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করি" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে সুস্পষ্ট জানা যাইতেছে যে ব্রহ্ম নিরূপণে বেদলক্ষণ শব্দই একমাত্র প্রমাণ। আর্ষলক্ষণ শব্দ প্রমাণ হইতে পারে না, তাহার হেতু দেখাইতেছেন যথা—ঋষিদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ দেখা যায় (নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং) তদ্ধেতু তাহাদের বাক্যসমূহ ব্রহ্ম নির্ণয় করিতে সম্ভবপর নহে। সুতরাং "অবিরূপ অর্থাৎ রূপান্তররহিত নিত্য বেদরূপ বাক্যদ্বারাই" ইত্যাদি শ্রুতি, এবং সৃষ্টির অগ্রে আদি অন্ত রহিতা অপ্রাকৃতা নিত্যা বেদময়ী বাণী স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক আবির্ভূত হইয়াছিলেন,—যে অপ্রাকৃত বেদময়ী বাণী হইতে সমস্ত প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। ইত্যাদি স্মৃতি প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায় যে ভ্রমাদি দোষবিশিষ্ট জীবকর্ত্তৃকত্ব না থাকায় নিত্য সেই শ্রুতি শব্দই একমাত্র নির্দ্দোষ হইতেছে; অতএব প্রমেয়তত্ত্ব ঈশ্বরজীবাদি নিরূপণে স্বতঃ প্রমাণভূত শ্রুতিলক্ষণ শব্দপ্রমাণই একমাত্র সমর্থ। ইতি ॥১৫॥

ইতি ওঁ শ্রীমদ্‌গৌরগোবিন্দ ভাগবতস্বামি বিষ্ণুপাদানুগত শ্রীনলিনীকান্ত দেবশর্ম্ম গোস্বামি কৃতো—বেদান্তস্যমন্তকে প্রমাণনির্ণয়—প্রথম কিরণস্য বঙ্গানুবাদঃ ॥ইতি॥

---

* বিদ্যেতি পাঠান্তরং।

দ্বিতীয়ঃ কিরণঃ।

মূলং—অথ প্রমেয়াণি নির্ণীয়ন্তে। তানি চ পঞ্চধা, ঈশ্বরজীবপ্রকৃতিকালকর্ম্মভেদাৎ। তত্র "বিভুঃ বিজ্ঞানানন্দঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবান্ পুরুষোত্তম ঈশ্বরঃ।" বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ, সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ স উত্তমঃ পুরুষ ইত্যাদিশ্রবণাৎ।

"স চ সর্ব্বেষাং স্বামী, জনিবিনাশশূন্যঃ।" তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্ তং দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমংপরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যমিতি। সকারণানাং কারণাধিপাধিপো, নচাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপ ইতি চ শ্রবণাৎ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীগ্রন্থকৃচ্চরণ প্রমাণ তত্ত্ব নিরূপণান্তর এখন প্রমেয় পদার্থ নিরূপণ করিতেছেন; অথ—প্রমেয় সকল নিরূপিত হইতেছে। সেই প্রমেয় পাঁচ প্রকার। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল এবং কর্ম্ম। তার মধ্যে প্রথমতঃ ঈশ্বর নিরূপণ করিতেছেন, বিভু বিজ্ঞানানন্দ এবং সর্ব্বজ্ঞাদি গুণবিশিষ্ট পুরুষোত্তমই ঈশ্বর।

তাৎপর্য্য—এই যে প্রমেয় বলিতে, যথার্থ জ্ঞানের বিষয়কেই বুঝায়। যথার্থ বলিতে এখানে বাস্তব বস্তুই বুঝিতে হইবে। বস্তু শব্দে "বস্তুদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং" ইত্যাদি তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্" ইত্যাদি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যাদি প্রমাণবলে পরব্রহ্মই বস্তু। আদিমধ্যাবসানে যিনি স্থির, তিনিই বস্তু শব্দের প্রতিপাদ্য। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতি" "অহমেবাস মেবাগ্রে" ইত্যাদি। আর বাস্তব বলিতে, পরমব্রহ্ম বস্তুর অংশ, এবং শক্তি, এবং কার্য্যকে বুঝায়। সুতরাং বস্তুর অংশ বাস্তব অর্থাৎ জীব, বস্তুর শক্তি বাস্তব, অর্থাৎ মায়া, আর বস্তুর কার্য্য বাস্তব অর্থাৎ জগৎ, এই সকলকেই বাস্তব বস্তু বলা যায়। এই সকল বাস্তব বস্তু বিষয়ক যে জ্ঞান তাহাই প্রমেয়। গ্রন্থকার ঈশ্বর, জীব প্রকৃতি, কাল এবং কর্ম্ম এই পাঁচটীকে প্রমেয় বলিতেছেন। কিন্তু উপরোক্ত শ্রীধর স্বামিপাদানুমোদিত বাস্তব বস্তু বলিতে ঈশ্বর, জীব, মায়া, এবং জগৎ, এই চারিটী বুঝা যাইতেছে। এই প্রকার সংখ্যা বিরোধের সামঞ্জস্য এই যে—মায়া, জগৎ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী শ্রীভগবদ্বহিরঙ্গশক্তি, এই মায়া শক্তির দুইটী অংশ আছে, একটি গুণরূপ "নিমিত্তাংশ," অন্যটী দ্রব্যরূপ "উপাদানাংশ।" মায়ার নিমিত্তাংশই 'কাল,' 'কর্ম্ম' আর উপাদানাংশই 'প্রকৃতি।' সুতরাং সংখ্যার বিরোধ আর থাকিল না। শ্রীধর পাদানুমোদিত * বস্তুর কার্য্য বাস্তব অর্থাৎ জগৎ, এই জগৎকে গ্রন্থকার প্রমেয়ের মধ্যে গ্রহণ করেন নাই। ইহার কারণ কি?—বিচার করিলে দেখা যায় যে—জগৎ ঈশ্বরের কার্য্য কিন্তু জীব, প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম লইয়াই এই জগৎকার্য্য, জীবপ্রকৃতি কালাদি ভিন্ন স্বতন্ত্র কার্য্য জগৎ নহে, অতএব "যদ্বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতীতি" শ্রৌতপন্থামূলক "কারণজ্ঞানাৎ কার্য্যজ্ঞানং" ন্যায়ানুসারে জগৎকে আর পৃথক প্রমেয়রূপে ধরা হয় নাই। এই পাঁচটী প্রমেয়ের ভেদ নির্ণয় হইলেও, ঈশ্বরই একমাত্র পরম স্বতন্ত্র আর জীবাদি সকলই ঈশ্বরের শক্তি অতএব ঈশ্বরাধীন। তাই গ্রন্থকার প্রথমতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিতেছেন।

বিভু, বিজ্ঞানানন্দ, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট, পুরুষোত্তমই ঈশ্বর।

তাৎপর্য্য—এই যে কেবলমাত্র বিভু বলিলে, নৈয়ায়িকমতে, কাল, দিক, আকাশাদি এবং সাংখ্য মতে প্রকৃতিকেও বিভু বলা হইয়াছে। যাহাতে ঐ সকল না বুঝায় তাহার জন্য "বিজ্ঞানানন্দ" এই পদ প্রয়োগ করিলেন। আবার কেবল বিজ্ঞানানন্দ বলিলে জীবতত্ত্বও বুঝায় তাই "বিভু" এই পদ দিলেন। জীব বিজ্ঞানানন্দ হইলেও বিভু নহে, জীব অণু, ইহা পরে বলা হইবে। আবার কেবল বিভু বিজ্ঞানানন্দ মাত্রই যদি বলা যায়, তাহা হইলে কেবলাদ্বৈতবাদী মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বুঝায়। তাহা যাহাতে না বুঝায় তন্নিমিত্ত "সার্ব্বজ্ঞাদি গুণবান্" এই পদ প্রয়োগ করিলেন। অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, গুণবান্ নহে, সুতরাং তন্মতে অতি ব্যাপ্তি হইল না। আবার "বিভু বিজ্ঞানানন্দ সার্ব্বজ্ঞাদি গুণবান্" এই মাত্র

---

* "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতব ইত্যত্র টীকায়াং" বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু……যদ্বা বাস্তব শব্দে বস্তুনোহংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তির্মায়াচ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎসর্ব্বং বস্ত্বেব।

বলিলে ন্যায় বৈশেষিক মতানুযায়িদিগের মতে, নিরাকার ঈশ্বরে অতিব্যাপ্তি হয়। তাহাদের মতে ঈশ্বর "বিভু বিজ্ঞানানন্দ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট, কিন্তু নিরাকার" ঈশ্বরের নিত্যবিগ্রহ তাহারা স্বীকার করেন না। সেই মতে যাহাতে অতিব্যাপ্তি না হয় তার জন্য বলিতেছেন "পুরুষোত্তম" অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম পুরুষ বিগ্রহ। আবার মাত্র পুরুষোত্তম বলিলে বিশেষ পুণ্যকর্ম্মা জীবও বুঝাইতে পারে, "সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণবান্ পুরুষোত্তম" "বিজ্ঞানানন্দ সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণবান্ পুরুষোত্তম" বলিতে প্রাপ্তমুক্ত, এবং নিত্যমুক্ত জীব বুঝাইতে পারে। তাহা যাহাতে না বুঝায়, তার জন্যই "বিভু" এই পদ প্রয়োগ হইল। এইরূপে অতিব্যাপ্তি দোষশূন্য হইল।

আবার "বদন্তিতত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয় সিদ্ধান্তানুসারে,—অদ্বয়জ্ঞান লক্ষণ পরতত্ত্বটী ব্রহ্ম-পরমাত্ম ভগবৎ লক্ষণে লক্ষিত। কিন্তু এখানে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম এই পাঁচটীকে প্রমেয়তত্ত্ব বলায় এবং পরতত্ত্বের লক্ষণ একমাত্র ঈশ্বরের লক্ষণ করায় ন্যূনতাদোষ হইয়া পড়িতেছে। পরতত্ত্ব কেবলমাত্র ঈশ্বরকে বলিলে ব্রহ্ম পরমাত্ম লক্ষণ পরতত্ত্বে অব্যাপ্তি দোষ আসিয়া পড়ে। বস্তুতঃ এখানে বিচার করিলে দেখা যায় যে উক্ত ন্যূনতাদোষ অথবা অব্যাপ্তি দোষ হয় নাই। যথা—লক্ষ্য ঈশ্বর, "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ স্বতন্ত্র ঈশ্বরঃ"। ঈশ্ ধাতু বর—প্রত্যয়। শক্তিমত্তত্ত্বই ঈশ্বর। লক্ষণেও "সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণবান্ পুরুষোত্তম" এই বাক্য বলায় শক্তিমৎ তত্ত্বই লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং ব্রহ্ম-পরমাত্মার আর পৃথক লক্ষণ করিবার প্রয়োজন হইল না। কারণ ব্রহ্ম শব্দের অর্থ "বৃংহনত্বাদ্বৃংহত্বাচ্চ" "পরমশ্চাসাবাত্মা" পরমাত্মা শব্দের অর্থও মুখ্যরূপে শক্তিমত্তত্ত্বেই পর্য্যবসিত হইলেও "কুরুপাণ্ডব" শব্দের ন্যায় পৃথকভাবে, ব্রহ্মশব্দে নির্ব্বিশেষত্ব এবং পরমাত্ম শব্দে জীবপ্রকৃতির অন্তর্য্যামিত্ব লক্ষণ যে অর্থ বুঝায়, তাহাও উক্ত লক্ষণ লক্ষিত ঈশ্বরের অন্তর্ভূত অর্থাৎ স্বরূপতঃ পৃথক্ নহে।

"ঈশ্বর বলিতে "অভিব্যক্তিপূর্ণ সর্ব্বগুণবিশিষ্ট পুরুষোত্তম", পরমাত্মা বলিতে "অভিব্যক্ত সর্ব্বগুণবিশিষ্ট পুরুষ।" আর ব্রহ্ম বলিতে "অনভিব্যক্ততত্তদ্‌গুণবিশেষ" অর্থাৎ কেবল সামান্যাকার স্ফূর্ত্তি লক্ষণ ধর্ম্মরূপ বিশেষণ মাত্রকেই বুঝায়।

শ্রীগ্রন্থকৃচ্চরণ অতি বিচক্ষণতার সহিত অতি সুন্দর লক্ষণ করিলেন—"বিভুঃ বিজ্ঞানানন্দঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণবান্ পুরুষোত্তম ঈশ্বরঃ" এই লক্ষণটীকে তিনটী ভাগ করিলে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবানের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণও হইবে, যথা—"বিভুঃ বিজ্ঞানানন্দঃ" ইহাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের লক্ষণ। আবার "বিভুঃ বিজ্ঞানানন্দঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণবান্ পুরুষঃ" ইহাই পরমাত্মার লক্ষণ হইবে। আবার "বিভুঃ বিজ্ঞানানন্দ সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণবান্ পুরুষোত্তম" ইহাই হইল ঈশ্বরের (ভগবানের) লক্ষণ। সুতরাং ঈশ্বর লক্ষণ পরতত্ত্বের অন্তর্ভূতই ব্রহ্মলক্ষণ, এবং পরমাত্ম লক্ষণ পরতত্ত্ব। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ন্যূনতাদোষ বা অব্যাপ্তি দোষ আর রইল না। *

আবার লক্ষণের মধ্যে বিভু, এবং পুরুষোত্তম এই দুই পদে, পরস্পর বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করিতেছে। বিভু অর্থাৎ ব্যাপক, পুরুষোত্তম অর্থাৎ উত্তমপুরুষবিগ্রহ। ঈশ্বরত্বহেতু বিগ্রহত্বরূপেই ব্যাপকত্ব ধর্ম্মবান। সুতরাং যাবতীয় অসম্ভব নিরস্ত হইল। এখন গ্রন্থকার, নিরুক্ত উক্ত লক্ষণ যে শ্রৌতসিদ্ধান্তানুমোদিত, তাহাই দেখাইয়া শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধার করিতেছেন, যথা—"ব্রহ্ম, বিজ্ঞান এবং আনন্দ স্বরূপ" "ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান, এবং অনন্তস্বরূপ" যিনি সমস্ত জানেন এবং সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি সত্যকাম অর্থাৎ যাঁহার ভোগ্য সত্য, এবং যিনি সফল মানসক্রিয় অর্থাৎ মনের ক্রিয়া সঙ্কল্প যাঁহার সত্য। তিনি উত্তম পুরুষ অর্থাৎ পুরুষবিগ্রহের মধ্যে সর্ব্বোত্তম পুরুষবিগ্রহ ইত্যাদি।

তিনি (সেই ঈশ্বর) সকলের স্বামী অর্থাৎ অধিপতি। শ্রুতিপ্রমাণ যথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে—ব্রহ্ম রুদ্রাদি ঈশ্বর-

---

* "বিশিষ্টতয়াবির্ভাবাচ্ছ্রীভগবতো ধর্ম্মিরূপত্বং, অবিশিষ্টতয়াবির্ভাবাদ্ব্রহ্মণো ধর্ম্মরূপত্বঞ্চ" ইত্যেকাদশস্কন্ধীয় পৃথিবীবায়ুরাকাশমিত্যস্যটীকায়াং শ্রীজীবঃ। "তস্মাদখণ্ডতত্ত্বরূপো ভগবান্ সামান্যাকারস্ফূর্ত্তিলক্ষণত্বেন স্বপ্রভাকারস্য ব্রহ্মণোঽপ্যাশ্রয়" ইতি ভগবৎ সন্দর্ভঃ॥

"স্বাভাবিকশক্ত্যানন্ত বিশেষমেব মন্যমানৈঃ শ্রীভাগবতৈস্তু পরমাত্মেতি ভগবানিতিচ। তত্রান্তর্য্যামিত্বমাত্রস্বশক্ত্যা ভগবানেব পরমাত্মেতি।" ইতি বেদস্তুতি টীকায়াং শ্রীজীবঃ।

মূলং—তস্যৈবস্তুতস্য ক্বচিৎ জন্মত্বহীন স্বরূপস্বভাবস্যাবির্ভাব মাত্রম্ বোধ্যম্। অজায়মানো বহুধা বিজায়তে। ইতিশ্রুতেঃ। অজোঽপিসন্নব্যয়াত্মাভূতানামীশ্বরোঽপিসন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়েতিস্মৃতেশ্চ। অতএব ইহাস্য বিজ্ঞানান্মুক্তিরিত্যুক্তম্। "জন্ম কর্ম্মচমে দিব্যমেবং যো বেত্তিতত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বাদেহং পুনর্জন্মনৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুনেতি"॥২॥

মূলং—ননুব্রহ্মারুদ্রাদয়োঽপি লোকেশ্বরাঃ কথ্যন্তে, সত্যং, ভবন্তু তে ঈশ্বরাঃ সামর্থ্যযোগাৎ পারমৈশ্বর্য্যন্তু হরেরেব তমীশ্বরাণামিত্যাদি শ্রুতেঃ। ততশ্চ রাজসেবকেস্বপি রাজবত্তেস্বধীশ্বরত্বং তদ্গুণাংশযোগাদ্ভাক্তং সিদ্ধতি॥

ব্রহ্মাদয়ো হি হরেরুৎপন্নাঃ শ্রূয়ন্তে শ্রীনারা-

দিগের মধ্যে পরম মহেশ্বর এবং ইন্দ্রাদি দেবতাসমূহের মধ্যে পরম দেবতা এবং দক্ষাদি পতি সকলের মধ্যে পরম পতি যাবতীয় ভুবনের ঈশ্বর এবং সর্ব্বস্তুত্য—পরাৎপর পরমেশ্বরকে আমরা অবগত আছি। তিনি সমস্ত কারণের ও কারণের অধিপতিরও অধিপতি। অর্থাৎ মহত্তত্ত্বাদি কারণের কারণ যে প্রকৃতি সেই প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তৃরূপ নিয়ামক যে পরমাত্ম পুরুষ তাহারও পতি। ইহার কেহ জনক নাই, কেহ অধিপতিও নাই। ইত্যাদি বেদাদি শাস্ত্রে শ্রুত হওয়া যায়॥১॥

বঙ্গানুবাদ—জন্মত্বশূন্য স্বরূপ স্বভাব, তাদৃশ সর্ব্বেশ্বরের কোথায়ও কোথায়ও আবির্ভাব মাত্র হয়, ইহাই বুঝিবে। শ্রুতিপ্রমাণ যথা—সেই পরমেশ্বর জন্মহীন হইয়াও বহুপ্রকারে আবির্ভূত হয়েন, ইত্যাদি।

তাৎপর্য্যার্থ—ঈশ্বরের জন্ম হইতে পারে না, কারণ জন্ম বলিতে অপূর্ব্ব দেহ সংযোগই বুঝায়, অর্থাৎ যে দেহ পূর্ব্বে ছিলনা কর্ম্মাধীন বশতঃ সেই দেহের সহিত যে যোগ হওয়া তাহার নামই জন্ম।

ঈশ্বরের দেহ সম্বন্ধ কর্ম্মাধীন নহে, ঈশ্বরের দেহ দেহী ভেদ নাই সুতরাং ঈশ্বরবিগ্রহ অপূর্ব্ব দেহযোগ নহে, উহা নিত্যস্বরূপ বিগ্রহ।

জীব, স্বরূপতঃ জন্মরহিত হইলেও সোপাধিক অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাদিবিশিষ্ট জীবের জন্ম হয়, সুতরাং জীব জন্মত্বহীন স্বরূপস্বভাব নহে। ঈশ্বরই জন্মত্বহীন স্বরূপ স্বভাব। তবে যে শাস্ত্রে বসুদেব, দশরথাদি গৃহে জন্ম শ্রবণ করা যায়, উহা প্রাকৃত অপূর্ব্ব দেহ ইন্দ্রিয়াদি প্রাপ্তিরূপ জীববৎ জন্ম নহে। নিজ নিত্য বিগ্রহের প্রাকট্য মাত্র, অর্থাৎ পরম করুণাবশতঃ লোকলোচনের গোচরীভূত আবির্ভাব মাত্র। যদি বলা যায় যে ঈশ্বর লোকলোচনের গোচরীভূত হইলে তাঁহার প্রত্যক্ত্বের হানি হয় অর্থাৎ দৃশ্যত্বাপত্তি হয়। ইহার উত্তর এই যে—না। ঈশ্বর যদি প্রেম ভিন্ন অন্য কোন করণ গ্রাহ্য হন তাহা হইলে তাঁহার প্রত্যক্ত্বের হানি হয়। ঈশ্বর নিজ কৃপাশক্তি আবিষ্কার করতই লোকলোচনের গোচর হন, ইহাতে তাঁহার দৃশ্যত্বাপত্তি হয় না। "ন সংদৃশে তিষ্ঠতিরূপমস্য নচক্ষুষা পশ্যতিরূপমস্য" ইতিশ্রুতিঃ অর্থাৎ এই পরমেশ্বরের রূপ প্রত্যক্ষে অবস্থান করে না। ইহার রূপ চক্ষে দেখা যায় না। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুমিতি।" অর্থাৎ ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও অর্থাৎ কোনও করণের দ্বারা প্রকাশ্য না হইয়াও "নিজ ইচ্ছাশক্তি যোগে দৃষ্ট হয়েন।" তাঁহার সেই ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন স্বতন্ত্রভাবে সেই অমিত প্রভুকে দর্শন করিতে কে পারে? সুতরাং, "স্বেচ্ছয়া স্বতঃ প্রকাশমানত্বং" আবির্ভাবত্বং। অর্থাৎ নিজ ইচ্ছা সহকারে নিজ হইতে প্রকাশমানত্বই আবির্ভাব। শ্রুতিতে, "বিজায়তে" পদ আছে; তাহার অর্থ প্রাদুর্ভবতি অর্থাৎ আবির্ভূত হন। 'জনি' ধাতু প্রাদুর্ভাবে ব্যবহৃত হয়।

শ্রীগ্রন্থকার এখন শ্রীগীতা প্রমাণ দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিতেছেন,—যথা, অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! আমি ভূত সকলের ঈশ্বর অর্থাৎ কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিত এবং অব্যয়াত্মা অর্থাৎ অবিনশ্বর শরীর অর্থাৎ নিত্য বিগ্রহ এবং অজ অর্থাৎ জন্মরহিত হইয়াও শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা স্বরূপ শক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিজ ইচ্ছা বশতই আবির্ভূত হইয়া থাকি॥

অতএব এই শ্রীগীতাশাস্ত্রেতেই ঈশ্বরের স্বরূপাবির্ভাবত্বের বিজ্ঞান হইলে জীবের মুক্তি লাভ হয়, এই কথা বলা

য়ণোপনিষদি, অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণো অহং কাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েত্যারভ্য নারায়ণাৎব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাদ্রুদ্রো জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে নারায়ণাদষ্টৌ-বসবো জায়ন্তে নারায়ণাদেকাদশরুদ্রা জায়ন্তে নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যা জায়ন্তে ইত্যাদিনা॥

হইয়াছে। যথা - আমার জন্ম এবং কর্ম্মকে যে ব্যক্তি এই প্রকার তত্ত্বতঃ অপ্রাকৃত বলিয়া জানে, সে দেহপরিত্যাগানন্তর আমাকে প্রাপ্ত হয়, আর সে পুনর্জ্জন্ম লাভ করে না। ইতি॥

তাৎপর্য্যার্থঃ—বেদান্তদর্শনে একটী সূত্র আছে "তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ"*। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরই মোক্ষ হয়, ইহা শ্রুতিতে উপদেশ করিয়াছেন। যাহার নিষ্ঠায় (একাগ্রতায়) মোক্ষ হয় না, শ্রুতিতে সৎ শব্দে তাহাকে প্রতিপাদন করে না। প্রধান নিষ্ঠ অর্থাৎ প্রকৃতি নিষ্ঠ ব্যক্তির মুক্তি শ্রুতিতে কোথাও উপদেশ নাই, সুতরাং মোক্ষের উপদেশহেতু "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি সৎশব্দে, ব্রহ্মই জগৎ কারণ, প্রধান জগৎ কারণ নহে। গোবিন্দভাষ্যের তাৎপর্য্য যথা—জগৎ স্রষ্টা ভগবান্ শ্রীহরি গৌণ অর্থাৎ মায়া সত্ত্বোপাধিযুক্ত নহেন। কেন না, সেই বিশ্বকর্ত্তা পরমব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত ভক্তের মুক্তি হয়। তাদৃশ পরব্রহ্ম গৌণ হইলে, তদ্ভক্তের মুক্তি হইতে পারে না। শাস্ত্রে পরমাত্মাকে মায়োপাধিরহিতই বলা হইয়াছে, এবং তাঁহারই অনুবৃত্তিদ্বারা জীবের মোক্ষ হয়। এই বেদান্ত সিদ্ধান্তাবলম্বন পূর্ব্বক, গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে ঈশ্বরের জন্ম মায়িক নহে, জীব যেমন মায়িক দেহমনঃ ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত হইয়া জন্মধারণ করে, ঈশ্বরের তাহা নহে তাঁহার নিত্য সত্য চিদানন্দময় বিগ্রহেরই আবির্ভাব মাত্র। যদি

* সূত্রস্যব্যাখ্যায়াং শ্রীরামানুজচরণৈঃ—যথা,—"নচমাতাপিতাসহস্রেভ্যোপি বৎসলতরং শাস্ত্রমেবংবিধতাপত্রয়াভি হতি হেতুভূতামচিৎ সম্পত্তি মুপদিশতি। প্রধানকারণবাদিনোঽপি প্রধান নিষ্ঠস্য মোক্ষং নাভ্যুপগচ্ছন্তীতি॥"

শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যকৃচ্চরণৈঃ—যথা—"প্রপঞ্চাতীতে বেদবাচ্যে বিশ্বকর্ত্তরি তস্মিন্ পরব্রহ্মণি পরিনিষ্ঠিতস্য বিমুক্তিরিতি কথনান্ন স গৌণঃ। তস্য গৌণত্বে তদ্ভক্তস্য মুক্তিং ন ভূয়াদিতি॥"

মহোপনিষদিচ—একোহবৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মানেশান ইত্যারভ্য তস্য ধ্যানান্তস্থস্য ললাটাত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষোঽজায়ত বিভ্রচ্ছ্রিয়ং সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপো বৈরাগ্যমিত্যাদি। তত্র ব্রহ্মাচতুর্ম্মুখোজাত ইত্যাদি চ শ্রুয়তে॥৩॥

ঈশ্বরের জন্ম বলিতে সত্বরজঃতমো গুণযুক্ত ভৌতিক দেহ ধারণই বুঝা যাইত, তাহা হইলে শ্রীগীতাশাস্ত্রে ভগবান্, জন্ম কর্ম্মকে দিব্য (অপ্রাকৃত) বলিতেন না এবং দিব্য জন্ম কর্ম্মকে তত্ত্বতঃ যে জানে, সে আমাকে প্রাপ্ত হয় আর পুনর্জন্ম হয় না, ইহাও বলিতেন না। এই পুনর্জন্মরহিত, ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষফল সম্ভব হইত না। কারণ মায়া বা মায়িক তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি হয়, এই প্রকার উপদেশ কোনও শ্রুতি প্রমাণে নাই। যদি শ্রীভগবানের জন্ম, মায়িক দেহ ধারণ মাত্র হয় তাহা হইলে "যো বেত্তিতত্ত্বতঃ" এই প্রকার বলিতেন না, বরং হেয় বলিয়াই বর্ণন করিতেন। মায়িক স্ত্রী পুত্রাদির দেহ এবং জীবের নিজ দেহাদি যেমন হেয় বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীভগবৎদেহ সেই প্রকার মায়িক হইলে সাধনোপদেশ মধ্যে পরিগণিত হইত না। এবং জন্ম বিজ্ঞানের ফল ভগবৎ প্রাপ্তি, এবং পুনর্জন্মনিবৃত্তি ফলও গীতায় বর্ণিত হইত না। অতএব ভগবৎজন্মটী নিত্যরূপেরই আবির্ভাব মাত্র॥২॥

বঙ্গানুবাদ—যদি বলা যায় যে শাস্ত্রে কোন কোনও স্থলে ব্রহ্মারুদ্রাদিও তো লোকেশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ইহার উত্তরে বলিতেছেন সত্য, তাঁহারা সামর্থ্য যোগেই ঈশ্বর বলিয়া কথিত হয়েন হউন, কিন্তু পরমেশ্বরত্ব একমাত্র হরিরই। তমীশ্বরাণামিত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি প্রমাণ হইতে জানা যায়। যেমন রাজসেবক রাজ-কর্ম্মচারী সমূহতে রাজার শক্তিযোগবশতঃ রাজা বলা যায়, সেই প্রকার পরমেশ্বর শ্রীহরির গুণের অংশ যোগ আছে বলিয়াই সেই ব্রহ্মরুদ্রাদিতেও অধীশ্বরত্ব দেখা যায়, সুতরাং ঈশ্বর বলা যায়। যেমন রাজকর্ম্মচারীতে রাজশব্দের ব্যবহার ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ, সেইরূপ ব্রহ্ম রুদ্রাদিতেও ঈশ্বর ব্যবহার গৌণ॥

শ্রীনারায়ণ উপনিষদে শ্রবণ করা যায় যে ব্রহ্মাদি হরি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন যথা—সেই আদিপুরুষ নারায়ণ

মূলং—নারায়ণ শব্দঃ খলু শ্রীপতেরেব সঙ্জ্ঞা "পূর্ব্বপদাৎ সঙ্জ্ঞায়ামগ" ইতি তস্যামেব ণত্ববিধানাৎ ॥৪॥

মূলং—শ্রীবিষ্ণুপুরাণেচ, যস্যপ্রসাদাদহমচ্যুতস্য, ভূত প্রজাসৃষ্টিকরোঽন্তকারী। ক্রোধাচ্চরুদ্রঃ স্থিতি হেতুভূতো, যস্মাচ্চমধ্যে পুরুষঃ পরস্তাদিত্যাদি।

বলিলেন আমিই কামনা করিয়াছি, প্রজা সকল সৃজন করিব ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন, যথা—নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জাত হইয়াছিলেন, নারায়ণ হইতে রুদ্র জাত হইয়াছিলেন, নারায়ণ হইতে প্রজাপতি প্রজাত হইয়াছেন, নারায়ণ হইতে ইন্দ্র জাত হইয়াছেন, নারায়ণ হইতে অষ্টবসু জাত হইয়াছেন নারায়ণ হইতে একাদশ রুদ্র জাত হইয়াছেন, নারায়ণ হইতে দ্বাদশ আদিত্য জাত হইয়াছেন, ইত্যাদি।

মহোপনিষদেও শ্রবণ করা যায় যথা, সৃষ্টির আদিতে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না, ঈশান ছিলেন না, ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—ধ্যানান্তঃস্থিত সেই নারায়ণের ললাটদেশ হইতে ত্রিনয়ন শূলপানি পুরুষ জাত হইয়াছিলেন, সম্পত্তিমৎ সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, তপঃ, বৈরাগ্য, সেই নারায়ণ হইতে জাত হইয়াছে ইত্যাদি। সেই শ্রুতিতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও নারায়ণ হইতে জাত হইয়াছেন ইত্যাদিও শ্রবণ করা যায় ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ—এই নারায়ণ শব্দটী লক্ষ্মীপতিরই সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম। স্বরূপ রূঢ়ি। পানিনী ব্যাকরণে একটী সূত্র আছে * "পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগ ইতি" অর্থাৎ সংজ্ঞা বুঝাইলে যদি গকার ব্যবধান না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ব পদস্থ নিমিত্ত অর্থাৎ র ঋ ষ পরে, ন, ণ হয়। এই সূত্র বলে সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম অর্থেই নারায়ণ পদ সিদ্ধ হয় এবং লক্ষ্মীপতি অর্থেই রূঢ়ি হয় ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, যে অচ্যুতের (শ্রীকৃষ্ণের) প্রসন্নতা হইতে ভূতপ্রজা সৃজনকারী আমি ব্রহ্মা জাত হইয়াছি, এবং ক্রোধ হইতে প্রলয়কারী রুদ্র জাত হইয়াছে, এবং যে অচ্যুত হইতে সৃষ্টির

* "পানিণিসূত্রস্য বাখ্যাচেয়ং" পূর্ব্বপদস্থাৎ নিমিত্তাৎ পরস্য নস্য নঃ স্যাৎ সংজ্ঞায়াং নতু গকার ব্যবধানে। দ্রুঘ্নিব নাসিকাঽস্য দ্রুণসঃ। অগঃ কিং ঋচাময়ণং ঋগয়নমত্র নঃ নস্যাদিতি॥

মোক্ষধর্ম্মে চ, প্রজাপতিঞ্চরুদ্রঞ্চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ। তৌ হি মাং ন বিজানীতো মমমায়া বিমোহিতাবিতি। ছন্দোগাস্তু, রুদ্রং বিধিপুত্রং পঠন্তি। যথা—বিরুপাক্ষায় ধাত্র্যংশায় বিশ্বদেবায় সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় জ্যেষ্ঠায়ামোঘায় কর্ম্মাধিপতয়ে" ইতি। শতপথেচাষ্টমূর্ত্ত ব্রাহ্মণে,—সম্বৎসরাৎ কুমারোঽজায়ত কুমারোঽরোদীৎ তং প্রজাপতিরব্রবীৎ কুমার কিং রোদিষি যচ্চ মমতপসো জাতোসীতি, সোঽব্রবীৎ, অনপহতপাপ্মাহমস্মি হন্ত নামানি মে দেহীত্যাদিনা।

শ্রীবারাহেচ—নারায়ণঃ পরোদেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্ম্মুখঃ। তস্মাদ্রুদ্রো ভবেদ্দেবঃ স চ সর্ব্বজ্ঞতাং গত ইতি। তদিদঞ্চকল্পভেদাৎ সঙ্গমনীয়ম্ ॥৫॥

হেতুভূত পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা বিষ্ণু নামক পরপুরুষ প্রকাশ পাইয়াছেন। মহাভারতে শান্তি পর্ব্বের মোক্ষ ধর্ম্মাধ্যায়ে—ভগবান বলিতেছেন, যথা—আমিই প্রজাপতি ব্রহ্মাকে, এবং রুদ্রকে সৃষ্টি করিয়াছি। তাহারা আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া আমাকে জানিতে পারে না। সামবেদীয় ছন্দোগ সমূহ কিন্তু রুদ্রকে বিধি অর্থাৎ ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যথা—বিরূপাক্ষ বিধাতার অংশ, বিশ্বদেব, সহস্র নয়ন, ব্রহ্মার পুত্র, জ্যেষ্ঠ অমোঘ কর্ম্মের অধিপতি ইত্যাদি। শতপথ ব্রাহ্মণের অষ্টম ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে যথা—সম্বৎসরে একটী কুমার জাত হইয়াছিল, সেই কুমার রোদন করিয়াছিল, তখন প্রজাপতি সেই কুমারকে বলিলেন, হে কুমার! তুমি রোদন করিতেছ কেন? যেহেতু আমার তপস্যা হইতেই তুমি জাত হইয়াছ। তখন সেই কুমার বলিল, আমি অপহত পাপ্মা নহি অর্থাৎ আমি পাপশূন্য নহি, আমার নাম করণ করুন ইত্যাদি॥

শ্রীবরাহপুরাণে বর্ণিত আছে যথা—নারায়ণই শ্রেষ্ঠ দেবতা, তাহা হইতেই চতুরানন ব্রহ্মা জাত হইয়াছিলেন। এবং সেই নারায়ণ হইতেই রুদ্রদেব জাত হইয়াছিলেন, এবং সর্ব্বগামিতাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখানে শাস্ত্রে যে কোথায়ও রুদ্রকে ভগবান নারায়ণ হইতে জাত, আবার কোন শাস্ত্রে ব্রহ্মা হইতে জাত বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে,

মূলং—নন্বমহেশাদিসমাখ্যয়া রুদ্রপারতম্যং মন্তব্যং। মৈবং। তস্যা মহেন্দ্রাদিসমাখ্যাবদ্বৈফল্যাৎ। ইন্দ্র সমাখ্যৈব শক্রস্য তৎসাধয়েৎ, "ইদিপারমৈশ্বর্য্যে" ইতি ধাতুপাঠাৎ, কিংপুনর্মহত্ব বিশেষিতাসৌ, তস্যানীশ্বরত্বং সর্ব্বাভ্যুপগতং, ঐশ্বর্য্যঞ্চ কর্ম্মায়ত্তং শতমখসমাখ্যয়াবগম্যতে। এবং মহাদেব সমাখ্যাপি দেবরাজসমাখ্যাবদ্বোধ্যা। তথা চ প্রবল প্রমাণ-বাধাৎ সা সা চ নিষ্ফলৈব মহাবৃক্ষসমাখ্যা-বদ্ভবেৎ ॥৬॥

এই প্রকার ভেদের তাৎপর্য্য কল্পভেদ। অর্থাৎ কোন কল্পে রুদ্রদেব, ব্রহ্মা হইতে জাত হন। কোন কল্পে ভগবান্ নারায়ণ হইতে জাত হন, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ—এখানে শ্রীগ্রন্থকার একটী পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া নিজেই সিদ্ধান্ত দ্বারা শাস্ত্র সঙ্গতি দেখাইতে-ছেন। এখানে পূর্ব্বপক্ষের কারণ এই যে গ্রন্থকার পূর্ব্বে "নারায়ণশব্দঃখলু শ্রীপতেরেব সংজ্ঞা" অর্থাৎ নারায়ণ শব্দটী একমাত্র লক্ষ্মীপতিরই নাম। এখানে নারায়ণ শব্দের সমাখ্যা-বলেই লক্ষ্মীপতিই পরমেশ্বর নির্দ্ধারিত হইতেছেন। যৌগিক শব্দই সমাখ্যা। এখন পূর্ব্বপক্ষ এই যে, যদি, নার—অয়ন, নারায়ণ এই সমাখ্যায় লক্ষ্মীপতিকেই বুঝায়, তাহা হইলে মহা ঈশ, মহেশ, এই সমাখ্যা বলে রুদ্রও পরতম হইতে পারেন। ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন, না। এরূপ বলিতে পার না; সেই মহেশাদি সম্যাখ্যাটী মহেন্দ্রাদি সমাখ্যার ন্যায় বিফল। ইন্দ্র সমাখ্যাই ইন্দ্রের ঈশ্বরত্ব সাধন করিতে পারে, কেননা, ইদ্ ধাতুর অর্থ পারমৈশ্বর্য্যে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং মহাশব্দে আর কি বিশেষিত হইল? ইন্দ্রের নাম মহেন্দ্র হইলেও, ইন্দ্র যে ঈশ্বর নহে ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ইন্দ্রের ঈশ্বরত্ব কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্য, ইহা তাঁহার শতমখ সংজ্ঞা দ্বারায় অবগত হওয়া যায়। ইন্দ্র শত যজ্ঞ করিয়া শতমখ নাম পাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ঐশ্বর্য্য কর্ম্মায়ত্ত। কিন্তু ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য নিত্য, ঈশ্বর স্বরূপের স্বরূপ ধর্ম্ম। এই প্রকার মহাদেব, মহেশাদি সমাখ্যা ও মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেবরাজাদি সমাখ্যার ন্যায় বুঝিবে। সুতরাং শাস্ত্রের প্রবল প্রমাণের দ্বারা বাধ

মূলং—বিধিরুদ্রয়োর্যজ্ঞপুরুষারাধনালোকাধিকারি-ত্বং ভারতে স্মর্য্যতে। যুগকোটিসহস্রাণি বিষ্ণুমারাধ্য পদ্মভূঃ। পুনস্ত্রৈলোক্যধাতৃত্বং প্রাপ্তবানিতি শুশ্রুম ইতি। ময়াসৃষ্টঃ পুরাব্রহ্মামদ্‌যজ্ঞমযজৎস্বয়ম্। ততস্তস্য বরান্ প্রীতোদদাবহমনুত্তমান্। মৎপুত্রত্বঞ্চ কল্পাদৌ লোকাধক্ষ্যত্বমেবচেতি। যুধিষ্ঠির শোকাপ-নোদনে চ—বিশ্বরূপো মহাদেবঃ সর্ব্বমেধে মহা-ক্রতৌ। জুহাব সর্ব্বভূতানি স্বয়মাত্মনমাত্মনেতি। মহাদেবঃ সর্ব্বমেধে মহাত্মাহুত্বাত্মানং দেবদেবো বভূব। বিশ্বাল্লোঁকান্ ব্যাষ্টভ্য কীর্ত্ত্যাবিরাজতে; দ্যুতিমান্ কৃত্তিবাসা ইতি ॥৭॥

মূলং—পশুপতিত্বঞ্চ রুদ্রস্য বরায়ত্বং শ্রুতিবাহ। সোঽব্রবীদ্বরং বৃণীষ্ব। অহমেব পশূনামধিপতিরসা-নীতি তস্মাদ্রুদ্রঃ পশূনামধিপতিরিতি ॥৮॥

হওয়ায় সেই সেই মহেশ, মহেন্দ্রাদি সংজ্ঞা নিস্ফলা। যেমন মহাবৃক্ষ সংজ্ঞা বিফলা ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ—বিধি অর্থাৎ ব্রহ্মা এবং রুদ্রের, যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু আরাধনার ফলেই লোকাধিকারিত্ব লাভ হইয়াছে, ইহা মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যথা—আদিতে আমিই ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করি। সেই ব্রহ্মা স্বয়ং আমার যজ্ঞ যাজন করিয়াছিলেন। তদনন্তর আমি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বোত্তম বর দান করিয়াছিলাম, যে, তুমি কল্পের আদিতে আমার পুত্র এবং সর্ব্বলোকাধ্যক্ষ হইবে। উক্ত মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের শোকাপনোদন কালে ভগবান বলিতেছেন—যথা বিশ্বরূপ, মহাদেব, সর্ব্বমেধ নামক মহা-যজ্ঞে সমস্ত ভূত এবং আত্মার সহিত নিজের আত্মাকে হবন করিয়াছিলেন। সর্ব্বমেধ নামক যজ্ঞে মহাত্মা মহাদেব আত্মাকে হবন করিয়া দেবদেব হইয়াছিলেন। নিজ কীর্ত্তি দ্বারা সমস্ত বিশ্বলোক ব্যাপিয়া সেই দ্যুতিমান কীর্ত্তিবাস বিরাজ করিতেছেন ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ—রুদ্রের পশুপতিত্ব অর্থাৎ রুদ্র যে পশুপতি অর্থাৎ জীবপালক, এইটী বরলভ্য; ইহা শ্রুতিই বলিয়াছেন। যথা—সেই প্রজাপতি বলিলেন, তুমি বর গ্রহণ কর; তখন সেই কুমার বলিল, আমি পশুদিগের পতি হইব, তদ্ধেতু সেই রুদ্র পশুপতি হইয়াছিলেন ॥৮॥

বেদাপহারাদ্রক্ষাচ বিধের্হরিকর্ত্তৃকৈবেতি পাদ্মে পঠ্যতে। বিধিবধপাপাদ্রুদ্রোহরিনামোচিত ইতি-স্মর্য্যতে মাৎস্যেরুদ্রোক্তিঃ। ততঃ ক্রোধ-পরীতেন সংরক্তনয়নেন চ। বামাঙ্গুষ্ঠ নখাগ্রেণ ছিন্নং তস্য শিরোময়েতি। ব্রহ্মোক্তিশ্চ, যস্মাদনপরাধস্য শিরচ্ছিন্নং ত্বয়া মম।

তস্মাচ্ছাপসমাযুক্তঃ কপালী ত্বং ভবিষ্যসীতি। রুদ্রোক্তিশ্চ—ব্রহ্মহাকুলিতো ভূত্বা চরন্ তীর্থানি ভূতলে। ততোহহং গতবান্ দেবি হিমবন্তং শিলোচ্চয়ম্। তত্র নারায়ণঃ শ্রীমান্ ময়া ভিক্ষা প্রযাচিতঃ। ততস্তেনস্বকং পার্শ্বং নখাগ্রেণ বিদারিতম্। মহত্য-শৃগ্বতীধারা তস্যপার্শ্বে বিনিঃসৃতা। বিষ্ণু প্রসাদাৎ সুশ্রোণি! কপালং তৎ সহস্রধা। স্ফুটিতং বহুধায়াতং স্বপ্নলব্ধধনং যথেতি ॥৯॥

বঙ্গানুবাদ—বেদ অপহরণ হইতে ব্রহ্মার রক্ষা হরি কর্ত্তৃক। অর্থাৎ বারম্বার কল্পাদিতে অসুরগণ বেদ অপহরণ করিলে শ্রীহরিই পুনঃ পুনঃ বেদ উদ্ধার, এবং অসুর নিধন করিয়া ব্রহ্মাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবধ পাপ হইতে রুদ্রকে শ্রীহরিই রক্ষা করিয়াছিলেন। যথা মৎস্য পুরাণে রুদ্রদেব বলিতেছেন,—তদনন্তর ক্রোধযুক্ত আরক্ত নয়ন হইয়া আমি বাম অঙ্গুষ্ঠনখাগ্রের দ্বারা সেই ব্রহ্মার মস্তক ছিন্ন করিয়াছিলাম। মৎস্যপুরাণে ব্রহ্মাও রুদ্রকে অভিশাপ দান করিয়া বলিতে লাগিলেন, যথা—যেহেতু নিরপরাধ যে আমি সেই আমার মস্তক তুমি ছেদন করিয়াছ। মৎস্যপুরাণে রুদ্রের উক্তি যথা—হে দেবি! আমি ব্রহ্মহত্যা পাপে আকুল হইয়া পৃথিবীতে সমস্ত তীর্থ বিচরণ করিতে করিতে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম, সেখানে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ভগবান নারায়ণের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করি। তদনন্তর সেই নারায়ণ, নিজ নখাগ্র দ্বারা নিজের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করেন, তখন সেই নারায়ণের পার্শ্ব-দেশে প্রবল রুধির ধারা নিঃসৃত হইতে থাকিল। হে সুশ্রোণি! তদনন্তর, স্বপ্নলব্ধ ধনের ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যেই সেই কপাল সহস্রধারূপে নানাপ্রকারে খণ্ড বিখণ্ড হইল ॥৯॥

দুর্জ্জয় ত্রিপুরহেতুকাপন্নিস্তারোহরিহেতুকঃ স্মর্য্যতে ভারতে। বিষ্ণুরাত্মা ভগবতো ভবস্যামিত-তেজসঃ। তস্মাদ্ধনুর্জ্জ্যা সংস্পর্শং স বিসেহে মহেশ্বরঃ ইতি। বিষ্ণুধর্ম্মেচ—ত্রিপুরং জঘ্নুষঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মণা বিষ্ণুপঞ্জরং। শঙ্করস্য কুরুশ্রেষ্ঠ রক্ষণায় নিরূপিতমিতি।

জৃম্ভণাস্ত্রেণ বাণযুদ্ধাপত্তিতো রক্ষিতঃ স্মর্য্যতে বৈষ্ণবে। জৃম্ভণাস্ত্রেণ গোবিন্দো জৃম্ভয়ামাস শঙ্করং। ততঃ প্রণেশুর্দৈতেয়াঃ প্রথমাশ্চ সমন্ততঃ। জৃম্ভাভি-ভূতস্তু হরোরথোপস্থ উপাবিশৎ। ন শশাক তদা যোদ্ধুং কৃষ্ণেনাক্লিষ্ট কর্ম্মণেতি ॥১০॥

মূলং—শ্রীরামায়ণে পরশুরামোক্তিঃ, হুঙ্কারেণ মহাবাহু স্তম্ভিতোহথত্রিলোচনঃ। জৃম্ভিতং তদ্ধনু-র্দৃষ্ট্বাশৈবং বিষ্ণুপরাক্রমৈঃ। অধিকং মেনিরেবিষ্ণুং দেবাঃ সর্ষিগণাস্তদেতি। নরসখেন নারায়ণেন সহযুদ্ধ্যমান স্তেন সংজিহীর্ষিতো ব্রহ্মণা প্রবোধিতঃ প্রপত্ত্যা তেন সংরক্ষিতঃ স্মর্য্যতে ভারতে, প্রসাদয়া-মাস ভবোদেবং নারায়ণং প্রভুম্। শরণঞ্চ জগামাদ্যং বরেণ্যং বরদং হরিমিত্যাদিনা। কালকূটান্নিস্তারশ্চ তৎকীর্ত্তনাদিতিস্মর্য্যতে। অচ্যুতানন্তগোবিন্দ-

---

রুদ্রের দুর্জ্জেয় ত্রিপুরাসুর হেতু বিপদ হইতে নিস্তার হরি কর্ত্তৃকই হইয়াছিল। ইহা মহাভারতে বর্ণিত আছে। যথা—অপরিমিতবীর্য্য ভগবান শঙ্করের আত্মাই বিষ্ণু; এই হেতু সেই মহেশ্বর ধনুর জ্যাসংস্পর্শ সহন করিতে পারিয়াছিলেন। বিষ্ণুধর্ম্মগ্রন্থেও বর্ণন আছে—যথা—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ত্রিপুরহননকারী শঙ্করের রক্ষণ নিমিত্ত ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বিষ্ণুপঞ্জর নিরূপিত হইয়াছিল। জৃম্ভন অস্ত্রের দ্বারা বান-যুদ্ধে বিপদ হইতে রুদ্র হরিকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন, ইহা বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—যথা শ্রীগোবিন্দ জৃম্ভন অস্ত্রদ্বারা শঙ্করকে জৃম্ভিত করাইয়াছিলেন, তদনন্তর দৈত্যসকলকে এবং প্রমথগণকে সমস্ততো বিনাশ করিয়াছিলেন। রথোপরিস্থ শঙ্কর জৃম্ভারদ্বারা অভিভূত হইয়াই উপবেশন করিয়াই থাকিলেন; সেই সময় আর অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥১০॥

মন্ত্রমানুষ্টুভং পরম্। ওঁ নমঃ সম্পুটীকৃত্য জপন্ বিষধরো হর ইতি ॥১১॥

মূলং—সর্ব্বেশ্বরাদন্যে তু সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়ঃ প্রলয়ে বিনশ্যন্তীতি মন্তব্যম্। একোহবৈ নারায়ণ আসীন্নব্রহ্মা নেশান ইত্যাদি শ্রবণাৎ। ব্রহ্মাদিষু প্রলীনেষু নষ্টেলোকে চরাচরে। আভূত সংপ্লবে প্রাপ্তে প্রলীনে প্রকৃতৌমহান্। একস্তিষ্ঠতি সর্ব্বাত্মা স তু নারায়ণ প্রভুরিতি ভারতাৎ। ব্রহ্মাশম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ। এবমাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তাবৈষ্ণবতেজসা। জগৎ কার্য্যাবসানে তু বিযুজ্যন্তে চ তেজসা। বিতেজসশ্চতে সর্ব্বে পঞ্চত্বমুপযান্তিবৈ ইতি বিষ্ণু-ধর্ম্মাচ্চ ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীরামায়ণে পরশুরামের উক্তি—যথা—হুঙ্কারমাত্রেই মহাবাহু ত্রিলোচন জৃম্ভিত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুর পরাক্রমে ভগ্নশৈবধনু দেখিয়া ঋষিদিগের সহিত দেবগণ বিষ্ণুকেই অধিক মনে করিয়াছিলেন। নরসখা নারায়ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত রুদ্রকে, নারায়ণ সংহার করিতে ইচ্ছা করিলে, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া রুদ্র নারায়ণের প্রপত্তি অর্থাৎ শরণাপন্ন হওয়ায়, নারায়ণ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা মহাভারতে বর্ণিত আছে। যথা—শঙ্কর, প্রভু নারায়ণদেবকে প্রসন্ন করাইয়া-ছিলেন, এবং সেই আত্মপূজ্য বরদাতা হরির শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। সমুদ্রমন্থনকালে কালকূট হইতে রুদ্রের নিস্তার, সেই নারায়ণের নামকীর্ত্তন প্রভাবহেতু হইয়াছিল। যথা—অচ্যুত, অনন্ত গোবিন্দ ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ আনষ্টুভ, অনষ্টুভ্‌ছন্দঃযুক্ত মন্ত্রকে ওঁ নমঃ এইটী যুক্ত করিয়া জপ করিতে করিতে ভগবান্ হর বিষ ধারণ করিয়া-ছিলেন ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ—এক সর্ব্বেশ্বর নারায়ণ ব্যতিরেকে ব্রহ্মাদি সকলেই মহাপ্রলয়কালে বিনাশপ্রাপ্ত হন,ইহাই মনে করিবে। যথা—একমাত্র নারায়ণই সৃষ্টির অগ্রে ছিলেন,ব্রহ্মা ছিলেন না, রুদ্র ছিলেন না ইত্যাদি শ্রুতি। চরাচর লোক-সমূহ নষ্ট হইলে ব্রহ্মাদি প্রলীন হইলে, আভূত-প্রকৃতি-পর্য্যন্ত প্রলীন প্রাপ্ত হইলে, একমাত্র সর্ব্বাত্মা মহানই বর্ত্তমান

মূলং—প্রকৃতিমায়য়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিনী। পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥ পরমাত্মা চ সর্ব্বেষামাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সবিষ্ণুনামাবেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে ॥ ইতি বৈষ্ণবাচ্চ। নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মহাভূতে-ষ্বাদি ভূতং গতেষু। ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতেঽ শেষসংজ্ঞঃ ॥ ইতি শ্রীভাগবতাচ্চ। তথাচ হরি হেতুকোৎপত্ত্যাদিভি-র্বিধ্যাদীনামনীশত্বং নির্ব্বাধং সিদ্ধম্ ॥ ১৩ ॥

মূলং—অতএব তদ্ভক্তিস্তৈরনুষ্ঠীয়তে। অথাপিয-পাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ। শেষং পুনাত্যন্যতমোমুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎ পদার্থঃ ॥ ইতি। যচ্ছৌচ নিঃসৃত সরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূদিতি চ শ্রীভাগবতাৎ। একেপ্রসারয়েৎ পাদাবন্যঃ প্রক্ষালয়েন্মুদা। পরস্ত শিরসাধত্তে তেষু কোঽভ্য-

---

থাকেন, তিনিই নারায়ণ, প্রভু ইত্যাদি মহাভারতে। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে—যথা—ব্রহ্মা, রুদ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি এবং অন্যেরাও বিষ্ণুতেজসমন্বিত। আবার কার্য্যাবসানে অর্থাৎ সৃষ্টি কার্য্যাবসানে বৈষ্ণবতেজের সহিত বিযুক্ত হন। বৈষ্ণবতেজ বিযুক্ত সেই দেবগণ পঞ্চত্বলাভ করেন ইত্যাদি ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—যিনি মায়া বলিয়া খ্যাত এবং ব্যক্ত অব্যক্ত স্বরূপ যাঁর সেই প্রকৃতি, এবং পুরুষ অর্থাৎ জীব, এই উভয়ই পরমাত্মাতে লয় পাইয়া থাকে। সকলের একমাত্র আশ্রয় পরপুরুষ পরমাত্মাই সমস্ত বেদবেদান্তে বিষ্ণুনামে গীত হয়েন। শ্রীভাগবতে দেবকী স্তুতি করিতেছেন যথা—দ্বিপরার্দ্ধের অবসানে চরাচর জগৎ নষ্ট হইলে, ক্ষিত্যাদি মহাভূত সকল, আদিভূত অহঙ্কারে প্রবিষ্ট হয়। অহঙ্কার আবার ব্যক্তে অর্থাৎ মহৎতত্ত্বে, ব্যক্ত অর্থাৎ মহৎতত্ত্ব আবার অব্যক্তে অর্থাৎ প্রধানে প্রবিষ্ট হইলে একমাত্র অশেষসংজ্ঞ আপনিই বর্ত্তমান থাকেন। সুতরাং বিধিরুদ্রাদির হরি হইতে জন্ম নাশ হেতু অনীশ্বরত্ব নির্ব্বাধরূপেই সিদ্ধ হইল ॥১৩॥

ধিকো বদেতি পুরাণান্তরাচ্চ। ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুমারাধ্যতে পুরা। স্বং স্বং পদমনুপ্রাপ্তাঃ কেশবস্তপ্রসাদতঃ॥ ইতি নারসিংহাচ্চ। তেদেবাঃ ঋষয়শ্চৈব নানাতনুসমাশ্রিতাঃ। ভক্ত্যাসংপূজয়ন্ত্যেনং গতিশ্চৈষাং দদাতি সঃ॥ ইতি নারায়ণীয়াচ্চ যত্তু ভবাঙ্গপতিতং তোয়ং পবিত্র মিতিপস্পৃশুরিতি শিবাঙ্গস্পর্শাদ্ গঙ্গাম্ভসঃ পাবিত্রং মন্যন্তে। তন্মন্দং। উক্তবাক্যেভ্যস্তেন শিরসাধৃতত্বাৎ পবিত্রমিদমিতিবিজ্ঞায় পস্পৃশুরিতি তদর্থাচ্চ। হরস্য গাত্রসংস্পর্শাৎ পবিত্রত্বমুপাগতেত্যত্রাপি তস্য পাবিত্র্যং শুদ্ধিপ্রদত্বং প্রাপ্তেত্যর্থঃ॥ ১৪॥

মূলং—যত্তু সাম্বলাভায়হরেরুদ্রারাধনং পার্থবিজয়ায় তৎস্তবনঞ্চ ভারতে স্মর্য্যতে। তত্তু নারদাদ্যারাধন বল্লীলারূপমেব বোধ্যম্। যত্তু দ্রোণপর্ব্বান্তে শতরুদ্রীয়ার্থং রুদ্রমাচক্ষাণো ব্যাসস্তস্তপরমকারণত্বং প্রাহ তৎ খলু তদন্তর্য্যামি পরতয়া জ্ঞেয়ং পরব্রহ্মদ্বয়াভাবাৎ তদ্বয়স্যানিষ্ঠত্বাচ্চ॥১৫॥

তদিত্থং হরেঃ পারতম্যে সিদ্ধে কেষুচিৎপুরাণেষু বিধ্যাদীনাং পারতম্যং নিশম্য ন ভ্রমিতব্যং। তেষাং রাজসত্তামসত্বেনহেয়ত্বাৎ॥

মূলং—তদুক্তংমাৎস্যে—সঙ্কীর্ণাস্তামসাশ্চৈব রাজসাঃ সাত্ত্বিকাস্তথা। কল্পাশ্চতুর্ব্বিধাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মণোদিবসাহিতে॥ যস্মিন্ কল্পে তু যৎ প্রোক্তং পুরাণং ব্রহ্মণাপুরা তস্য তস্য তু মাহাত্ম্যং তত্তৎকল্পে বিধীয়তে॥ অগ্নেঃ শিবস্য মাহাত্ম্যং তামসেষু প্রকীর্ত্ত্যতে। রাজসেষু চ মাহাত্ম্য মধিকং ব্রহ্মণোবিদুঃ॥ সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ

বঙ্গানুবাদ—অতএব সেই ব্রহ্মারুদ্রাদি হরির ভক্তি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যথা শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে, সূত বলিতেছেন—যাঁহার পদনখ হইতে নিঃসৃত জলে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সমর্পিত অর্ঘ্যোদক হইয়া মহাদেবের সহিত এই জগৎকে পবিত্র করিতেছে, সেই মুকুন্দ ব্যতিরিক্ত ভগবৎপদের বাচ্য আর কে হইতে পারে? তৃতীয়স্কন্ধে কপিল বলিতেছেন যথা—যাঁহার চরণপ্রক্ষালনে নিঃসৃত নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাজল, যাহা পরম পবিত্রহেতু সংসারতারক এবং যাহা মস্তকে ধারণ করায় শিবও শিব হইয়াছেন। অন্য পুরাণান্তরেও বর্ণিত আছে—একজন পদপ্রসারণ করিতেছেন, আর অন্য একজন সেই পদযুগল প্রক্ষালন করিতেছেন; অপর আর একজন তাহা মস্তকের দ্বারা ধারণ করিতেছেন, এখন বল ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

পুরাকালে ব্রহ্মাদি দেবতা সকল বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া, কেশবের প্রসাদে ব্রহ্মপদ, শিবপদ, ইন্দ্রপদ প্রভৃতি নিজ নিজ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা নরসিংহপুরাণে কথিত হইয়াছে। মহাভারতে নারায়ণীয় ধর্ম্মেও বলিয়াছেন—যথা—সেই দেবগণ এবং ঋষিসমূহ নানা প্রকার দেহধারণ করিয়া এই গোবিন্দকে ভক্তি সহকারে পূজা করিয়া থাকেন, এবং সেই গোবিন্দও ইঁহাদিগকে গতি প্রদান করেন ইত্যাদি॥ "মহাদেবের অঙ্গ হইতে পতিত পবিত্র জলকে তাঁহারা স্পর্শ করিয়াছিলেন" এই শাস্ত্রবাক্য দেখিয়া, কেহ কেহ মনে করেন যে, শিবের অঙ্গস্পর্শ হইয়াছে বলিয়াই গঙ্গার পবিত্রতা। ইহা মন্দ। কেন না, উপরোক্ত বাক্যসমূহ হইতে জানা যাইতেছে—যে, মহাদেব কর্ত্তৃক মস্তকে ধারণ হেতুই গঙ্গার পবিত্রতা, অর্থাৎ বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাকেই পরম পবিত্র জ্ঞানে মহাদেব স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, ইহাই জানিয়া "পস্পৃশুঃ" অর্থাৎ দেব, ঋষ্যাদি পরম পবিত্র জ্ঞানে স্পর্শ করেন। অতএব, "হরের গাত্রসংস্পর্শহেতু গঙ্গা, পবিত্রতা লাভ করিয়াছেন" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের অর্থ এই যে, মহাদেবের পবিত্রতা অর্থাৎ শুদ্ধিপদত্বশক্তি, গঙ্গাই লাভ করিয়াছেন॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ—আর যাহা "সাম্বকে পুত্ররূপে লাভ করিবার নিমিত্ত, এবং অর্জ্জুনের বিজয়ের নিমিত্ত হরির রুদ্রারাধনা এবং রুদ্রস্তবন, মহাভারতে দেখা যায়, তাহা নারদাদির আরাধনার ন্যায় হরির নরলীলারূপই বুঝিতে হইবে। আর যাহা "দ্রোণপর্ব্বের শেষে, শতরুদ্রীয়স্তবের অর্থ রুদ্রই, এবং সেই রুদ্রই পরম কারণ" এই যাহা ব্যাসদেব বলিয়াছেন, তাহা অন্তর্য্যামীপরত্বই বুঝিবে। কেননা, পরব্রহ্ম দুই হইতে পারে না। পরব্রহ্ম দুই হইলে মহা অনিষ্ট হয়॥১৫॥

পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে। সাত্ত্বিকেষুচকল্পেষুমাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ। তেম্বেব যোগসংসিদ্ধা গমিষ্যন্তি পরাঙ্গতিমিতি ॥ ১৬ ॥

মূলং—কৌর্ম্মেচ—অসংখ্যাতাস্তথাকল্পা ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকাঃ। কথিতাহি পুরাণেষু মুনিভিঃ কালচিন্তকৈঃ ॥ সাত্ত্বিকেষু তু কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকংহরেঃ। তামসেষু শিবস্যোক্তং রাজসেযুপ্রজাপতেরিতি ॥

মূলং—বেদবিরোধিস্মৃতীনাং হেয়ত্বং মনুরাহ। যাবেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তানিস্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তা স্মৃতা ইতি ॥ তদেবং সাত্ত্বিকানামেব পুরাণাদীনাং প্রমাজনকত্বাতুপাদেয়ত্বং তদন্যেষান্তু বিপর্য্যাসকরত্বাদবহেয়ত্বং সুব্যক্তমিতি নতৈর্ভ্রমিতব্যং সুধিয়েতি ॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ—সুতরাং এই প্রকারে হরিরই একমাত্র পরতমত্ব সিদ্ধ হইতেছে। কোন কোন পুরাণে ব্রহ্মারুদ্রাদির পরতমত্ব শ্রবণ করিয়া ভ্রান্ত হইবে না। কারণ, ঐ সকল পুরাণ রাজস এবং তামস বলিয়া জানিবে। অতএব হেয় ॥

এসম্বন্ধে মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা—সঙ্কীর্ণ, তামস, রাজস এবং সাত্ত্বিক, এই চারি প্রকার কল্প কথিত হয়। ঐ সকল কল্পকে ব্রহ্মার দিবস বলা যায়। অর্থাৎ ব্রহ্মার এক একটী দিনকে এক একটী কল্প বলা যায়। ঐ একটী কল্প সাত্ত্বিক রাজসিক, তামসিক, এবং সঙ্কীর্ণ ভেদে চারি প্রকার হয়। ব্রহ্মা পুরাকালে যেমন যেমন কল্পে যে যে পুরাণ বলিয়াছিলেন, সেই সেই কল্পে সেই সেই পুরাণের মাহাত্ম্য বিধান করা হইয়াছে। তামস কল্পসমূহে অগ্নির মাহাত্ম্য অর্থাৎ সেই সেই অগ্নিপ্রতিপাদ্য যজ্ঞের মাহাত্ম্য, শিবের মাহাত্ম্য, শিবার মাহাত্ম্যও কথিত হইয়াছে। আর রাজসকল্পসমূহে ব্রহ্মার মহিমা অধিক বর্ণন হইয়াছে, বিদ্বান সকল ইহাই জানেন। সঙ্কীর্ণকল্প সকলে, অর্থাৎ সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিকময় বহু বহু কল্পে সরস্বতীর মাহাত্ম্য অর্থাৎ নানাবর্ণাত্মক তদুপলক্ষিত নানা দেবতার মাহাত্ম্য, এবং পিতৃদেবতার মাহাত্ম্য অর্থাৎ পিতৃলোক প্রাপক কর্ম্মসমূহের মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে ॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ—কূর্ম্মপুরাণেও বলা হইয়াছে—যথা—কালতত্ত্ববেত্তা মুনিগণ, পুরাণ সমূহে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মক, সংখ্যাতীত কল্প সকল বর্ণন করিয়াছেন। সাত্ত্বিক কল্পসমূহে হরির মাহাত্ম্য অধিক, এবং তামসকল্পসকলে শিবের এবং রাজসকল্পসমূহে প্রজাপতি অর্থাৎ ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে ॥

বেদবিরোধী স্মৃতিসকল যে হেয়, তাহা মনু বলিয়াছেন। যথা—যে সকল স্মৃতি বেদবাহ্য এবং যাহা কিছু কুদৃষ্টি, তাহা সকলই নিস্ফল এবং পরলোকে সে সকল তমোনিষ্ঠ বলিয়াই কথিত হয়। অতএব সাত্ত্বিক পুরাণাদি অর্থাৎ সাত্ত্বিক পুরাণ, ইতিহাস, পঞ্চরাত্র প্রভৃতিই প্রমাণ বলিয়াই গ্রহণীয়। তদ্ভিন্ন রাজসিক তামসিক পুরাণাদি ভ্রমকরত্বহেতু প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য নহে, ইহা সুস্পষ্ট হইল। অতএব সুধীজন সেই রাজসিক তামসিক পুরাণাদি দ্বারা ভ্রান্ত হইবেন না ॥ ১৭ ॥

মূলং—তস্য হরেস্তিস্রঃ শক্তয়ঃ সন্তি। পরাখ্যা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা মায়াখ্যা চেতি। "পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ" প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতির্গুণেশঃ সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুরিতিশ্রুতেঃ। বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়াশক্তিরিষ্যতে ॥ ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণাচ্চ ॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ—সেই হরির তিনটী শক্তি বিদ্যমান আছে। একটি পরানাম্নী শক্তি, দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ্ঞনাম্নী শক্তি, তৃতীয় মায়ানাম্নী শক্তি। শ্রুতিপ্রমাণ, যথা—"এই পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী বিবিধা, জ্ঞান, বল, ক্রিয়া নাম্নী পরাশক্তি আছে, ইহা শ্রবণ করা যায়।" সেই ঈশ্বর প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবশক্তির অধিপতি এবং গুণের ক্ষোভক, সংসার বন্ধের স্থিতি এবং মোক্ষের হেতু ইত্যাদি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও বলিয়াছেন, যথা—পরানাম্নী বিষ্ণুশক্তি কথিত আছে, এবং ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যাশক্তি অপরা, আর অবিদ্যাকর্ম্ম নাম্নী একটি তৃতীয়া শক্তি কথিত হয় ॥ ১৮ ॥

মূলং—স চ পরাখ্যশক্তিমদ্রূপেণ জগন্নিমিত্তং

মূলং—সচ্চদেহদেহিভেদশূন্যো হরিরাত্মমূর্ত্তি-বোধ্যঃ। সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং। ক্ষেত্রজ্ঞাদি শক্তিমদ্রূপেণ তু তদুপাদানঞ্চ ভবতি। তদাত্মানং স্বয়মকুরুতেত্যাদিশ্রবণাৎ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেই পরমেশ্বর অর্থাৎ স্বরূপশক্তি জীবশক্তি মায়াশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর, কেবল পরাখ্যশক্তি প্রধানরূপে জগতের নিমিত্ত কারণ হন। আর, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি প্রধানরূপে জগতের উপাদান কারণ হন। শ্রুতি যথা—"সেই ব্রহ্ম স্বয়ং আত্মাকে করিয়াছিলেন॥"

তাৎপর্য্যার্থ—পূর্ব্বে "সর্ব্বকারণেরও কারণ" ইত্যাদি বলায় সমস্ত জগতের কারণ এক মাত্র শ্রীহরি। বেদান্তপ্রকরণে "একমেবাদ্বিতীয়ং সদেবসৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমেশ্বরকেই জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ বলা হইয়াছে। উপাদান কারণ বলিতে "কার্য্যাভিন্নকারণং" "কার্য্যান্বিতংকারণং বা" অথবা "স্বতাদাত্ম্যাপন্ন কার্য্যজনকং" ইত্যাদি লক্ষণই বুঝা যায়। "কার্য্যটি অত্যন্ত পৃথক্ নহে এমন যে কারণ" অথবা "কার্য্যেতে অন্বয় আছে এমন যে কারণ" অথবা "নিজেতে অর্থাৎ কারণেতেই তাদাত্ম্যভাবে অবস্থান করে যে কার্য্য, সেই নিজতাদাত্ম্যাপন্ন কার্য্যের প্রতি কারণকেই উপাদান কারণ বলা যায়। নৈয়ায়িক মতে ইহা সমবায়ী কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে "যৎসমবেতং কার্য্যমুৎপদ্যতে তৎসমবায়ি কারণং" অর্থাৎ কার্য্যটি যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করতঃ উৎপন্ন হয় তাহাকেই সমবায়ী কারণ বলা যায়। যেমন ঘটকার্য্যের প্রতি মৃত্তিকা সমবায়ী কারণ বা উপাদান কারণ। এখন দেখা যাইতেছে, ছান্দোগ্যশ্রুতিতে জগৎ সৃষ্টির বর্ণনের উপক্রমে বলিতেছেন "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" "অর্থাৎ হে সৌম্য! অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, ইদং অর্থাৎ এই চিৎ জড়াত্মক জগৎ, সৎই অর্থাৎ ব্রহ্মই ছিলেন। এখানে, সৎ, আর জগৎ, এই দুইটির তাদাত্ম্য-রূপে সামান্যাধিকরণ্যই সূচিত হইল। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সদ্রূপকারণে এই জগদ্রূপকার্য্য, অতি সূক্ষ্মাবস্থায় তাদাত্ম্য (অবিভাগ) রূপে অবস্থিত ছিল। "একমেবাদ্বিতীয়ং" অর্থাৎ একই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, এখানে "একং" পদে, জগতের উপাদান কারণ, যাহাতে ইদং শব্দবাচ্য এই চিজ্জড়াত্মক জগৎ তাদাত্ম্যরূপে অবস্থান করিতেছে সেই সদ্রূপ ব্রহ্ম, এক। অর্থাৎ ন্যায়বৈশেষিক মতে পরমাণুবহুলই, এই জড় জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। শ্রুতিতে ব্রহ্ম এক বলায় জগতের উপাদান কারণ পরমাণু বহু নহে ইহা দেখান হইল। "অদ্বিতীয়" এই পদে জগৎ সৃষ্টি কার্য্যে ব্রহ্মের সহায়ক দ্বিতীয় কিছুই নাই। নিজ শক্তি একমাত্র সহায়। অর্থাৎ ঘট সৃষ্টিকার্য্যে কুম্ভকার যেমন নিজ হইতে ভিন্ন পদার্থ মৃত্তিকা, চক্র, দণ্ডাদি সাহায্যে ঘট প্রস্তুত করে, ব্রহ্ম সেইরূপ নিজ হইতে ভিন্ন কোনও পদার্থকে সহায় করিয়া এই চিজ্জড়াত্মক জগৎ সৃষ্টি করেন না। নিজ শক্তি মাত্রই সহায়। শক্তি সহায় বলিলে, দ্বিতীয় বুঝায় না, কারণ, শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা নাই, বস্তুরই শক্তি, বস্তুর অধীন শক্তি, বস্তু হইতে অত্যন্ত পৃথক্ নহে। সুতরাং ব্রহ্মের শক্তি সহায় বলায়, অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয় না। "এব" এই শব্দ দ্বারা ব্রহ্মে এসকল অসম্ভব নহে ইহাই দেখান হইল। অর্থাৎ সাংখ্য ন্যায় বৈশেষিকাদি তার্কিকদিগের মতে, উপাদানকারণ আর নিমিত্তকারণ এক হইতে পারে না। কারণ পরস্পর বিরোধ। নিমিত্ত কারণের লক্ষণ যথা—"স্বাতিরিক্ত কার্য্যজনকং" বা "কার্য্যোৎপত্তিমাত্রকারণং"। যেমন ঘটকার্য্যের প্রতি কুম্ভকার, দণ্ড, চক্র প্রভৃতি। উপাদানকারণে আর নিমিত্তকারণে এই ভেদ যে—উপাদানকারণটী কার্য্যেতে তাদাত্ম্যরূপে অনুপ্রবেশ করে। সুতরাং কারণ হইতে কার্য্য পৃথক নহে। আর নিমিত্ত কারণটী তাহা নহে। অর্থাৎ কার্য্য হইতে পৃথক্ হইয়া কার্য্যের জনক হয়। সুতরাং একই পদার্থ পরস্পর বিরোধ হেতু, কোনও কার্য্যের প্রতি উভয় কারণ হইতে পারে না। দৃষ্টান্তও দেখা যায়, মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ, কুম্ভকার নিমিত্ত কারণ, এই দুই কখন এক নহে। বহু কারণবাদী তার্কিক দিগের এই মত হইলেও, শ্রুতিসম্মত মত তাহা নহে। শ্রুতি একমাত্র ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত এই উভয় কারণ বলিতেছেন। তার্কিকদিগের মতে যে অসম্ভব, সেইটী, শ্রুতি, "এব"শব্দ প্রয়োগ করিয়া নিরস্ত করিলেন। ব্রহ্মেতে ইহা অসম্ভব নহে, কারণ, "পরাস্য-শক্তির্বিবিধৈব" "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ" ইত্যাদি শ্রুতি এবং

দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্। সাক্ষাৎ প্রকৃতিপুরুষয়োরয়মাত্মা গোপালস্তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্। অৰ্দ্ধমাত্রাত্মকোরামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহ ইতি শ্রুতে ॥২০॥

মূলং—তস্য গুণাশ্চ জ্ঞানানন্দাদয়োঽনন্তাস্ততোনাতিরিচ্যন্তে। "একধৈবানুদ্রষ্টব্যং" নেহ নানাস্তিকিঞ্চনেত্যাদিশ্রবণাৎ ॥ তথাপিবিশেষবলাদ্ভেদো ব্যবহারো ভবতি ॥২১॥

বিষ্ণুপুরাণীয় "বিষ্ণুশক্তিঃপরা" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা, ব্রহ্মকে স্বরূপশক্তি জীবশক্তি মায়াশক্তি বিশিষ্ট বলিয়াই নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। সূক্ষ্মচিদ্বস্তুরূপ শুদ্ধজীবশক্তি, এবং সূক্ষ্ম-অচিদ্বস্তুরূপ প্রধানশক্তি (প্রকৃতি) বিশিষ্ট পরমেশ্বরই উপাদান কারণ। "সদেবসৌম্যেদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতিতে "সৎ" "ইদং" পদের ইহাই অভিপ্রায়। "সদসজ্জায়তে" "অসতঃসদজায়ন্ত" ইত্যাদি শ্রুতিতে জানা যায় যে, সেই সূক্ষ্মজীব জগৎশক্তি তাদাত্ম্যাপন্ন সদ্রূপকারণ উপাদান কারণ হইতে, স্থূলচেতনাচেতনবস্তুরূপ আধ্যাত্মিক জীবাদি পৃথিব্যন্ত যাবতীয় জগৎ জাত হইয়াছে। এইরূপে ব্রহ্ম, জীবশক্তি প্রধানশক্তি দ্বারাই জগতের উপাদান হন। আর "জ্ঞান ইচ্ছা ক্রিয়াদি স্বরূপশক্তি বিশিষ্ট পরমেশ্বরই নিমিত্ত কারণ", "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়," "তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতি। অর্থাৎ সেই সদ্রূপব্রহ্ম (উপাদান কারণই) "ঐক্ষত" অর্থাৎ আলোচনা করিয়াছিলেন। "বহুস্যাং" অর্থাৎ আমি বহু হইব। "প্রজায়েয়ঃ" প্রজাত হইব। ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের সৃষ্টি বিষয়ে জ্ঞান, ইচ্ছা পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে। শ্রীগ্রন্থকার এখানে একটী তৈত্তিরীয় শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন "তদাত্মানংস্বয়মকুরুত" শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ এই যে—"আত্মানং" এই দ্বিতীয়া বিভক্তি দ্বারা সৃষ্টিকৃতির বিষয়ত্ব, "স্বয়ং" এই পদে কৃতিমত্ত্ব, অর্থাৎ সৃষ্টিক্রিয়ার কৰ্ম্ম এবং সৃষ্টিক্রিয়ার কর্ত্তা, এই উভয়ই একব্রহ্ম। এখানে সৃষ্টিক্রিয়ার কৰ্ম্ম বলায়, উপাদান কারণ নিজ হইতে অভিন্ন কৰ্ম্ম, আর কর্ত্তা বলায় জ্ঞানেচ্ছাকৃতিমৎ নিমিত্ত কারণ বুঝাইতেছে। এখানে একটী সন্দেহ আছে যথা—ব্রহ্ম যদি উপাদান কারণ হন এবং কৰ্ম্মভূত জগত যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথক না হয়, তাহা হইলে, জগৎগত, দুঃখমলিনতা জাড্য প্রভৃতি ধৰ্ম্ম ও ব্রহ্মেতে প্রসক্তি হইতে পারে। উত্তর যথা—না। তাহা হইতে পারে না, কারণ দুঃখজাড্য মলিনতাদি বিকার সমূহ, ব্রহ্মের শক্তিরই ধৰ্ম্ম, তাহা শক্তিগতই হইয়া থাকে, শুদ্ধ ব্রহ্মেতে কখনও প্রসক্ত হয় না। যেমন এক দেহিতে বাল্যপৌগণ্ডাদি দেহধৰ্ম্ম দেহেতেই অবস্থান করে, যেমন কানত্ববধিরত্বাদি ইন্দ্রিয়ধৰ্ম্ম ইন্দ্রিয়তেই অবস্থান করে, কিন্তু আত্মাতে নহে। সেই প্রকার ব্রহ্মের শক্তি জগৎ সেই জগৎগত জাড্য মলিনতাপ্রভৃতি ধৰ্ম্ম শক্তিগতই হইয়া থাকে, তাহা ব্রহ্মেতে প্রসক্ত হয়না ॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ—সেই আত্মমূর্ত্তি হরি, দেহদেহিভেদরহিত, ইহাই বুঝিবে।

তাৎপর্য্য—এখানে আত্মমূর্ত্তি বলায়, ইহাই বুঝাইতেছে যে—"আত্মৈব স্বরূপমেবমূর্ত্তির্যস্য" অর্থাৎ স্বরূপই যাঁহার মূর্ত্তি, তাৎপর্য্য এই ভগবানের মূর্ত্তি ভগবান হইতে ভিন্ন নহে। স্বরূপতই তিনি মূর্ত্ত, সৎচিৎ আনন্দই ভগবানের স্বরূপ, সেই স্বরূপটীই মূর্ত্তি। ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামিচরণ, শ্রীমদ্ভাগবতের "ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিমমূর্ত্তিকম্" শ্লোকব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যথা—"মূর্ত্তিস্বরূপয়োরেকত্বাৎ প্রাকৃতবন্ন বিদ্যতে পৃথকত্বেন মূর্ত্তির্যস্য তথাভূতং॥" অর্থাৎ মূর্ত্তি এবং স্বরূপের একত্বহেতু, প্রাকৃতের ন্যায় পৃথকরূপে যাঁহার মূর্ত্তি নহে।" সুতরাং দেহ দেহি ভেদও নাই। মনুষ্যাদি জীবগণের, দেহ একটী পৃথক্, আর দেহী, অর্থাৎ দেহধারী আত্মা পৃথক্, এই দুইটী এক নহে পৃথক্ পৃথক্। ঈশ্বরে কিন্তু এই প্রকার ভেদ নাই, তাঁহার দেহ আত্মা একই। "দেহ দেহি বিভেদোঽত্র নেশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ" ইত্যাদি শত সহস্র শাস্ত্রবচন দেখা যায়। গ্রন্থকার এসম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ দেখাইতেছেন—যথা—বিকসিত পদ্মদলতুল্য নয়ন, মেঘসদৃশ শ্যামতনু, বিদ্যুতের ন্যায় পীতাম্বর, দ্বিভুজ মৌনমুদ্রাযুক্ত বনমালাধারী শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে। এই গোপাল, প্রকৃতি এবং পুরুষের সাক্ষাৎ আত্মা, সেই সচ্চিদানন্দ এক গোবিন্দকেই চিন্তা করিবে। ব্রহ্মানন্দ বিগ্রহ রাম, অৰ্দ্ধমাত্রাত্মক ॥২০॥

সেই আত্মমূর্ত্তি দেহ দেহি ভেদশূন্য পরমেশ্বর শ্রীহরির

মূলং—বিশেষশ্চ "ভেদপ্রতিনিধির্ভেদাভাবেহপি" তৎকার্য্যং প্রত্যায়য়ন্ দৃষ্টঃ, সত্তাসতী ভেদো ভিন্নঃ কালঃ সর্ব্বদাস্তীত্যাদৌ ॥ তমন্তরাবিশেষণ বিশেষ্য ভাবাদিকং ন সম্ভবেৎ ॥ ২২ ॥

সত্য জ্ঞান আনন্দাদি অনন্ত গুণসমূহও, সেই হরি হইতে অতিরিক্ত (পৃথক্) নহে।

তাৎপর্য্যার্থ—শ্রুতিতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম" "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে, পরব্রহ্মকে, সত্য জ্ঞান আনন্দ অনন্তস্বরূপ বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এবং সত্যত্ব জ্ঞানত্ব আনন্দত্ব অনন্তত্ব ধর্ম্মসমূহ ব্রহ্মের গুণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই ব্রহ্মধর্ম্ম গুণসমূহ, ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভেদ নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মস্বরূপই। এখানে "নাতিরিচ্যন্তে" অর্থাৎ অত্যন্ত ভেদ নহে, এইরূপ বলার তাৎপর্য্যার্থ এই যে—উক্ত গুণসমূহে ভেদবৎপ্রতীতি আছে, এই ভেদবৎপ্রতীতি মায়িকও নহে, পরম সত্য। কেননা সচ্চিদানন্দরসৈকমূর্ত্তি ব্রহ্মে মায়া অসম্ভব। যেমন শুদ্ধ প্রকাশৈকরূপে অন্ধকারের স্পর্শ, অত্যন্ত অভাব, কোন কালেই সম্ভব হয় না, সেইরূপ পরমশুদ্ধ ব্রহ্মে, মায়া স্পর্শ কোন কালেই সম্ভব হয় না। সুতরাং পরব্রহ্মের গুণাদির যাহা ভেদবৎ প্রতীতি হয়, তাহা পরম সত্য। কিন্তু এই ভেদটী অত্যন্ত ভেদ নহে, ইহা অভেদেই ভেদবৎ প্রতীতি। ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রুতি যথা—ব্রহ্মেতে একপ্রকারই দেখিবে। এই ব্রহ্মেতে যাহা কিছু নাই বলা হইয়াছে, তাহা নানা অর্থাৎ পৃথক্ কিছু নাই যদি বল, বস্তুতঃ যদি ভেদই না থাকে তাহা হইলে ভেদ প্রতীতি হইবে, কিসের বলে? তাই গ্রন্থকার বলিতেছেন যথা—তথাপি বিশেষ বলে ভেদ ব্যবহার হয় ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ—ভেদের অভাবে অর্থাৎ অভেদেও ভেদের প্রতিনিধিকে বিশেষ বলে। সত্তা আছে, ভেদটী ভিন্নই, কাল সর্ব্বদাই আছে, ইত্যাদি ব্যবহার স্থলে, ঐ বিশেষটী, নিজকার্য্য অর্থাৎ অভেদেও ভেদ ব্যবহাররূপ কার্য্যকে প্রকাশ করিতেছে, ইহা দেখা যায়। তাদৃশ বিশেষ স্বীকার না করিলে, বিশেষণ বিশেষ্য ভাবাদি জ্ঞানও সম্ভব হয় না।

মূলং—ন চ সত্তাসতীত্যাদিধীর্ভ্রমঃ সন্ ঘট ইত্যাদি বদবাধাৎ। নচারোপঃ সিংহোমাণবকো নেত্যা-

---

তাৎপর্য্যার্থ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পরমেশ্বরে ভেদ নাই অর্থাৎ দেহ দেহী গুণ গুণী ইত্যাদি অভেদ। কিন্তু "বিশেষ" বলেই দেহ দেহী গুণ গুণীর ভেদ ব্যবহার হয়। অর্থাৎ ভগবানের দেহ, ঐশ্বর্য্যাদি গুণ সকল ভগবানেরই, এখানে ভগবান্ এবং তাঁহার দেহ, ভগবান্ এবং তাঁহার শক্তি তাঁহার গুণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য তাঁহার ধাম তাঁহার লীলা ইত্যাদির ভেদব্যবহার স্ফূটরূপেই অনুভূত হইতেছে। এইরূপ ভেদব্যবহারকে মায়াবাদীসকল মায়া বলেন, কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ত্রিকালে শুদ্ধ পরমেশ্বরে মায়ার স্পর্শ কোনকালেই সম্ভব হয় না। সুতরাং বিশেষ বলেই এই অভেদেও ভেদ ব্যবহার সিদ্ধ হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে—বিশেষ কাহাকে বলে? এবং বিশেষের কার্য্যই বা কি? তাহার উত্তরে গ্রন্থকৃৎ বলিতেছেন, অভেদ হইয়াও ভেদের প্রতিনিধি যে তাহাকেই বিশেষ বলা হয়। ইহার কার্য্য—অভেদে ও ভেদ ব্যবহার করা। এই কার্য্যটী দুই প্রকার যথা—পরমেশ্বরে ভেদ না থাকিলেও ভেদকার্য্য যে ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে ব্যবহার, তাহা সম্পাদন করা। আর, সত্যজ্ঞানানন্ত, বিজ্ঞান আনন্দাদি, শ্রুত্যুক্ত শব্দের অপর্য্যায়তা সম্পাদন করা। অর্থাৎ শ্রুতিতে যে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। এখানে, ব্রহ্ম-ধর্ম্মী এবং সত্যত্বাদি তাঁহার ধর্ম্ম, বস্তুতঃ সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ঐ সত্যত্বাদি ধর্ম্ম পৃথক্ না হইলেও, বিশেষ বলেই ধর্ম্মধর্ম্মী ব্যবহার সম্পাদন হয়। আবার, ঐ সত্য জ্ঞান, অনন্তাদি শব্দ গুলির যাহাতে পর্য্যায়তা না ঘটে, তাহা করাই বিশেষের কার্য্য। "একবাচ্যবাচিত্বংখলুপর্য্যায়ত্বং" যেমন, একটী বাচ্যপদার্থ বৃক্ষ, তাহার বাচকশব্দ ভিন্ন ভিন্ন, যেমন বৃক্ষ, তরু, বিটপী, শাখী, পাদপ ইত্যাদি শব্দ সমূহ। ইহারা সকলেই একই বৃক্ষের বাচক হইয়া বৃক্ষেরই পর্য্যায় রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতির সত্যজ্ঞান অনন্তাদি শব্দগুলি বৃক্ষ তরু বিটপী শব্দের ন্যায়, পর্য্যায়বাচী শব্দ নহে। তাহার কারণ কি? কারণ একমাত্র বিশেষ। যথা—

দিবৎ। সত্তাসতীনেতি কদাপ্যব্যবহারাৎ। ন চ সত্তাদেঃ সত্তাদ্যন্তরাভাবেঽপি স্বভাবাদেব সতীত্যাদি ব্যবহারঃ তস্যৈবেহ তচ্ছব্দেনোক্তেঃ।

তস্মান্নির্ভেদেঽপিহরৌ ভেদপ্রতিনিধিঃ সোঽভ্যু-পেয়ঃ ॥ ২৩ ॥

বৃক্ষত্ব তরুত্ব বিটপিত্ব, ইহাদের পরস্পরের ভেদ ব্যবহার নাই, কেবল অভেদ মাত্র। এই প্রকার সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব, অনন্তত্ব ধর্ম্মগুলি পরস্পর অভেদ নহে, ইহাদের পরস্পর ভেদ আছে। যথা—সত্যত্ব, অনিত্যবিরোধি ধর্ম্ম। জ্ঞানত্ব, জড়তাবিরোধি ধর্ম্ম। অনন্তত্ব, পরিচ্ছেদ বিরোধী ধর্ম্ম। ইত্যাদি রূপে ভেদ ব্যবহার দ্বারাই ইহাদের পর্য্যায়তা দোষ হইতেছে না। ব্রহ্মেতে "বিশেষ" স্বীকার না করিলে, সত্যজ্ঞান অনন্ত প্রভৃতি শব্দ, বৃক্ষ তরু বিটপী প্রভৃতি শব্দের ন্যায় পর্য্যায়বাচী হইয়া পড়ে। ইহার লৌকিক দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন যথা—সত্তা সতী, সত্তা বিদ্যমান আছে, এখানে, সত্তার সত্তাশ্রয়, যেমন—ঘটটী পট নহে, এই বাক্যে ঘটের ভেদ পটে প্রতীত হয়। সেই প্রতীত পটাত্মক ঘটভেদেরও "ঘটভেদবান্ পটঃ" এই পট হইতে ভেদই প্রতীতি হয়। কাল সর্ব্বদা আছে, এখানে কালের আধার কালই, দেশ সর্ব্বত্র, এখানে দেশের আধার দেশই ইত্যাদি অবাধিত ব্যবহার একমাত্র বিশেষ বলেই সম্ভব হয় ॥* ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—যদি বলা যায় যে "সত্তাসতী" "কালঃ সর্ব্বদা" অর্থাৎ সত্তা আছে "কাল সর্ব্বদা" ইত্যাদি ব্যবহার সমুহ ভ্রম মাত্র, অর্থাৎ বুদ্ধির বিপর্য্যয়, বস্তুতঃ সত্তাতে সত্তা থাকিতে পারে না। ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন, যে না, উক্ত ব্যবহারকে ভ্রম বলা যায় না। কারণ যেমন "সন্ ঘটঃ" অর্থাৎ ঘটটী আছে, ইহা বলিলে, ঘটের বিদ্য-মানতা বুঝায়, ঠিক সেই প্রকার "সত্তা সতী" অর্থাৎ সত্তা আছে বলিলেও সত্তার বিদ্যমানতা বুঝায়। সুতরাং যেমন "ঘট আছে" এই প্রতীতির কোন বাধা নাই, সেই প্রকার "সত্তা আছে" সর্ব্বদা কালে "সর্ব্বত্র দেশে" ইত্যাদি ব্যবহারেও কোন বাধা নাই। ভ্রমমাত্র হইলে বাধপ্রাপ্ত হইত। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে, উত্তরকালে পুনরায় রজ্জু জ্ঞানোদয়ে সর্পভ্রমের বাধ হয়, "সত্তাসতী" ইত্যাদি ব্যবহারে সে রকম কোন বাধ না থাকায় ভ্রম বলা যায় না।

আবার এই বিশেষকে আরোপও বলিতে পার না, কেননা "এই বালকটী সিংহ" ইত্যাদি ব্যবহার স্থলেই আরোপ হয়। সিংহের শৌর্য্য পরাক্রমাদি যেমন বালকেতে আরোপিত মাত্র, বস্তুতঃ সিংহ এবং বালক এক নহে পরস্পর ভিন্ন। সত্তাসতী "সর্ব্বত্রদেশ" ইত্যাদি ব্যবহারে সত্তার ধর্ম্ম "সতী"তে আরোপ নহে, কিংবা পরস্পর পৃথক্‌ও নহে। যেমন বালকটী সিংহ নহে, এই প্রকার সত্তাটী সতী নহে এই প্রকার ব্যবহার কোনও কালেও দেখা যায় না, সুতরাং আরোপ নহে।

আবার যদি বল যে "সত্তা আছে" এই ব্যবহারে যে একই সত্তার 'সত্তা" এবং "আছে" এই উভয়বৎ ব্যবহার হইতেছে, ইহা তাহার একটী "স্বভাব" ইহাই বলিব, কারণ সত্তার সত্তা, দেশের দেশ, কালের কাল, ইত্যাদি হইতে পারে না, হইলে অনবস্থাদোষ হয়। সুতরাং ঐ প্রকার অভেদে ভেদব্যবহারকে আমরা "স্বভাব" বলিব, "বিশেষ" বলিয়া কোনও পদার্থ স্বীকার করি না। ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন "ন চ" অর্থাৎ ইহা বলিতে পার না, কারণ তুমি যাহাকে স্বভাব বলিতেছ, "বিশেষ" শব্দদ্বারা সেই তোমার উক্ত স্বভাবেরই কথন হইতেছে, অর্থাৎ তুমি এখানে যাহাকে স্বভাব বলিতেছ, আমরা তাহাকেই বিশেষ বলিতেছি। "স্বভাবস্তু বিশেষাত্মা।" অতএব ভেদশূন্য শ্রীহরিতে ভেদ প্রতিনিধি বিশেষ অবশ্য স্বীকার্য্য ॥ ২৩ ॥

* এই বিশেষকেই বৈষ্ণবদর্শন শাস্ত্রে "অচিন্ত্যশক্তি" "শক্তি" "গুণ" "ধর্ম্ম" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ব্যবহার করা হইয়াছে ॥

মূলং—যথোদকং দুর্গেবৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যং স্তানেবানুবিধাবতীতি কঠশ্রুতেঃ। অত্র ব্রহ্মধর্ম্মানুক্ত্বা তদ্ভেদো নিষিদ্ধঃ। নহি ভেদসদৃশে তস্মিন্নসতি ধর্ম্মধর্ম্মিভাব ধর্ম্মবহুত্বে ভাষিতুং যুক্তে॥ নচ ধর্ম্মানিত্যনুবাদঃ শ্রুতি তোঽন্যেন তেষামপ্রাপ্তেঃ॥ ২৪॥

বঙ্গানুবাদ—এবিষয়ে গ্রন্থকার কঠশ্রুতি প্রমাণ দেখাইতেছেন—যেমন পর্ব্বতে পতিত বৃষ্টির জল দুর্গে অর্থাৎ নিম্নস্থানে গমন করে,সেইরূপ ব্রহ্মধর্ম্ম সমূহকে,যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ দেখে, সে জীবও নিম্নে গমন করে অর্থাৎ অধোগামী হয়। এখানে "ব্রহ্মধর্ম্মান্" অর্থাৎ ব্রহ্মের ধর্ম্ম এইপ্রকার ভেদ ব্যবহারসূচক উক্তি করিয়া তার ভেদ নিষেধ করা হইল অর্থাৎ ধর্ম্মসমূহ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। যদি সেই ব্রহ্মে ভেদ সদৃশ না থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম্মধর্ম্মি ভাব এবং ধর্ম্মের বহুত্ব, ইহা বলা যোগ্য হইত না। অর্থাৎ উপরোক্ত শ্রুতিতে যে "ধর্ম্মান্" পদটী আছে তদ্দ্বারা ধর্ম্মধর্ম্মিভাব দেখান হইল, ব্রহ্মধর্ম্মী, আর তাঁহার ধর্ম্ম, যদি ভেদ সদৃশ ব্রহ্মে কিছুই না থাকে তবে এই ধর্ম্মধর্ম্মি ব্যবহার হইতে পারে না। আবার "ধর্ম্মান্" এই বহুবচনের প্রয়োগে ব্রহ্মের ধর্ম্ম যে বহু তাহাই দেখান হইল, যদি ব্রহ্মে ভেদসদৃশ কিছুই না থাকে তবে ধর্ম্মের বহুত্বও সঙ্গত হইতে পারে না।

যদি বল—ধর্ম্মান্ এইপ্রকার উক্তিটী অনুবাদ মাত্র, ইহার উত্তরে বলিতেছেন "নচ" না ইহা অনুবাদ নহে, কারণ এক শ্রুতি ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মের তাদৃশ ধর্ম্মের কথা অবগত হওয়া যায় না।

তাৎপর্য্যার্থ—মায়াবাদবেদান্তী সকল ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ চিন্মাত্রই বলেন, তাঁহাদের মতে শুদ্ধব্রহ্মে কোন বিশেষ নাই অর্থাৎ বিগ্রহ গুণলীলাদি কোন শক্তির ধর্ম্ম নাই, শুদ্ধচিদ্ব্রহ্ম যখন মায়োপহিত হন তখনই তাঁহার ঈশ্বরাদি নাম, রূপগুণাদি প্রকাশ পায়। ঈশ্বরের তাদৃশ নামরূপলীলাদি সমস্ত মায়িক ধর্ম্ম, উহা শুদ্ধচিদ্ব্রহ্মের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। তবে যে "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স সর্ব্ববিৎ" "যস্য জ্ঞানময়ংতপঃ" "সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্য বশী" ইত্যাদি বহু বহু শক্তিধর্ম্মপ্রতিপাদিকাশ্রুতি দেখা যায়,

মূলং—নির্ব্বিশেষবাদিনাপি শোধিতাৎ ত্বং

তাহা অনুবাদ মাত্র। অনুবাদ বলার তাৎপর্য্য এই যে উহার স্বার্থে অর্থাৎ মুখ্যার্থে প্রামাণ্য নাই, লক্ষণা দ্বারা নির্গুণব্রহ্মেই উক্ত শ্রুতি সমূহের তাৎপর্য্য। তাই এখানে গ্রন্থকার মায়াবাদীদিগের মতকে পূর্ব্বপক্ষরূপে উত্থাপন করিয়া উক্ত মত খণ্ডন করিতেছেন। এখানে এই অনুবাদ কথাটি একটু বুঝান যাইতেছে। ইহা মীমাংসা-দর্শনের কথা। মীমাংসাদর্শনে বেদকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা "অপৌরুষেয়বাক্যং বেদঃ স চ বিধিমন্ত্রনামধেয় নিষেধার্থবাদ ভেদাৎ পঞ্চবিধঃ" অর্থাৎ বেদ বলিতে অপৌরুষেয় বাক্যই বুঝায়, সেই বেদ বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ, এবং অর্থবাদ ভেদে পাঁচ প্রকার। এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত সমস্ত বেদই "প্রয়োজনবদর্থপর্য্যবসায়ী" অর্থাৎ প্রয়োজনবিশিষ্ট অর্থেই পর্য্যবসিত হইতেছে। অর্থাৎ বেদের কোন ভাগই নিরর্থক নহে। এই কর্ম্মমীমাংসার "অর্থবাদ" তিন প্রকার।

অর্থবাদ "প্রাশস্ত্যনিন্দান্যতরপরবাক্যমর্থবাদঃ তস্য চ লক্ষণয়া প্রয়োজনবদর্থপর্য্যবসানম্" অর্থাৎ প্রশংসা কিম্বা নিন্দাপর বেদবাক্যই অর্থবাদ। অভিপ্রায় এই যে, যে বেদবাক্য লক্ষণাদ্বারা বিধেয়ের স্তুতি এবং নিষেধের নিন্দাবোধন করাইয়া বিধির কিম্বা নিষেধের অনুগত হয় তাহাকেই অর্থবাদ বলে। এই অর্থবাদ বাক্যের নিজ অর্থে কোন তাৎপর্য্য নাই। তাই মীমাংসাশাস্ত্রে এই অর্থবাদকে "বিধিশেষো নিষেধ শেষশ্চ" অর্থাৎ বিধ্যনুগত, এবং নিষেধানুগত বলা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা—"বায়ুর্ব্বৈক্ষেপিষ্ঠাদেবতা" অর্থাৎ বায়ুদেবতা অতিশয় ক্ষেপণশীল। এই বাক্যটী বায়ুদেবতার স্তুতিপর অর্থবাদ। ইহার তাৎপর্য্য "বায়ব্যাং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ" অর্থাৎ "ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তি বায়ুযাগে শ্বেত ছাগ আলভন করিবে" এই বায়ুযাগবিধিরই বোধক। যেমন "সোঽরোদীৎ যদরোদীৎ তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বং,যদশ্রুশীর্য্যত তদ্রজতমভবৎ" অর্থাৎ সেই রুদ্র (রুদ্র) রোদন করিয়াছিল, যাহা রোদন করিয়াছিল সেই রুদ্রের রুদ্রত্ব, যাহা বিশীর্ণ হইয়াছিল তাহা রজত হইয়াছিল' ইত্যাদি বাক্যটী রজতনিন্দাপর অর্থবাদ। ইহার তাৎপর্য্য "বর্হির্ষি রজতং ন দেয়ম্" অর্থাৎ যজ্ঞে রজত দক্ষিণা দিবে না,

পদার্থা দ্বাক্যার্থস্যৈক্যস্য ভেদো নাভিমতো ভেদাভেদো বা ॥ তথা সতি তস্য মিথ্যাত্বাদ্যাপত্তেঃ ॥২৫॥

এই রজত দান নিষেধেই বোধক। কেন না মীমাংসকদিগের মতে সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য ক্রিয়াপর, যে সকল বেদবাক্যে ক্রিয়াবোধক লিঙ্ লোট্ তব্যাদি প্রত্যয় নাই সেই সকল সিদ্ধবাক্য অর্থবাদ মাত্র। এই অর্থবাদ তিন প্রকার যথা—গুণবাদ, অনুবাদ, ভূতার্থবাদ। "বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে। ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ॥ অর্থাৎ প্রমাণান্তরের দ্বারা বিরোধে যে অর্থবাদ তাহাকে গুণবাদ বলা যায়। যেমন, "আদিত্যো যূপঃ" অর্থাৎ যুপকাষ্ঠই আদিত্য, এই বাক্যটী প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বিরুদ্ধ, কেন না যুপকাষ্ঠটী সূর্য্য নহে অথচ এই যুপকে সূর্য্য বলিয়া স্তুত করা হইতেছে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা আদিত্যের ন্যায় উজ্জলস্বরূপ গুণবিশিষ্ট এই যুপকাষ্ঠ। আর প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের দ্বারা অবগত বিষয়টীকে যদি পুনরায় শব্দদ্বারা কীর্ত্তন করা যায়, তাহা হইলে তাদৃশ অর্থবাদকে অনুবাদ বলা যায়। যেমন "অগ্নির্হিমস্য ভেষজম" অর্থাৎ হিমের ঔষধ অগ্নি, এই বাক্যের বিষয়টী প্রত্যক্ষদ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে। আর যে বাক্যটী প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের দ্বারা বিরুদ্ধ নহে অথচ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের দ্বারা অবগতও হওয়া যায় না, এতাদৃশ অর্থবাদ ভূতার্থবাদ। যথা—"ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ" অর্থাৎ ইন্দ্র বৃত্রের প্রতি বজ্র উত্তোলন করিয়াছিলেন, এই বাক্যটীর বিষয় প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা বিরুদ্ধও নহে, অথচ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা অবগতও হওয়া যায় না, ভারত রামায়ণাদি প্রসিদ্ধ। এইরূপে অর্থবাদটী ত্রিবিধ। এখানে শ্রীগ্রন্থকার ব্রহ্মের ধর্ম্মসমূহ যে অনুবাদ নামক অর্থবাদ নহে তাহাই বলিতেছেন—"শ্রুতিতোঽন্যেন তেষামপ্রাপ্তেঃ" তাৎপর্য্য এই যে অনুবাদ তাহাকেই বলা যায়, যাহা প্রমাণান্তরের দ্বারা জানা যায়; কিন্তু সত্যত্ব জ্ঞানত্ব আনন্দত্বাদি ব্রহ্মধর্ম্ম সমূহ, একমাত্র শ্রুতিপ্রমাণ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণদ্বারা অবগত হওয়া যায় না, সুতরাং ব্রহ্মধর্ম্ম সমূহ শাস্ত্রের অনুবাদ কথন নহে ॥ ২৪॥

বঙ্গানুবাদ—নির্ব্বিশেষ মায়াবাদী শোধিত "তৎ" "ত্বং" পদার্থজাত ঐক্যরূপ বাক্যার্থের ভেদ কিম্বা ভেদাভেদ স্বীকার করেন না। তাহা স্বীকার করিলে ঐ ঐক্যরূপ বাক্যার্থটী মিথ্যাদি দোষযুক্ত হইয়া পড়ে।

তাৎপর্য্যার্থ—নির্ব্বিশেষ মায়াবাদীগণ "তত্ত্বমসি" এই ছান্দোগ্য উপনিষদবাক্যের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা "তৎ" এবং "ত্বং" পদের অর্থশোধন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ "তৎ" পদের মুখ্য অর্থ যে ঈশ্বরগত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম এবং "ত্বং" পদের মুখ্য অর্থ যে জীবগত অল্পজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম, এই উভয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধচৈতন্যাংশে অবিরুদ্ধ ঐক্যরূপ অর্থই স্বীকার করেন। ইহাকেই "তৎ" "ত্বং" পদার্থের শোধন বলা যায়। এই প্রকার শোধিত "তৎ" "ত্বং" পদার্থের বাক্যার্থ হইল ঐক্য। এই "ঐক্য"টী ব্রহ্ম হইতে ভেদ অথবা ভেদাভেদ, ইহার কোনটী তাঁহারা স্বীকার করেন না। কারণ তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা। ঐ "ঐক্য"টীকে ভেদ বা ভেদাভেদ বলিয়া স্বীকার করিলে উহা মিথ্যা হইয়া পড়ে। সুতরাং তাঁহাদের মতে তাদৃশ "ঐক্য"টী ব্রহ্ম হইতে অভেদ। ২৫ ॥

মূলং,—তত্র বিশেষো ন চেৎ স্বপ্রকাশচিদ্ভানে ঐক্যস্যাভানং তদ্ভানস্য ভেদভ্রমাবিরোধিত্বমৈক্যভানস্য তদ্বিরোধিত্বঞ্চেত্যাদি ভেদকার্য্যং কথং স্যাৎ? তস্মাদবশ্যাভ্যুপেয়ো বিশেষঃ ।২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেই শুদ্ধব্রহ্মে যদি "বিশেষ" না থাকে, তাহা হইলে স্বপ্রকাশ চিদ্রূপ ব্রহ্মের প্রকাশেও ঐক্যের অপ্রকাশ, এবং স্বপ্রকাশ চিদ্‌ব্রহ্মের প্রকাশটী ভেদভ্রমের অবিরোধী, এবং "ঐক্য"ভাবটী ভেদ বিরোধী ইত্যাদি ভেদ কার্য্য কি প্রকারে সম্ভব হয়? অতএব ব্রহ্মে বিশেষ আছে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

তাৎপর্য্যার্থ—এখন গ্রন্থকার মায়াবাদীদিগেরও ব্রহ্মে "বিশেষ" স্বীকার করা কর্ত্তব্য তাহাই দেখাইতেছেন। "তত্র বিশেষো ন চেৎ" ইত্যাদি। অর্থাৎ মায়াবাদীর মতে ব্রহ্ম যদি নির্ব্বিশেষ স্বপ্রকাশ চিন্মাত্রই হন তাঁহাতে যদি কোন "বিশেষ" না থাকে, আর পূর্ব্বোক্ত জীবব্রহ্মের "ঐক্য"টীও যদি স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম হইতে অভেদই হয়, তাহা হইলে সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই চিৎপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঐক্যটীও প্রকাশ পাইবে। কেন না তাহাদের

মুলং—স চ বস্তুভিন্নঃ স্বনির্ব্বাহকশ্চেতি নানাবস্থেতি। তস্য তাদৃক্ত্বং ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণসিদ্ধং বোধ্যম্॥ ২৭॥

মতে স্বপ্রকাশ চিদ্রূপ ব্রহ্মের সর্ব্বত্রই প্রকাশ আছে। নতুবা স্বপ্রকাশতার হানি হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই,—স্বপ্রকাশ চিদ্‌ব্রহ্ম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তদভিন্ন ঐ "ঐক্য"টীর প্রকাশ হয় না কেন? "ঐক্য"টী প্রকাশ পাইলে আর ভেদভ্রম থাকে না। মায়াবাদমতে চিৎপ্রকাশেও দ্বৈতভ্রম নিবর্ত্তিত হয় না, চিৎপ্রকাশের সহিত দ্বৈতভ্রমের বিরোধ নাই। ঐক্যপ্রকাশেই দ্বৈতভ্রম নিবর্ত্তিত হয়; "ঐক্য" প্রকাশই দ্বৈতভ্রমের বিরোধী। গ্রন্থকার বলিতেছেন, ইহা কেন হয় অর্থাৎ চিৎপ্রকাশে ও তদভিন্ন ঐক্যের অপ্রকাশ, চিৎপ্রকাশেও ভেদভ্রমের অনিবৃত্তিহেতু ভেদভ্রমের অবিরুদ্ধতা, "ঐক্য" প্রকাশেই ভেদভ্রমের নিবৃত্তিহেতু ভেদভ্রমের বিরোধিতা, এই তিনটী ভেদকার্য্য, মায়াবাদীর মতে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতব্রহ্মে কোথা হইতে আসিল?

এখানে এইপ্রকার আরও তর্ক উত্থাপিত করা যায়। যথা—ব্যবহারদশায় ভ্রমাধিষ্ঠানরূপে চৈতন্যের ভান (প্রকাশ) সর্ব্বদাই আছে, ইহা মায়াবাদীর মত। কিন্তু তদভিন্ন তর্থাৎ চৈতন্য অভিন্ন আনন্দ আদির অপ্রকাশ তাহার কারণ কি?

এই ভেদকার্য্য কিরূপে সম্ভব হয়? অতএব "বিশেষ" অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অভেদেঽপি ভেদব্যপদেশো জলকল্লোলবৎ" অচিন্ত্য ব্রহ্মতত্ত্বে এই "অভেদে ও ভেদব্যবহারটী" বেদান্তসূত্রেও সমর্থিত হইয়াছে যথা—"উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ" অর্থাৎ কুণ্ডলাত্মসর্প হইতে কুণ্ডল অর্থাৎ সর্পের সংস্থিতি বিশেষটী অভিন্ন হইলেও অহির বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, তদ্বৎ ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মধর্ম্ম জ্ঞানানন্দাদি অভিন্ন হইয়াও বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। শ্রীমহাভারতেও ভীষ্মস্তবে শ্রীভগবান্‌কে বিশেষাত্মকরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যথা—"অব্যক্তবুদ্ধ্যহঙ্কারমনোভূতেন্দ্রিয়াণি চ। তন্মাত্রাণি বিশেষশ্চ তস্মৈ তত্ত্বাত্মনে নমঃ"। ২৬॥

বঙ্গানুবাদ—সেই "বিশেষ"টী বস্তু হইতে অভিন্ন এবং নিজেই নিজের প্রকাশের কারণ। সুতরাং আর অনবস্থাদোষ হইল না। বিশেষের তাদৃশত্ব ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ হয় ইহাই বুঝিবে।

তাৎপর্য্যার্থ—এই যে, যদি বল যে বিজ্ঞানানন্দস্বরূপব্রহ্মে বিজ্ঞাতৃত্বাদিধর্ম্মের ভান বিশেষ বলেই হইল, কিন্তু বিশেষটী কাহার বলে হইবে অর্থাৎ বিশেষের হেতু কি? যদি বল অন্য কোনও বিশেষই তাহার কারণ, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ হইবে। গ্রন্থকার তাহার উত্তরে বলিতেছেন "বিশেষ" নিজেই নিজের নির্ব্বাহক এবং বস্তুভিন্ন. ইহা ধর্ম্মিগ্রাহক ন্যায়ে সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ "এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যন্" ইত্যাদি শ্রুতি অথবা ব্যতিরেকানুমাণরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণবলেই বিশেষের স্বনির্ব্বাহকত্ব এবং বস্তুভিন্নত্ব সিদ্ধ হয়॥ ২৭।

মূলং—সচ পরমাত্মা হরিরস্মদর্থো বোধ্যঃ অহমাত্মগুড়াকেশেত্যাদিস্বাত্মাহমর্থয়োরভেদেন স্মরণাৎ। "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েত্যাদিশ্রুতৌ। অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরং। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহমিতি স্মৃতৌ চাবধৃত্যাচ শুদ্ধাত্মনোঽস্মদর্থত্বমুক্তং অতোঽন্তেপি স্থিতিবাক্ যুজ্যতে॥ ২৮॥

বঙ্গানুবাদ—সেই এই পরমাত্মা শ্রীহরি অস্মদর্থ ইহাই বুঝিবে। "অহম্প্রত্যয়সিদ্ধোঽস্মদর্থঃ" অর্থাৎ অহং ইত্যাকারজ্ঞানসিদ্ধ যাহা তাহাই অস্মদর্থ। এই অহংত্ব ধর্মটী আত্মনিয়ত ধর্ম্ম। ইহা জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়তেই আছে। পরমাত্মাতে যে অহংত্ব আছে তাহার প্রমাণ যথা—শ্রীগীতায় ভগবান বলিতেছেন যথা "হে গুড়াকেশ! আমিই আত্মা" ইত্যাদি গীতাবাক্যে "আত্মা এবং অহং" এই উভয়ের অর্থই অভেদরূপে বলা হইয়াছে। যদি বল অহংতত্ত্ব প্রকৃতিরই বিকার আত্মাতে অধ্যস্ত হয়, শুদ্ধ আত্মাতে অহংত্ব নাই, ইহার উত্তরে গ্রন্থকার শ্রুতিপ্রমাণ দিতেছেন যথা—"সেই পরমাত্মা কামনা অর্থাৎ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব আমি প্রজাত হইব "ইত্যাদি। অর্থাৎ এই যে সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতিক্ষোভের পূর্ব্বে যখন প্রকৃতি মহত্তত্ত্বাদি উৎপাদন করে নাই সেই সময় শুদ্ধপরমাত্মাই "আমি বহু হইব" ইত্যাদি ইচ্ছা করায়, শুদ্ধ পরমাত্মাতে যে অহং তাহা প্রকৃতির বিকার,

মূলং—অতএব প্রপন্নমায়ানিরাসকতা মুক্তপ্রাপ্যতা চ তস্যোক্তা "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাংতরন্তি তে" ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিত্যাদৌ।

তস্মাদহমর্থঃ পরমাত্মা বিশুদ্ধঃ। স এব কর্ত্তা ভোক্তাচ বোধ্যঃ 'স বিশ্ব কৃদ্বিশ্ব কৃদাত্মযোনি" রেষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা 'সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণাবিপশ্চিতেতি শ্রুতেঃ"।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যাপ্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ইতিস্মৃতেশ্চ। ভক্ত্যাপ্রযচ্ছতীত্যুক্তে র্ভক্তেচ্ছয়ৈব তস্যপূর্ণস্যাপি-বুভুক্ষোদয়োহভিমতঃ, তস্যতাদৃশত্বঞ্চ "স্বেচ্ছাময়স্যেতি" ব্রহ্মোক্তেঃ॥ ২৯॥

অ হঙ্কার নহে। ইহা অপ্রাকৃত শুদ্ধ আত্মধর্ম্ম, প্রকৃতির বিকার জড় অহঙ্কার হইতে পৃথক। কারণ তখন প্রকৃতির ক্ষোভ না হওয়ায় প্রাকৃত অহঙ্কারের সৃষ্টি হয় নাই।

শ্রীভাগবতেও বলিয়াছেন যথা—সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম অন্য কোন কার্যকারণ ছিল না, প্রকৃতিও আমাতে লীন ছিল, সৃষ্টির পর এই বিশ্ব যাহা কিছু তাহা আমিই অবশেষ যাহা থাকিবে তাহাও আমি। এই ভাগবতবাক্যে তিনবার "অহং শব্দ এবং এব শব্দ" দ্বারা অবধারণার্থ সূচনা করিয়া শুদ্ধাত্মার অস্মদর্থত্বই উক্ত হইল। এবং অন্তেস্থিতিবাক্ দেখান হইল অর্থাৎ "অবশেষেও আমি" বলায় অহঙ্কারের কোনও সময়েই নিবৃত্তি নাই,অন্তেতে তার স্থিতি নির্দ্ধারিত হইল। ২৮॥

বঙ্গানুবাদ—অতএব তাদৃশ অহঙ্কারবিশিষ্ট পরমাত্মাই মুক্তজনের প্রাপ্য এবং আশ্রিতজনের মায়া-নিরাসক। (তাৎপর্য্য এই যে মুক্তজনের যাহা প্রাপ্য তাহা মায়িক হইতে পারে না, এবং যাহা মায়ার নিরাসক তাহা মায়া হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম্মই হইবে, সুতরাং যে অহঙ্কার মায়ার নিরাসক এবং মুক্তজনের প্রাপ্য তাহা মায়িক অহঙ্কার নহে) যথা শ্রীগীতায়—হে অর্জ্জুন! যে সকল ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় করে তাহারা এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়। তদনন্তর তত্ত্বত আমাকে অবগত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

মূলং—স চ পুরুষোত্তমঃ ক্বচিদ্দ্বিভুজঃ ক্বচিচ্চতুর্ভুজঃ ক্বচিদষ্টভুজশ্চ পঠ্যতে। তত্র দ্বিভুজো যথা অথর্ব্বমূর্দ্ধ্নি "সৎপুণ্ডরীকনয়নমিত্যাদি" প্রকৃত্যা সহিতঃ শ্যামঃ পীতবাসা জটাধরঃ। দ্বিভুজঃ কুণ্ডলী রত্নমালী ধীরো ধনুর্ধর ইতি। তৈত্তিরীয়কে চ—দশহস্তাঙ্গুলয়ো দশপদ্যাদ্বাবুরূদ্ধৌবাহূ আত্মৈব পঞ্চবিংশক ইতি। রহস্যাম্নায়েচ—পাণিভ্যাং শ্রিয়ং সংবহতীত্যাদিনা। শ্রীসাত্বতে চ—নাদাবসানে গগনে দেবোহনন্তঃ সনাতনঃ। শান্তঃ সম্বিৎস্বরূপস্তু ভক্তানুগ্রহকাম্যয়া॥

ইত্যাদি। সুতরাং বিশুদ্ধ পরমাত্মা অস্মদর্থ, তিনিই কর্ত্তা, তিনিই ভোক্তা ইহাই বুঝিবে। অর্থাৎ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব মায়িক ধর্ম্ম নহে, ইহা শুদ্ধ চিদ্গত পরমাত্মধর্ম্ম। শ্রুতি যথা—তিনিই বিশ্বকৃৎ, অন্যান্য বিশ্বকৃৎ ব্রহ্মাদি জীবের উপাদান," এই দেবই বিশ্বকর্ম্মা তিঁনিই মহাত্মা" 'সেই মুক্ত জীব সর্ব্বদ্রষ্টা ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কামনা ভোগ করিয়া থাকে। (এখানে "ব্রহ্মণাসহ" এই বাক্যে ব্রহ্মেরই মুখ্য ভোক্তৃত্ব এবং জীবের গৌণ ভোক্তৃত্ব সূচিত হইল)। শ্রীগীতায় ভগবান বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন! ভক্তিযুক্ত যে ব্যক্তি আমাকে পত্র পুষ্প ফল জল যাহা অর্পণ করে, আমি সেই প্রযতাত্মা অর্থাৎ শুদ্ধদেহ শুদ্ধমনা ভক্তের ভক্ত্যুপহৃত সেই সমস্তই ভোজন করিয়া থাকি। এখানে "ভক্ত্যাপ্রযচ্ছতি" অর্থাৎ ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করে" এই উক্তি বশতঃ সেই সর্ব্বথা পরিপূর্ণ ভগবানের যে বুভুক্ষা অর্থাৎ ভোজনেচ্ছা সেটী ভক্তের ইচ্ছাবশতই হয় ইহাই সিদ্ধান্ত। শ্রীভগবানের তাদৃশত্ব অর্থাৎ পরিপূর্ণ হইয়াও ভক্তার্পিত দ্রব্য গ্রহণে ইচ্ছা ইহা তাঁহার নিজজনের ইচ্ছাবশতঃ হয়। ব্রহ্মা ভগবান্‌কে স্তুতি করিয়া বলিয়াছেন তুমি স্বেচ্ছাময়। সুতরাং ভক্তের ইচ্ছায় স্বেচ্ছাময় হরিরও ইচ্ছার উদয় হয়। (বিলীন স্মারবিকারস্য পুংসো বনিতাকটাক্ষ ইব তদ্বিকার প্রকাশঃ" অর্থাৎ বিলীন কামবিকার পুরুষের বনিতাকটাক্ষে যেমন কামবিকার প্রকাশ প্রায়, সেই প্রকার ভক্তেচ্ছানুসারী সত্যসঙ্কল্প হরির ক্ষুৎপিপাসাদি প্রকাশ পায়। স্বেচ্ছাময় শব্দের তাৎপর্য্য, স্বীয়ানাং ভক্তানাং যা ইচ্ছা তন্ময়স্য তদধীনস্য" অর্থাৎ স্বীয় ভক্তের ইচ্ছাধীন ভগবান)। ২৯॥

অনৌপম্যেন বপুষা হ্যমূর্ত্তো মূর্ত্ততাং গতঃ। বিশ্বমাপ্যায়য়ন্ কান্ত্যা পূর্ণেন্দ্বযুত তুল্যয়া॥ বরদাভয়দেনৈব শঙ্খচক্রাঙ্কিতেন চ। ত্রৈলোক্যধৃতিদক্ষেণ যুক্তপাণিদ্বয়েন স ইতি॥ সঙ্কর্ষণেচ পুরুষোত্তমস্য দেবস্য বিশুদ্ধস্ফটিকত্বিষঃ। সমপাদস্য তস্যৈব হ্যেকবক্ত্রস্য সংস্থিতিঃ॥ বরদাভয়হস্তৌ দ্বাবপবৃত্তাখ্যকর্ম্মণ ইতি॥ ৩০॥

মূলং—চতুর্ভুজো যথা বিষ্বক্সেন সংহিতায়াং—অপ্রাকৃততনুর্দেবোনিত্যাকৃতি ধরো যুবা। নিত্যাতীতো জগদ্ধাতা নিত্যৈ মুক্তৈশ্চ সেবিতঃ॥ বদ্ধাঞ্জলিপুটৈ হৃষ্টৈর্নির্ম্মলৈ র্নিরুপদ্রবৈঃ। চতুর্ভুজঃ শ্যামলাঙ্গঃ শ্রীভূলীলাভিরন্বিতঃ॥ বিমলৈর্ভূষণৈর্নিত্যৈর্ভূষিতো নিত্যবিগ্রহঃ। পঞ্চায়ুধৈঃ সেব্যমানঃ শঙ্খচক্র ধরোহরিঃ ইতি॥ শ্রীদশমে চ—তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধং। শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগমিতি॥ শ্রীগীতাসুচ—তেনৈবরূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ইতি। অষ্টভুজো যথা চতুর্থে—পীনায়তাষ্ট ভুজমণ্ডলমধ্যলক্ষ্ম্যা স্পর্দ্ধশ্রিয়াপরিবৃতো বনমালয়াদ্যঃ। বর্হিস্মতঃ পুরুষ আহ সুতান্ প্রপন্নান্ পর্জ্জন্যনাদ রুতয়া সঘৃণাবলোক ইতি॥ আনন্দাখ্যসংহিতায়াস্তু রূপত্রয়মুক্তং—স্থূলমষ্টভুজং প্রোক্তং সূক্ষ্মঞ্চৈব চতুর্ভুজং। পরন্তু দ্বিভুজং প্রোক্তং তস্মাদেতত্ত্রয়ং যজেদিতি॥ ৩১॥

মূলং—এতানি রূপাণি ভগবতি বৈদুর্য্যমণিবদ্ যুগপন্নিত্যাবির্ভূতানি বিভান্তি। তেষু চারুত্বাধিক্যাৎ কৃৎস্নগুণব্যক্তেশ্চ দ্বিভুজস্য পরত্ব মুক্তং নতু বস্তন্যত্বমস্তি "নেহ নানাস্তি কিঞ্চনে" ত্যাদিবচনাৎ।

যত্তু মন্যন্তে পরমব্যোম্নি নিত্যোদিতঞ্চ চতুর্ভুজং রূপং পরং দ্বিভুজাদিরূপন্তু শান্তোদিত মপরমিতি তৎখল্ববিচারিতাভিধানমেব। সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ

বঙ্গানুবাদ—সেই পুরুষোত্তম শ্রীহরি শাস্ত্রে কোথাও দ্বিভুজ, কোথাও চতুর্ভুজ, কোথাও অষ্টভুজ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তার মধ্যে দ্বিভুজ যথা—অথর্ব্ববেদের শিরভাগে—"প্রফুল্লিতপদ্মনয়ন" ইত্যাদি। প্রকৃতি অর্থাৎ নিজশক্তি শ্রীজানকীসহ শ্যামবর্ণ পীতবাস জটাধর, দ্বিভুজ কুন্তলধারী রত্নমালাধারী ধীর এবং ধনুর্ব্বাণধারী। ইত্যাদি। তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে যথা—দশহস্তাঙ্গুলী দশপদাঙ্গুলী দুই উরু দুই বাহু এবং হৃদয় অর্থাৎ মধ্যভাগ এই পঞ্চবিংশক। ইত্যাদি। শ্রীসাত্বতে যথা—নাদের অবসানে আকাশে অনন্ত সনাতন দেব শান্তজ্ঞানস্বরূপ ভগবান্, অমূর্ত্ত অর্থাৎ প্রাকৃতমূর্ত্ত রহিত হইয়াও ভক্তানুগ্রহবশতঃ উপমারহিত অপ্রাকৃত বিগ্রহে মূর্ত্ততা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অযুত পূর্ণচন্দ্রতুল্য কান্তি দ্বারা বিশ্বকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। বরদান অভয়দানকারী শঙ্খচক্রাঙ্কিত এবং ত্রৈলোক্য ধারণে দক্ষপাণিযুগলের দ্বারা। ইত্যাদি। সঙ্কর্ষণে যথা—সেই অপবৃত্তাখ্যকর্ম্মা বিশুদ্ধস্ফটিকতুল্যকান্তি সমপাদ (দ্বিপাদ) একবক্ত্র পুরুষোত্তমদেবের সংস্থিতি তাঁহার বরদানকারী এবং অভয়দানকারী দুই হস্ত। ইত্যাদি॥ ৩০॥

বঙ্গানুবাদ—চতুর্ভুজ যথা—বিষ্বকসেনসংহিতায়—অপ্রাকৃতদেহ নিত্যাকৃতিধারী নিত্যযৌবন নিত্যাতীত জগদ্ধাতা সেই দেব, বদ্ধাঞ্জলিপুট হৃষ্ট শুদ্ধসেবাতৎপরতাদ্বারা নির্ম্মল মঙ্গলরূপ নিরুপদ্রব নিত্যমুক্ত পার্শ্বদগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন। সেই শ্যামঅঙ্গ চতুর্ভুজ শ্রী, ভূ, লীলাশক্তিসমন্বিত, নিত্য নির্ম্মল ভূষণ সমূহদ্বারা ভূষিত নিত্যবিগ্রহ, পঞ্চায়ুধদ্বারা সেব্যমান এবং শঙ্খচক্রধারী ইতি। শ্রীভাগবতে দশমে—সেই শঙ্খগদাদি আয়ুধযুক্ত চতুর্ভুজ শ্রীবৎসচিহ্নিত গলদেশে কৌস্তুভশোভিত পীতবসন গাঢ় মেঘসুন্দরবপু পদ্মনয়ন সেই অদ্ভুত বালককে বসুদেব দেখিয়াছিলেন। শ্রীগীতাতে যথা—হে বিশ্বমূর্ত্তে সহস্রবাহো! পূর্ব্ববৎ চতুর্ভুজ হও। শ্রীভাগবতে চতুর্থে—অষ্টভুজ যথা—পীনায়াত অষ্টভুজের মধ্যস্থিত লক্ষ্মীর সহিত স্পর্দ্ধাশীল শোভমানা বনমালায় পরিবৃত সেই আদ্যপুরুষ ভগবান কৃপাদৃষ্টিযুক্ত হইয়া মেঘগম্ভীরসদৃশ গম্ভীর বাক্যের দ্বারা প্রাচীন বর্হির পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন। আনন্দসংহিতায় যথা—অষ্টভুজ স্থূল বলিয়া কথিত হইয়াছে। চতুর্ভুজ সূক্ষ্ম কিন্তু দ্বিভুজ রূপটী পর অর্থাৎ মূল কারণস্বরূপ, তদ্ধেতু এই তিন রূপকেই যজন করিবে। ইতি। ৩১॥

দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ। পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিতাঃ "ইতি মহাবরাহোক্তি ব্যাকোপাৎ। পরন্তু দ্বিভুজমিতিকণ্ঠোক্তিবিরোধান্মায়িসিদ্ধান্তা-পত্তেশ্চ ॥*

ভেদহীনেম্বেব তেষু রূপেম্বংশিত্বাংশত্বাদিকং শক্তিব্যক্তিতারতম্যসব্যপেক্ষ্যমাহুঃ যদুক্তং বৃদ্ধৈঃ "শক্তের্ব্যক্তিস্তথাঽব্যক্তি স্তারতমস্য কারণমিতি ॥৩২

বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্ভুজাদি রূপসমূহ শ্রীভগবানে বৈদুর্য্যমণির ন্যায় যুগপৎ নিত্য আবির্ভূত হইয়া শোভা পাইয়া থাকে। "মণির্যথাবিভাগেন নীলপীতাদিভি-র্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ"। সেই চতুর্ভুজাদি রূপসমূহের মধ্যে চারুতার অর্থাৎ মাধুর্য্যের আধিক্য বশতঃ এবং সমগ্র গুণের প্রকাশবশতঃ দ্বিভুজেরই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ "পরন্তু দ্বিভুজং প্রোক্তম্" এই উপরি উক্ত বাক্যে যে দ্বিভুজের পরত্ব বলা হইয়াছে, তাহা মাধুর্য্যগুণে এবং সমগ্র গুণাভিব্যঞ্জকত্বরূপে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বস্তু পৃথক্ নহে। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মে নানা অর্থাৎ পৃথক্ কিছু নাই। যদি এই বল, যে পরম-ব্যোম শ্রীবৈকুণ্ঠে নিত্যপ্রকাশিত চতুর্ভুজরূপ মূলস্বরূপ পররূপ, আর দ্বিভুজাদি অংশ জগতে প্রকটহেতু অপর। ইহার উত্তর,—এই প্রকার কথন অবিচারিত, যথা "পরমাত্মার সমস্ত দেহই নিত্যসত্য প্রাকৃত হেয়োপাদান-রহিত, কদাপি মায়াজাত নহে। সমস্তই পরমানন্দময় বিশুদ্ধ— জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বদোষবর্জ্জিত, নিখিলকল্যাণগুণপূর্ণ, ইত্যাদি মহাপুরাণবাক্য কুপিত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ শ্রীভগবদ্বিগ্রহ সমস্তই "নিত্যোদিতবিগ্রহ"। দ্বিভুজরূপকে "শান্তোদিত" অপর রূপ বলিলে পূর্ব্বোক্তে "পরন্তুদ্বিভুজং" এই বাক্য বিরোধ হয় এবং মায়ী অর্থাৎ মায়াবাদীর সিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে।

সমস্ত ভগবদ্রূপ ভেদহীন হইলেও, সেই অভিন্ন রূপ-সমূহ মধ্যেও অংশিত্ব অংশত্ব বিভূতিত্বাদি, শক্তিপ্রকাশের তারতম্যকেই অপেক্ষা করিয়া হয়। যথা লঘুভাগবতামৃতে —শক্তির প্রকট এবং অপ্রকটই এই অংশিঅংশের তারতম্যের কারণ ॥৩২॥

* মায়িকধ্বান্তস্পর্শাপত্তেশ্চেতিপাঠঃ কুত্রচিৎ।

মূলং—স চ পুরুষোত্তমঃ শ্রীপতির্বোধ্যঃ। "শ্রীশ্চলক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবিতি যজুঃশ্রুতেঃ" কমলাপতয়ে নমঃ রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমোনমঃ। রমা ধরায় রামায় চেত্যথর্ব্বণশ্রুতিশ্চ। পূর্ব্বত্র শ্রী র্গীর্দেবী লক্ষ্মীস্তু রমাদেবীতি ব্যাখ্যাতারঃ॥

নমু "নেহনানাস্তিকিঞ্চনেত্যাদি" শ্রবণান্ন ব্রহ্মণি কশ্চিল্লক্ষ্ম্যাদিরূপো বিশেষঃ শক্যো মন্তুং, কিন্ত্বঙ্গীকৃতমায় শ্চায়ং বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি স্তাদৃশ্যৈব লক্ষ্ম্যা গিরাচ যুজ্যতে, ইতিচেদ্ভ্রান্তমেতৎ বহ্ন্যুষ্ণ-তেব স্বরূপাভিন্নাপরাখ্য শক্তি র্ব্রহ্মণ্যস্তি "পরাস্যে-ত্যাদিশ্রুতেঃ সৈব তস্য লক্ষ্মী র্গীর্দেবীচেতি স্বীকার্য্যং। "প্রোচ্যতে পরমেশো যো যঃ শুদ্ধোপ্যুপচারতঃ। প্রসীদতু স নো বিষ্ণুরাত্মা যঃ সর্ব্বদেহিনামিতি" শ্রীবৈষ্ণবাৎ। "অপরস্ত্বক্ষরং যা সা প্রকৃতি র্জড়-রূপিণী। শ্রীঃ পরাপ্রকৃতিঃ প্রোক্তা চেতনা বিষ্ণু-সংশ্রয়েতিস্কান্দাচ্চ। সরস্বতীং নমস্যামি চেতনাং হৃদিসংস্থিতাম্। কেশবস্য প্রিয়াং দেবীং শুক্লাং ক্ষেমপ্রদাং নিত্যামিতিস্কান্দে গীঃ স্তোত্রাচ্চ। ইত্থঞ্চ পূর্ব্বপক্ষো নিরস্তঃ॥ ৩৩॥

বঙ্গানুবাদ—সেই পুরুষোত্তমকে শ্রীপতি বলিয়াই জানিবে। যথা যজুঃ শ্রুতি "শ্রী এবং লক্ষ্মী পত্নীদ্বয়"। কমলার পতিকে নমস্কার, রমার মানসহংস গোবিন্দকে নমস্কার করি। রমাপতি রামকে নমস্কার করি, ইত্যাদি অথর্ব্বশ্রুতি। ইহার মধ্যে অর্থাৎ "শ্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ" এই বাক্যে, পূর্ব্ব শ্রী শব্দে গীর্দেবী অর্থাৎ স্বরস্বতী; এবং লক্ষ্মী শব্দে রমাদেবী,এই প্রকার ব্যাখ্যা প্রাচীনেরা করেন।

যদি বল "এই ব্রহ্মে নানা কিছুই নাই" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে ব্রহ্মে লক্ষ্মী আদি রূপ কোন বিশেষ স্বীকার করিতে পার না, কিন্তু শুদ্ধ চিদ্‌ব্রহ্ম মায়া অঙ্গীকার করত বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি হইলে তখনই তাদৃশী লক্ষ্মী সরস্বতী যুক্ত হন ইতি। ইহার উত্তরে শ্রীগ্রন্থকার বলিতেছেন, এই প্রকার কথন ভ্রান্তিপূর্ণ,

মূলং—নন্নু "নেহনানাস্তিকিঞ্চনেতি" নির্ব্বিশেষত্ব মুক্তং, মৈবং, ইহ যদস্তি তন্নানা ন কিন্তু স্বরূপানু-বন্ধ্যেবেতি, তত্রৈব বিশেষপ্রত্যয়াৎ "শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চেত্যাদেঃ প্রামাণ্যাচ্চ। লক্ষ্ম্যা এব রূপান্তরম্ গীর্দ্দেবীতি মন্তব্যম্। সন্ধ্যারাত্রিঃ প্রভা ভূতি র্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতীতি শ্রীবৈষ্ণবে তস্যা বিশেষণাৎ। কিঞ্চ "হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে" ইতি তত্রৈব ত্রিবৃৎ পরা কীর্ত্ত্যতে। তত্র সম্বিৎ প্রধানা বৃত্তি র্গীর্দেবী হ্লাদপ্রধানা তু লক্ষ্মী রনয়ো পূর্ব্বাতূত্তরানুগুণা বোধ্যা *। সম্বিদঃ সুখানুধাবন প্রসিদ্ধেঃ ॥ ৩৪ ॥

কারণ—বহ্নির উষ্ণতা যেমন বহ্নির স্বরূপ হইতে অভিন্ন এই প্রকার পরব্রহ্মের পরাশক্তিও পরব্রহ্মের স্বরূপ হইতে অভিন্ন। "পরাস্যশক্তিঃ" ইত্যাদি শ্রুতি পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেই পরব্রহ্মের পরাশক্তিই লক্ষ্মী এবং সরস্বতী ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন যথা—যিনি শুদ্ধ অর্থাৎ ভেদরহিত হইয়াও উপচার বশতঃ অর্থাৎ ভেদ বিবক্ষায় পরমা লক্ষ্মীর ঈশ বলিয়াই প্রসিদ্ধরূপে কথিত হয়েন, সেই সর্ব্বজীবের আত্মস্বরূপ বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। স্কন্দপুরাণেও বলিতেছেন যথা—অপর আর একটী অক্ষর আছে যাহা জড়-রূপা প্রকৃতি। আর চেতনরূপা যে প্রকৃতি তিনি বিষ্ণুসংশ্রয়া এবং পরা তিনিই শ্রী। স্কন্দপুরাণে সরস্বতী স্তোত্রে যথা—সর্ব্বজীবহৃদয়স্থিতা, চৈতন্যরূপিণী, এবং কেশবের প্রিয়া, শুক্ল, মঙ্গলদায়িনী, নিত্যা, সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করি। ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইল ॥৩৩॥

বঙ্গানুবাদ—যদি বল নেহনানাস্তিকিঞ্চন অর্থাৎ এই ব্রহ্মে নানা কিছুই নাই, ইত্যাদি শ্রুতি, ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন। উত্তরে শ্রীগ্রন্থকার বলিতেছেন তাহা নহে, উক্ত শ্রুতির অর্থ নির্ব্বিশেষ নহে, যথা—"ইহ" এই পরতত্ত্বে "যদস্তি" যাহা আছে "তন্নানা ন" তাহা নানা অর্থাৎ এই পরতত্ত্ব হইতে পৃথক নহে।

"পূর্ব্বাতূত্তরানুগুণৈর্বোধ্যা" কুত্রচিৎপাঠঃ।

মূলং—লক্ষ্ম্যা ভগবদভেদাদেব তদ্বত্তস্যা ব্যাপ্তিশ্চ তত্রৈব স্মর্য্যতে। নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ

তাহা পরতত্ত্বের স্বরূপানুবন্ধি বিশেষ। যেহেতু সেই পরতত্ত্বে বিশেষ আছে। (ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে) এবং শ্রী এবং লক্ষ্মী ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণেও পরতত্ত্বে বিশেষ আছে, ইহাই নিরূপণ করিতেছেন। এখানে গীর্দেবী অর্থাৎ সরস্বতীদেবীকে লক্ষ্মীরই রূপান্তর বলিয়া জানিবে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, ভূতি, মেধা, শ্রদ্ধা, সরস্বতী, ইত্যাদি লক্ষ্মীর বিশেষণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আরও ধ্রুবস্তবে ধ্রুব শ্রীভগবান্‌কে বলিতেছেন*। হে ভগবন্! সর্ব্বসংস্থিতি স্বরূপ তোমাতে আহ্লাদিনী সন্ধিনী (সত্তা) সম্বিৎ (জ্ঞান) রূপিণী একটী অব্যভিচারিণী শক্তি আছে। প্রাকৃত গুণরহিত তোমাতে হ্লাদকরী তাপকরী এবং মিশ্ররূপা মায়াশক্তি নাই। উক্ত বিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যে এক পরাশক্তিকেই ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ত্র্যাত্মিকা বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে সরস্বতীকে সম্বিৎপ্রধানা বৃত্তি আর লক্ষ্মীকে আহ্লাদপ্রধানা বৃত্তি বলিয়া জানিবে। এই সরস্বতী এবং লক্ষ্মীর মধ্যে পূর্ব্বা অর্থাৎ সরস্বতীকে উত্তরার অর্থাৎ লক্ষ্মীর অনুগুণা বলিয়া বুঝিবে। যে হেতু সম্বিৎটী সুখেরই অনু-গমন করে ইহাই প্রসিদ্ধ।

* **তাৎপর্য্য**। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীধ্রুবস্তবে "হ্লাদিনী ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত এক পরাশক্তিকেই ত্রিবিধা বলা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে একই পরতত্ত্ব ভগবান্ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সুতরাং একই পরাশক্তি সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপিনী। অর্থাৎ সদ্রূপিনী সন্ধিনী, চিদ্রূপিনী সম্বিৎ, আনন্দ রূপিনী হ্লাদিনী। যাবতীয় বিদ্যমান বস্তুর প্রতীতির কারণ একমাত্র সত্তা। যেমন বিদ্যমান ঘটের প্রতীতির কারণ ঘটসত্তা, এই প্রকার পটসত্তা মঠসত্তা প্রভৃতি, পট মঠ প্রভৃতি বস্তুর প্রতীতির কারণ, সত্তারহিত কোন বস্তুই হইতে পারে না। যাবতীয় সদ্বস্তুর যাবতীয় সত্তার প্রবৃত্তির কারণ পরম-সত্তারূপ শ্রীভগবান্‌ই। যে পরমসত্তার সত্তায় যাবতীয় সদ্বস্তুর সত্তা, তিনিই স্বয়ং সত্তারূপ ভগবান্। সেই ভগবান্ পরম সদ্রূপ হইয়াও যে শক্তির দ্বারা সত্তাধারণ করেন এবং যাবতীয় বস্তুর সত্তা ধারণ করান, সেইটী ভগবানের সর্ব্বদেশকালদ্রব্যাদি প্রাপ্তিকরী সন্ধিনীনাম্নী

শ্রীরনপায়িনী। যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণু স্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তমেতি॥ ততো ভেদে তু ব্যাপ্তিরিয়মপসিদ্ধান্তা ঘটেত, ইত্থঞ্চাস্যা জীবকোটিত্বং নিরস্তম্। এষা লক্ষ্মী র্হরিবদনন্তগুণা তত্রৈবোক্তা "ন তে বর্ণয়িতুং শক্তা গুণান্ জিহ্বাপি বেধসঃ। প্রসীদ দেবি পদ্মাক্ষি মা স্বাংস্ত্যাক্ষীঃ কদাচনেতি॥ ৩৫॥

শক্তি; আবার ভগবান্ স্বয়ং জ্ঞানরূপ হইয়াও যে শক্তির দ্বারা সম্যক্ জানেন এবং অপরকেও জানান সেইটী সম্বিৎশক্তি। ঐ প্রকার ভগবান্ স্বয়ং আনন্দরূপ হইয়াও যে শক্তি দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন এবং অপরকেও আনন্দ অনুভব করান সেই শক্তি আহ্লাদিনী বলিয়া কথিত হয়। এক পরাশক্তিই ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ত্র্যাত্মিকা অর্থাৎ তিনেতে তিনই আছে "ত্রীণ্যেকৈকং দ্বিধা কুর্য্যাৎ ত্র্যর্দ্ধানি বিভজেদ্দ্বিধা। তত্তন্মুখ্যার্দ্ধমুৎসৃজ্য যোজয়েচ্চ ত্রিরূপতা॥" অর্থাৎ প্রথমতঃ তিনটী বস্তুর প্রত্যেকটীকে সমান দুই অংশে বিভক্ত করিবে। পরে ঐ তিনটীর প্রথম অর্দ্ধাংশে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়কে তুল্য দুই অংশে বিভাগ করিয়া তাহার মুখ্যার্দ্ধ ত্যাগ করতঃ অন্য অর্দ্ধাংশ দুইটী একত্র করাকেই ত্রিবৃৎকরণ বলে। মোট কথা একটীর অর্দ্ধ, অপর দুইটীর সিকি সিকি মিলিত করিলেই ত্রিবৃৎকরণ হয়। ইহা বেদান্ত শাস্ত্রের পঞ্চীকরণেরই উপলক্ষণ। যেমন অর্দ্ধ আহ্লাদিনী শক্তি, অপরার্দ্ধ সন্ধিনী এবং সম্বিৎশক্তি সিকি সিকি মিলিতাবস্থাই ত্রিবৃৎ আহ্লাদিনী। এই প্রকার সন্ধিনী এবং সম্বিৎকেও বুঝিবে। সুতরাং এই প্রকারে একই পরাশক্তি পরস্পর অব্যভিচারিণীরূপে তিন নামেই অবস্থান করেন। যদি বল, যদি তিনেতেই তিন থাকে তাহা হইলে পরস্পর পৃথক্ নাম হইবার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে পরস্পর মিলিতা শক্তির মধ্যে যে অংশ অথবা যে অংশের বৃত্তি প্রধান হইয়া অপর দুই অংশকে গৌণ করিয়া কার্য্যোন্মুখী, হয় তখন ঐ প্রধানাংশকেই গ্রহণ করিয়া তত্তৎ নামে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ সদংশ প্রধান হইয়া অপর জ্ঞান এবং আহ্লাদ এই দুই অংশকে গৌণ করিয়া কার্য্যোন্মুখী হইলেই তাহাকে সন্ধিনী বলা যায়। এই প্রকার সম্বিৎ আহ্লাদকেও বুঝিবে।৩৪॥

মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে "সর্ব্বসংস্থিতৌ ত্বয়ি" অর্থাৎ সর্ব্বস্য সম্যক্ স্থিতির্যস্মাৎ তস্মিন্ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব নতু জীবেষু "অর্থাৎ সকলের সম্যক্‌রূপে স্থিতি যাহা হইতে হয়, এমন যে সর্ব্ব ভূতের অধিষ্ঠান স্বরূপ তুমি, সেই তোমাতেই এই অব্যভিচারিণী পরাশক্তি আছে, কিন্তু জীবেতে এই পরাশক্তি নাই। জীবেতে যে শক্তি তাহা গুণময়ী, তাহাও ত্রিবিধা। "হ্লাদতাপকরী মিশ্রা" হ্লাদকরী মনঃপ্রসাদ হইতে উত্থিতা সাত্ত্বিকী, তাপকরী অর্থাৎ বিষয় বিয়োগাদিতে তাপকরী তামসী, আর মিশ্রা অর্থাৎ উভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা রাজসী, এই তিন প্রকার শক্তির কার্য্য তোমাতে নাই। যেহেতু তুমি প্রাকৃত গুণবর্জ্জিত।৩৪।

বঙ্গানুবাদ। ভগবানের সহিত লক্ষ্মীর অভেদবশত ভগবানের ন্যায় সেই লক্ষ্মীরও ব্যাপিত্ব অর্থাৎ ভগবত্তুল্য সর্ব্বব্যাপকতা সেই বিষ্ণুপুরাণেই কথিত হইয়াছে। যথা—সেই জগন্মাতা লক্ষ্মী বিষ্ণুর অনপায়িনী শক্তি। বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগামী ব্যাপকস্বরূপ এই লক্ষ্মীও সেই প্রকার সর্ব্বগামিনী ব্যাপকস্বরূপা। তদ্ হেতু, ভেদস্বীকার করিলে অর্থাৎ এই লক্ষ্মীকে শ্রীভগবান হইতে ভিন্না বলিলে, এই ব্যাপ্তিটীর অপসিদ্ধান্ত ঘটে। ইহা দ্বারা লক্ষ্মীর জীবকোটিত্বও নিরস্ত হইল *। এই লক্ষ্মীদেবী হরিতুল্য অনন্তগুণা, ইহা বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে। যথা—হে দেবি! হে পদ্মনয়নে! ব্রহ্মার জিহ্বাও তোমার গুণসমূহকে বর্ণন করিতে সক্ষম নহে। তুমি প্রসন্ন হও, নিজজন আমাদিগকে কখনও ত্যাগ করিও না।

* **তাৎপর্য্য।** প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্য ত্রিদণ্ডীদিগের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীলক্ষ্মীকে পরা স্বীকার করিয়াও শ্রীহরি হইতে ভিন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কেহ কেহ শ্রীলক্ষ্মীকে জীব বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। শ্রীগ্রন্থকার উভয় মতকেই শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতেছেন। উপরোক্ত বিষ্ণুপুরাণবাক্যে "নিত্যৈব" এই এব শব্দে অনিত্য আশঙ্কা, এবং বিষ্ণুতুল্য সর্ব্বগতা এই বাক্যে বিভুবদ্ব্যাপ্তির উক্তিদ্বারা প্রাকৃতত্ব আশঙ্কা নিরস্ত হইল। অনপায়িনী এই পদে বিষ্ণু হইতে অভিন্না ইহাই দেখান হইল। তাৎপর্য্য এই যে এখানে বিভুত্ব এই হেতুর দ্বারা লক্ষ্মীর পরাত্ব সিদ্ধ হইতেছে। যথা—প্রয়োগঃ,—লক্ষ্মী পরা, বিভুত্বাৎ, শক্ত্যাদি গুণবৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং যথা ত্রৈগুণ্যম্। অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী পরা, যেহেতু তাঁহাতে বিভুত্ব অর্থাৎ ব্যাপকতা আছে।

মূলং—তে চ গুণা মুক্তিদাতৃত্বহরিবশীকারিত্বাদয়ঃ কতিচিত্তত্রৈব পঠিতাঃ। আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী। কা ত্বন্যা ত্বামৃতে দেবি সর্ব্বযজ্ঞময়ং বপুঃ। অধ্যাস্তে দেব দেবস্য যোগিচিন্ত্যং গদাভৃতঃ। ত্বয়া দেবি পরিত্যক্তং সকলং ভুবনত্রয়ং। বিনষ্টপ্রায়মভবৎ ত্বয়েদানীংসমেধিতম্। দারাঃ পুত্রাস্তথাগারং সুহৃদ্ধান্যধনাদিকম্। ভবন্ত্যেতন্মহাভাগে নিত্যং ত্বৰীক্ষণান্নৃণাম্। শরীরারোগ্যমৈশ্বর্য্যমরিপক্ষক্ষয়ঃ সুখম্। দেবি ত্বদ্দৃষ্টি দৃষ্টানাং পুরুষাণাং ন দুর্ল্লভম্। সত্বেন সত্যশৌচাভ্যাং তথা শীলাদিভির্গুণৈঃ। ত্যজ্যন্তে তে নরাঃ সদ্যঃ সন্ত্যক্তা যে ত্বয়ামলে। ত্বয়াবলোকিতাঃ সদ্যঃ শীলাদ্যৈ রখিলৈর্গুণৈঃ। কুলৈশ্বর্য্যৈশ্চ যুজ্যন্তে পুরুষা নির্গুণা অপি। সংশ্লাঘ্যঃ সগুণী ধন্যঃ স কুলীনঃ স বুদ্ধিমান্। স শূরঃ সচ বিক্রান্তো যস্ত্বয়া দেবি বীক্ষিতঃ। সদ্যো বৈগুণ্যমায়ান্তি শীলাদ্যাঃ সকলা গুণাঃ পরাঙ্মুখী জগদ্ধাত্রি যস্য ত্বং বিষ্ণুবল্লভে॥ ইত্যাদিনা হরি

যেমন সত্যজ্ঞানাদি ভগবদ্‌গুণসমূহ বিভুহেতুই পর বলিয়া শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। যাহা পর নহে তাহা বিভুও নহে যেমন মায়িক ত্রৈগুণ্য সত্ব রজঃ তম আদি। এখানে হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব, স্বপক্ষসত্ব,এবং বিপক্ষ ব্যাবৃত্ত থাকায় সদনুমানই হইয়াছে। যদি বল "এবং ধর্ম্মান্ পৃথক পশ্যন্" ইত্যাদি শ্রুতি উদাহরণে ব্রহ্মধর্ম্ম সমূহকে পৃথক্ দেখিবে না ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সুতরাং শ্রী এবং সত্যাদি গুণ অভেদ পদার্থ হওয়ায় দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকভাব সিদ্ধ হইতেছে না। দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকটী পরস্পর ভিন্ন বস্তুরই হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে এখানে শ্রী এবং সত্যাদি গুণ সকলের অভেদেও বিশেষবলে বাস্তবভেদ কার্য্যের সত্তাও আছে, সুতরাং দৃষ্টান্তোপপত্তির কোনও দোষ হয় নাই। এখন এখানে বক্তব্য এই যে বেদান্তপ্রকরণে এক মাত্র শ্রীভগবৎস্বরূপ ভিন্ন অন্য কেহ বিভু হইতে পারে না। কারণ "স্বেতর নিখিলান্তর্বহিঃপ্রবেশঃ খলু সর্ব্বব্যাপ্তিঃ" অর্থাৎ নিজ হইতে ভিন্ন যাবতীয় বস্তুর অন্তর্বহিঃপ্রবেশের নামই সর্ব্বব্যাপ্তি। এখন লক্ষ্মীকে বিভু স্বীকার করিয়া শ্রীহরি হইতে ভিন্ন বলিলে লক্ষ্মী হইতে হরি ভিন্ন হওয়ায়, হরিও পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। আবার যদি উভয়কেই পৃথক্ পৃথক্ বিভু বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বৈষ্ণব দার্শনিকমতে দোষ হইয়া পড়ে। কারণ দুই ঈশ্বরের প্রসঙ্গ হয়। বৈষ্ণবদার্শনিকমতে এক পরতত্ব ভিন্ন সর্ব্বব্যাপকতা কাহারও নাই। সুতরাং বিভুতাহেতু শ্রীহরির সত্যজ্ঞানাদি গুণ সকল যেমন তদভিন্ন পরাত্মক, সেই প্রকার বিভুতাহেতু লক্ষ্মীও তদভিন্ন অর্থাৎ হরি অভিন্ন পরাত্মিকা। সুতরাং শ্রীভগবান্ হইতে লক্ষ্মী ভিন্না নহেন। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা যাঁহারা লক্ষ্মীকে জীবতত্ব বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন তাঁহাদের মতও খণ্ডিত হইল। কেন না কোনও বৈষ্ণব দার্শনিকের মতে জীব বিভু নহে। জীব অণুপরিমাণ বলিয়াই শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ইহা জীবতত্বনিরূপণে বলা হইবে। ৩৫॥

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বে এই লক্ষ্মীর হরিতুল্য অনন্তগুণ বলা হইয়াছে, তাহাই গ্রন্থকার এখন বলিতেছেন। যথা—মুক্তিদাতৃত্ব হরিবশীকারিত্বাদি কতিচিৎ গুণসকল সেই বিষ্ণুপুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা লক্ষ্মীস্তবে, হে দেবি! তুমিই আত্মবিদ্যা এবং বিমুক্তিফলদানকারিণী। হে দেবি। তুমি ভিন্ন আর কে দেবদেব গদাধরের যোগিগণেরও চিন্তনীয় সর্ব্বযজ্ঞময় বপুকে অধিকার করিয়া বাস করে? হে দেবি! তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এই ত্রিভুবন সমুহ বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল, সম্প্রতি তোমার দ্বারায় তাহা বর্দ্ধিত হইয়াছে। হে মহাভাগে! তোমার ঈক্ষণ হইতেই মনুষ্যসকলের দারা, পুত্র, গৃহ, সুহৃৎ, ধান্যধনাদি হয়। হে দেবি! তোমার দৃষ্টির পাত্র মনুষ্যগণের শরীরারোগ্য, ঐশ্বর্য্য, শত্রুনাশ, সুখাদি দুর্ল্লভ নহে। হে অমলে! যে সকল নরকে তুমি পরিত্যাগ করিয়াছ, সত্ব, সত্য, শৌচ শীলাদি গুণসকলও তাহাকে পরিত্যাগ করে। আর তোমার অবলোকন প্রাপ্ত নির্গুণ ব্যক্তিসকলও তৎক্ষণাৎ শীলাদি সর্ব্বগুণ এবং কুলৈশ্বর্য্য সমন্বিত হয়। হে দেবি! যাহার প্রতি তুমি ঈক্ষণ কর, সেই ব্যক্তিই শ্লাঘ্য, সেই গুণবান্, সেই ধন্য, সেই কুলীন, সেই বুদ্ধিমান্ সেই শূর, সেই বিক্রমী। হে জগদ্ধাত্রি! হে বিষ্ণুবল্লভে! তুমি যাহার প্রতি পরাঙ্মুখী হও, সেই ব্যক্তির শীলাদি গুণ সকল

বহুরূপেয়ং, সর্বত্র তদানুরূপ্যেণ তমনুযাতীতি চ তত্রৈবোক্তং "দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানুষী। বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মন-স্তনুমিতি।৩৬॥

মূলং—তেষু সর্বেষু লক্ষ্মীরূপেষু রাধায়াঃ স্বয়ং লক্ষ্মীত্বং মন্তব্যম্। সর্বেষু ভগবদ্রূপেষু কৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্ববৎ। পুরুষবোধিন্যামথর্বোপনিষদি—"গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে" ইত্যুপক্রম্য "দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকাচে"ত্যুক্ত্বা "যস্যা অংশে লক্ষ্মী দুর্গাদিকা শক্তি"রিত্যভিধানাৎ। নিরস্তসাম্যাতি-শয়েন রাধসা স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ। ইতি

তৎক্ষণাৎ বৈগুণ্য প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদি প্রমাণ সমুহ দ্বারা এই লক্ষ্মীদেবী হরির ন্যায় বহুরূপা ইহাই সূচিত হইল। এবং সর্ব্বত্র হরির অনুরূপেই হরির অনুগমন করিয়া থাকেন, ইহাও উক্ত বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে। যথা—ইনি অর্থাৎ এই লক্ষ্মী বিষ্ণুর দেবত্বে দেবদেহা এবং মানুষত্বে মানুষীই হন। ইনি নিজের দেহকে বিষ্ণুর দেহেরই অনুরূপ করিয়া থাকেন॥ ৩৬॥

বঙ্গানুবাদ। সেই লক্ষ্মীরূপসমূহের মধ্যে শ্রীরাধাই স্বয়ং লক্ষ্মী ইহাই বুঝিবে। সমস্ত ভগবদ্রূপের মধ্যে কৃষ্ণ যেমন স্বয়ংভগবান্ সেইরূপ শ্রীরাধিকাই স্বয়ং ভগবতী। অথর্ব্ববেদোপনিষদে পুরুষবোধিনী শাখাতে "মাথুরমণ্ডলের মধ্যে গোকুলাখ্য স্থানে" ইত্যাদি বাক্যকে উপক্রম করিয়া "দুই পার্শ্বে চন্দ্রাবলী এবং রাধিকা" এই কথা বলিয়া "যাহার অংশেতে লক্ষ্মীদুর্গাদিক শক্তি" ইত্যাদি কথিত হইয়াছে শ্রীশুকদেবও ভাগবতে বলিয়াছেন যথা,—যাঁহার সমান অথবা অধিক নাই, তাদৃশ 'রাধস্' অর্থাৎ যিনি আরাধনা করেন সেই রাধিকার সহিতে ব্রহ্মস্বরূপ নিজধাম গোকুলে রমমান ভগবানকে নমস্কার করি। বৃহদ্গোতমীয়তন্ত্রে রাধিকার মন্ত্রকথনে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধিকাই দেবী, কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি, সম্মোহিনী এবং পরা বলিয়া কথিত হয়েন।*

* এই শ্লোকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে ; জিজ্ঞাসুপাঠক উক্ত গ্রন্থ দেখিবেন।

ভাগবতে শ্রীশুকোক্তেঃ। বৃহদ্গোতমীয়ে চ তন্মন্ত্রকথনে "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরে" ত্যুক্তেশ্চ এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি। অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিলেতি চ শ্রীভাগবতাৎ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্বেদান্তস্যমন্তকে সর্বেশ্বরতত্ত্বনির্ণয়ো দ্বিতীয়ঃ কিরণঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে যথা, এই সকল অবতার, পুরুষের অংশকলা কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। সেই দেবকী এবং বসুদেবেতে স্বয়ং হরি অষ্টম পুত্র হইয়াছিলেন ইতি॥৩৭॥

ওঁশ্রীমদ্গৌরগোবিন্দ ভাগবতস্বামিবিষ্ণুপাদানুগত শ্রীনলিনী-কান্ত দেবশর্ম্মগোস্বামিনাকৃতো বেদান্তস্যমন্তকে সর্ব্বেশ্বর-তত্ত্বনির্ণয়ে দ্বিতীয় কিরণানুবাদঃ।

তৃতীয়ঃকিরণঃ

মূলং—অথ জীবো নিরূপ্যতে। তল্লক্ষণং চাণু-চৈতন্যমাহুঃ। শ্রুতিশ্চ এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ। বালাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সচানন্ত্যায় কল্প্যতে। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূণাং যো বিদধাতি কামান্। তং পীঠস্থং যে তু যজন্তি বিপ্রাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষামিতি শ্রবণাৎ॥১॥

বঙ্গানুবাদ। ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণানন্তর জীবতত্ত্ব-নিরূপণ অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন অথ ইতি। অনন্তর জীবকে নিরূপণ করা যাইতেছে। বেদজ্ঞ পণ্ডিত সকল অণুচৈতন্যকেই জীবের লক্ষণ বলেন। শ্রুতি যথা,—এই জীবাত্মা অণু, ইহাকে চিত্তের দ্বারা অবগত হইবে। যে অণুপরিমাণরূপ জীবে প্রাণ পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে যথা,—কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া তাহাকে আবার শতভাগ করিলে যে প্রকার সূক্ষ্ম হয় জীবকে এইপ্রকার সূক্ষ্ম অবগত হইবে। সেই জীব অনন্ত অর্থাৎ মৃত্যু রহিত। অন্ত শব্দের অর্থ

মূলং—এতেন ভ্রান্তং ব্রহ্মৈবৈকো জীবস্তদন্যে সর্ব্বে জীবাদয়স্তদবিদ্যয়া কল্পিতাঃ স্বপ্নদ্রষ্টেব রথাদয় ইত্যেক জীববাদো নিরস্তঃ। নিত্যচেতনতয়া বহু জীবানাং শ্রুতত্বাৎ ॥২॥

মৃত্যু, তদ্রহিতের নাম অনন্ত। এখানে কেশের শতভাগের শতভাগ বলিতে কোনও অবয়বরূপ ভাগ বুঝিবে না, কেবল সূক্ষ্মতা দেখানই এখানে তাৎপর্য্য। যিনি নিত্যসকলের মধ্যে পরম নিত্য, চেতন সমূহের মধ্যে পরম-চেতন যিনি এক হইয়াও বহু বহু জীবের কামনাকে বিধান করেন, পাঠস্থ (স্বধামস্থ) সেই পরমপুরুষকে যে সকল বিপ্র যজন করেন তাঁহাদিগের শাশ্বতী শান্তিলাভ হয়, অন্যের হয় না।

তাৎপর্য্যার্থ—কেহ কেহ "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ং প্রাণেষু স বা এষো মহানজ আত্মা" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতিদৃষ্টে জীবাত্মাকে বিভু বলেন। বস্তুতঃ ইহা ভ্রম। কেন না ঐ শ্রুতিতে আত্মা শব্দে পরমাত্মাকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যদিও উক্ত শ্রুতির মধ্যে "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়" ইত্যাদি বাক্যে জীবকেই উপক্রম করা হইয়াছে, তথাপি "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা" অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মাকে যিনি জানেন ইত্যাদি বাক্য ঐ আত্মা শব্দে জীবেতর পরমেশ্বরকেই অধিকার করিয়া মহৎ শব্দ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ জীব যদি বিভুপরিমাণ হয় তাহা হইলে ঈশ্বর বিভু এবং জীবও বিভু হওয়ায় দুই ঈশ্বরবাদ প্রসঙ্গ হয়। বিশেষতঃ জীবে ঈশ্বরে ব্যাপ্যব্যাপকতা ভাব থাকে না। আবার মধ্যম পরিমাণ স্বীকার করিলে সাবয়বশতঃ অনিত্যতা দোষেরও প্রসঙ্গ হয়, সুতরাং জীব অণুপ্রমাণই ইতি।১॥

বঙ্গানুবাদ—এতদ্দ্বারা অবিদ্যা কর্তৃক ভ্রান্তব্রহ্মই এক জীব তদতিরিক্ত অন্য বহু জীবাদি সকলই সেই জীবাবিদ্যা কল্পিত। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নদৃশ্য রথ হস্তী আদি কল্পিত। ইত্যাদি একজীববাদ নিরস্ত হইল। কেন না শ্রুতিতে নিত্য চেতন বহু জীব বলা হইয়াছে।

তাৎপর্য্যার্থ—মায়াবাদী বৈদান্তিক দিগের মধ্যে "একজীব-বাদ" নামে একটী মত আছে। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন করিয়া, তাঁহারা বলেন যে, অদ্বিতীয় চিন্মাত্রই আত্মা, সেই এক আত্মাই নিজেতে আবস্থা (অজ্ঞান) দ্বারা গুণময়ী মায়া এবং সেই মায়াবৈষম্য জনিত কার্য্যসমূহ কল্পনাপূর্ব্বক অস্মদর্থ এক এবং যুস্মদর্থ বহু কল্পনা করিয়া থাকে। তার মধ্যে অস্মদর্থ নিজস্বরূপ পুরুষ অর্থাৎ জীব, আর যুস্মদর্থ ত্রিবিধ, যথা—মহদাদি পৃথব্যন্ত জড়সমূহ, আর নিজতুল্য পুরুষান্তর অর্থাৎ নিজ ভিন্ন অন্য বহু জীব, এবং ঈশ্বর নামক পুরুষ বিশেষ। এসমস্তই কল্পনা। যেমন কোনও স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নে নানা অট্টালিকাদিময় রাজধানী (১) রাজধানী অন্তর্গত বহু প্রজা (২) রাজ্যের শাসক রাজা (৩) এই ত্রিবিধ এবং সেই রাজধানীর অন্তর্গত এবং রাজার শাসনাধীন নিজকে (১) মনে করে। বস্তুত জাগ্রত হইলে এক নিজেই অবশেষ থাকে, স্বপ্নদৃশ্য ঐ চারি প্রকার কিছুই থাকে না, তদ্বৎ অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলে শুদ্ধ এক অখণ্ড আত্মাই অনুভব হয়, আর কিছুই থাকে না। ইহাই একজীব-বাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। শ্রীগ্রন্থকার উক্তমতে দোষ দিয়া বলিতেছেন, যথা—এক জীব নহে "নিত্যানাং চেতনানাং" এই বহুবচনের প্রয়োগে জীব বহু, এবং নিত্য বলায় জীব কল্পিত নহে, সত্য অনাদি অবিনাশী। ইতি।২॥

মূলং—স চ জীবো নিত্যজ্ঞানগুণকঃ "অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা অনুচ্ছিত্তি ধর্ম্মেতি। নহি বিজ্ঞাতু বিজ্ঞাতে বিপরিলোপো বিদ্যত ইতি শ্রুতেঃ ॥

অণোরপি তস্য জ্ঞানগুণেন সর্ব্বাঙ্গেষু ব্যাপ্তিঃ। "গুণাদ্বালোকবদিতি" সূত্রাৎ। যথা প্রকাশয়ত্যেক কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারতেতি ভগবদ্বাক্যাচ্চ ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ—সেই জীব নিত্য জ্ঞানগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ জীব নির্গুণজ্ঞানমাত্র স্বরূপ নহে। জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতা। বৃহদারণ্যক শ্রুতি প্রমাণ যথা, এই আত্মা অবিনাশী এবং অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা অর্থাৎ উচ্ছেদরহিত (নিত্য) ধর্ম্মবিশিষ্ট। এতদ্দ্বারা আত্মার জ্ঞাতৃত্বধর্ম্ম স্বরূপানুবন্ধি নিত্য দেখান হইল। শ্রুতিপ্রমাণ যথা বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের বিলোপ হয় না।

এখন প্রশ্ন এই যে যদি জীব অণুচৈতন্য হয় তাহা হইলে সর্ব্বদেহে জীবের ব্যাপিত্ব সম্ভব হয় কি প্রকারে? কেন

মূলং—অস্মদর্থশ্চ জীবাত্মা বোধ্যো বিলীনাহঙ্কারায়াং সুষুপ্তাবহমিতি তৎস্বরূপবিমর্শাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি ॥৪॥

না অণু পদার্থ একদেশব্যাপী। তদুত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন যথা—অণু জীবেরও জ্ঞানগুণের দ্বারা সর্ব্বদেহে ব্যাপ্তি হয়। এসম্বন্ধে বেদান্তসূত্র প্রমাণ যথা,—জীব অণু হইয়াও চেতয়িতৃলক্ষণচিদ্ গুণদ্বারা আলোকের ন্যায় শরীরব্যাপী হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ গীতাতেও বলিয়াছেন,—এক সূর্য্য যেমন একদেশস্থ হইয়াও নিজ প্রভারূপ গুণদ্বারা সমস্ত লোককে প্রকাশ করে, তেমনই ক্ষেত্রী অর্থাৎ দেহস্থিত জীবও সমগ্র ক্ষেত্রকে অর্থাৎ সমগ্র দেহকে প্রকাশ করে ৩॥

বঙ্গানুবাদ—এই জীবাত্মা অস্মদর্থ ইহাই বুঝিবে। সুষুপ্তিদশাতে (প্রাকৃত) অহঙ্কার বিলীন হইলে "অহং" এই প্রকার অস্মদর্থ স্বরূপের অনুভব হয়। শ্রুতিপ্রমাণ যথা,—আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানি নাই ইতি।

তাৎপর্য্যার্থ,—অস্মদর্থই জীবের স্বরূপ। অস্মদর্থ বলিতে "অহং প্রত্যয়সিদ্ধোহ্যস্মদর্থঃ" অর্থাৎ অহং ইত্যাকার অনুভবের দ্বারায় সিদ্ধ যে বিষয় তাহাকেই অস্মদর্থ বলে। ভাবার্থ এই "অহং জানামীতি ধর্ম্মিধর্ম্মতয়া প্রত্যক্ষ প্রতীতিঃ" অর্থাৎ আমি জানি এই প্রকার প্রতীতি স্থলে অহংপদার্থটী ধর্ম্মী (বিশেষ্য) আর জ্ঞান পদার্থটী ধর্ম্ম (বিশেষণ) সুতরাং এই অহংটী জ্ঞাতৃত্বধর্ম্ম বিশিষ্টই অস্মদর্থ আত্মা। এই শুদ্ধচিদ্গত অহঙ্কার, প্রকৃতির বিকার মহত্তত্ত্ব হইতে জাত প্রাকৃত অহঙ্কার হইতে ভিন্ন। ইহার সযুক্তিক প্রমাণ দেখাইতেছেন যথা,—সুষুপ্তিকালে প্রাকৃত অহঙ্কারের য় কিন্তু আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানি নাই, ইত্যাদি স্থলে "অস্বাপ্সং" "অবেদিষং" ইত্যাদি উত্তম পুরুষের প্রয়োগযোগ্য অস্মদর্থ নির্দ্দেশ দ্বারা নির্ব্বিকার শুদ্ধ আত্মগত "অহং" এর অনুভূতি দেখা যায়। "অহং ইত্যাকার অনুভব, "সুখমস্বাপ্সং" এই পদে সুখানুভব, "অবেদিষং" এই পদে জ্ঞানানুভব, এই অহমর্থতা, সুখিতা, জ্ঞাতৃতা, জীবের প্রাকৃত অহঙ্কার বিলীন অবস্থা সুষুপ্তিদশাতেও আছে,ইহাই দেখান হইল।৪॥

মূলং—দেহাদিবিলক্ষণশ্চ ষড়্ভাববিকারশূন্যশ্চ সঃ। নাত্মা বপুঃ পার্থিবমিন্দ্রিয়ানি দেবোহ্যসুর্ব্বায়ু জলং হুতাশঃ। মনোহনুমাত্রং ধিষণা চ সত্ব মহঙ্কৃতিঃ খং ক্ষিতিরর্থসাম্যমিতি। নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেহসৌ ন ক্ষীয়তে সবনবিদব্যভিচারিণাং হি। সর্ব্বত্র শশ্বদনপায্যুপলব্ধিমাত্রং প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সদিতি চৈকাদশাৎ।৫॥

মূলং—পরমাত্মাংশশ্চ সঃ। মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন ইতি ভগবদ্বাক্যাৎ ॥৬॥

মূলং—কর্ত্তা ভোক্তাচ সঃ। বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেহপিচেতি। সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামানিতি চ শ্রবণাৎ। যত্তু প্রকৃতিঃ কর্ত্রী, ভোক্তা তু জীব ইত্যাহুস্তন্মন্দং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োরেকনিষ্ঠত্বাৎ। যদাহ বনপর্ব্বণি সোমকংযমঃ নান্যঃ কর্ত্তুঃ ফলং রাজন্নুপভুঙ্ক্তে কদাচনেতি ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ—সেই জীবাত্মা দেহ আদি হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্নলক্ষণ এবং ষড়্ভাববিকার (জন্ম,জন্মানন্তর বিদ্যমানতা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, বিনাশ) রহিত। যথা—এই আত্মা পার্থিব দেহ নহে, অথবা ইন্দ্রিয় নহে, দেবতা নহে, প্রাণ নহে, বায়ু নহে, জল নহে, অগ্নি নহে অণুপরিমাণ মনও নহে, বুদ্ধি নহে, প্রকৃতি নহে, অহঙ্কার নহে, আকাশ নহে, ক্ষিতিও নহে, কোন প্রকার প্রাকৃত পদার্থ সাম্যও নহে। এই আত্মা জাত হয়েন না, মরেন না, বর্দ্ধিত হয়েন না, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েন না, আগম অপায়ি বাল যুবাদি দেহের তত্তৎ কালের দ্রষ্টা। সর্ব্বদেহে অণু বর্ত্তমান এবং উপলব্ধি অর্থাৎ জ্ঞানৈক রূপ। যেমন এক জ্ঞান ইন্দ্রিয়বলে বিকল্পিত হয় কিন্তু প্রাণ অবিকারীই থাকে,—সেইরূপ আত্মাও ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ—সেই জীব পরমাত্মারই অংশ, যথা শ্রীগীতায় ভগবান বলিতেছেন, জীবলোকে সনাতন (নিত্য) জীবস্বরূপ আমারই অংশ।

তাৎপর্য্যার্থ—এখানে অংশ বলিতে তটস্থ শক্তি রূপেই অংশ বুঝিতে হইবে। "সনাতন" এই পদে

মূলং—নন্বু কর্ত্তৃত্বেদুঃখসম্বন্ধাৎ ন তত্রশ্রুতেস্তাৎপর্য্যমিতি চেন্নৈবমেতৎ। তথাসতি দর্শাদি স্বপ্যতাৎপর্য্যাপত্তেঃ। লীলোচ্ছাসাদেরকরণ এব তৎ সম্বন্ধ বীক্ষণাচ্চেতি ॥৮॥

ভগবদংশস্বরূপ জীব নিত্যপদার্থ, আবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা নহে ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ—সেই জীবাত্মা কর্ত্তা এবং ভোক্তা। যথা তৈত্তিরীয় শ্রুতি,—বিজ্ঞানরূপআত্মা যজ্ঞ বিস্তার করে এবং কর্ম্ম সমুহকে প্রকাশ করে। সেই জীব সমস্ত কামনাকে ভোগ করে! কোন কোন মতে দেখা যায় প্রকৃতিই কর্ত্রী আর জীব ভোক্তা, এই মত সমীচীন নহে, কারণ কর্ত্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব এই উভয় ধর্ম্ম একনিষ্ঠ অর্থাৎ যে আধারে কর্ত্তৃত্ব থাকে সেই আধারেই ভোক্তৃত্বও থাকে। ইহারা ভিন্ন নিষ্ঠ নহে। যথা—মহাভারতে বনপর্ব্বে সোমক নামক রাজাকে যম বলিতেছেন হে রাজন্! কর্ত্তার অর্থাৎ যিনি ক্রিয়াকর্ত্তা তাঁহার ক্রিয়াজনিত ফলটি অন্যকেহ অর্থাৎ উক্ত ক্রিয়াকর্ত্তা ভিন্ন অপরে ভোগ করে না॥

তাৎপর্য্যার্থ—এখানে বিজ্ঞান বলিতে বিজ্ঞানময় জীবকেই বুঝাইতেছে। বিজ্ঞান শব্দে এখানে বুদ্ধি নহে, কেননা বুদ্ধিপদার্থ করণ, তৃতীয়া বিভক্তি হওয়াই নিয়ম। বিজ্ঞান শব্দে বুদ্ধি বুঝাইলে "বিজ্ঞানং" এই কর্ত্তৃনির্দ্দেশ না হইয়া "বিজ্ঞানেন" এই করণনির্দ্দেশ হইত। কৃত্যল্যুটো-বহুলম্" কর্ত্তৃবাচ্যে অনট্ প্রত্যয় হওয়ায় অথবা নন্দ্যাদি-গণীয় ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অন প্রত্যয় (ল্যুং) বিজ্ঞান পদ সিদ্ধ হইয়াছে, ইহার অর্থ বিজ্ঞানকর্ত্তা অর্থাৎ বিজ্ঞাতা। যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবকে বিজ্ঞানময় অর্থাৎ বিজ্ঞানবিশিষ্ট বলা হইয়াছে, এখানে বিজ্ঞানবিশিষ্ট জীবকে বিজ্ঞান বলিলে বিরুদ্ধ হয়। কারণ বিজ্ঞানটীতো আর বিজ্ঞানবিশিষ্ট পদার্থ নহে, উভয়ই ভিন্ন পদার্থ। ইহার উত্তর যথা—এখানে বিরুদ্ধ হয় নাই। "স্বরূপ নিরূপণ ধর্ম্মশব্দা হি ধর্ম্মমুখেন ধর্ম্মিস্বরূপমপি প্রতিপাদয়ন্তি গবাদিশব্দবৎ" অর্থাৎ স্বরূপ (ধর্ম্মী) নিরূপক ধর্ম্মবাচক শব্দ সমূহ ধর্ম্মপ্রতিপাদন দ্বারা ধর্ম্মীর স্বরূপকেও প্রতিপাদন করে। যেমন গো শব্দের মুখ্যার্থ গো আকৃতি বুঝায়, তেমন গো আকৃতিবিশিষ্ট গো

মূলং—ন চ নিষ্ক্রিয়ত্বশ্রুত্যা কর্ত্তৃত্বং জীবস্য বাধ্যতে। আস্তি ভাতি বিদিধাত্বর্থাণামাত্মনি সত্বেন নিষ্ক্রিয়ত্বাসিদ্ধেঃ। ধাত্বর্থো হি ক্রিয়েত্যাহুঃ। ন চ নির্ব্বিকারত্বশ্রুত্যা তস্য তদ্বাধ্যতে। সত্তাভাণ-জ্ঞানগুণাশ্রয়ত্বেঽপি দ্রব্যান্তরতাপত্তিরূপস্য বিকারস্য তত্রাপ্রসঙ্গাৎ। যথা সংযোগাশ্রয়ত্বেঽপি আকাশে ন কোঽপি বিকারস্তথা স্থূলক্রিয়াশ্রয়ত্বে স নাত্মনীতি দ্রষ্টব্যম্। সুষুপ্তাবপি সুখজ্ঞানসাক্ষিত্বরূপং কর্তৃত্বম-স্তীতিপারমার্থিকং জীবস্যতৎ ॥৯॥

ব্যক্তিকেও বুঝাইতেছে। এখানে জীবের স্বরূপনিরূপক ধর্ম্মই বিজ্ঞান, "জ্ঞাতার" স্বরূপ নিরূপণ একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই হয়। সুতরাং বিরুদ্ধ নয় ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ—যদি বল কর্ত্তৃত্বে দুঃখের সম্বন্ধ আছে, সুতরাং সুখচিৎকণ জীবে দুঃখসম্বন্ধীয় কর্ত্তৃত্বে শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ইহা সমীচীন নহে, কারণ দুঃখসম্বন্ধ থাকিলে যদি শ্রুতির তাৎপর্য্য না হয় তাহা হইলে যজ্ঞাঙ্গ কুশাদি সংগ্রহাদিরূপ দুঃখ সম্বন্ধ বিশিষ্ট দর্শপৌর্ণমাস্যাদি যজ্ঞকর্ম্মেও বেদের তাৎপর্য্য নহে এবং ঐ যজ্ঞকর্ম্মাদির উপদেশেও অতাৎপর্য্য হইয়া উঠে। আবার ইচ্ছাপূর্ব্বক যে ব্যক্তি শ্বাসরোধ করিতেছে, ঐ শ্বাসরোধে দুঃখ সম্বন্ধ থাকায় ঐ ব্যক্তি শ্বাসরোধের কর্ত্তা নহে, ইহাই তোমাকে বলিতে হইবে।

তাৎপর্য্য—এইমাত্র দুঃখসম্বন্ধ দেখিয়া কর্ত্তৃত্বের অভাবনিরূপণ করা ব্যভিচারতর্ক ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ—নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রতিপাদক শ্রুতির দ্বারায় জীবের কর্ত্তৃত্ব বাধিত হয়, ইহাও বলিতে পার না, কারণ সত্তাবাচক প্রকাশবাচক ও জ্ঞানবাচক ধাত্বর্থ সকলের বিদ্যমানতাহেতু আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয় না। ধাতুর অর্থ বলিতে ক্রিয়াকেই বুঝায়। যদি বল যিনি কর্ত্তা হন তিনি বিকারী, জীবে কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে বিকারিত্ব প্রসঙ্গ হয়। শ্রুতি জীবকে নির্ব্বিকার বলায় জীবের কর্ত্তৃত্ব বাধ হইতেছে। ইহার উত্তর—না, কারণ সত্তা, প্রকাশ, এবং জ্ঞানগুণের আশ্রয় হইলেও জীবে দ্রব্যান্তরতাপত্তিরূপ বিকারপ্রসঙ্গ হয় না। যেমন সংযোগের আশ্রয় হইলেও আকাশে কোন

মূলং—তচ্চেশ্বরায়াত্তং বোধ্যম্। এষ এব সাধুকর্ম্ম কারয়তীত্যাদি শ্রুতেঃ। পরাত্তু তচ্ছ তেরিতি সূত্রাচ্চ ॥১০॥

মূলং—স চ জীবোভগবদ্দাসো মন্তব্যঃ। দাসভূতোহরেরেব নান্যস্যৈব কদাচনেতি পাদ্মাৎ।

ননু সর্ব্বেষাং জীবানাং তদ্দাসত্বে স্বরূপসিদ্ধে নির্ব্বিশেষে চ সতি উপদেশাদেৰ্বৈয়র্থ্যমিতি চেন্ন। তদভিব্যঞ্জকত্বেন তস্য সার্থক্যাৎ নহি মথনেন বিনা দধ্নিসর্পিররণৌচ বহ্নিরাবির্ভবেদিতি ॥১১॥

প্রকার বিকার হয় না, সেইরূপ স্থূল ক্রিয়ার আশ্রয় হইলেও আত্মাতে কোন প্রকার বিকার সম্ভব হয় না।

তাৎপর্য্য এই,—জীবের স্বরূপের অন্যথা ভাবরূপ বিকার কোন রূপেই হয় না। কেবল জ্ঞানের সঙ্কোচ বিকাশরূপ বিকার মাত্রই হইয়া থাকে, ইহাই বুঝিতে হইবে। অতএব জীবে কর্ত্তৃত্ব স্বীকারেও বিকারিত্ব প্রসঙ্গ হয় না)। সুষুপ্তিদশাতেও অর্থাৎ প্রাকৃত অহঙ্কারঘটিত কর্ত্তৃত্ব নিবৃত্তিদশাতেও "সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম" দৃষ্টান্তে সুখ এবং জ্ঞানের দ্রষ্টারূপ সাক্ষী জীবের কর্ত্তৃত্ব দেখা যায়। এই কর্ত্তৃত্ব পারমার্থিক, ইহা মায়িক নহে। (ষট্‌প্রশ্নীশ্রুতি পরিষ্কার বলিতেছেন, যথা,—এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ ইত্যাদি) ॥৯॥

বঙ্গানুবাদ—জীবের তাদৃশ কর্ত্তৃত্বটী ঈশ্বরাধীন বলিয়াই বুঝিবে। সম্পূর্ণ শ্রুতি যথা "এষ এব সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে এষ এবাসাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে" অর্থাৎ এই পরমাত্মা জীবের প্রাগ্‌ভবীয় কর্ম্মানুসারী হইয়া যাহাকে এইলোক হইতে উর্দ্ধলোকে লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে সাধুকর্ম্ম করাইয়া থাকেন, যাঁহাকে অধোলোকে লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে অসাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। বেদান্তসূত্রেও বলা হইয়াছে "তৎ" অর্থাৎ জীবের কর্ত্তৃত্বটী কিন্তু পরমপুরুষ হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা শ্রুতিতে জানা যায় ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ—সেই জীব তত্ত্বতঃ ভগবানের দাস

মূলং—স চ জীবো গুরূপসত্ত্যা তদবাপ্তয়া হরিভক্ত্যাচ পুরুষার্থী ভবতি। যস্যদেবে পরাভক্তির্যথাদেবে তথাগুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন ইতি। আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথসম্পৎস্যে ইতি। শ্রদ্ধাভক্তিজ্ঞানযোগাদবৈতীতি। ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মান ইতি চ শ্রুতেঃ॥ তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্॥ শাব্দেপরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্॥ তত্রভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ। আমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদোহরিরিতিস্মৃতেশ্চ ॥১২॥

ইহাই জানিবে। যথা পদ্মপুরাণে—এই জীব শ্রীহরিরই দাসস্বরূপ, কদাচ অন্য কাহারও নহে।

যদিবল যে সকল জীবের নির্ব্বিশেষে স্বরূপসিদ্ধ ভগবদ্দাসত্ব স্বীকৃত হইলে উপদেশাদি বৃথা হয়, তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, না। কারণ সেই জীবের স্বরূপসিদ্ধ ভগবদ্দাসত্বের প্রকাশকত্বরূপে শাস্ত্রের সার্থকতা আছে। যেমন দধিতে স্বতঃসিদ্ধ ঘৃত থাকিলেও, যেমন কাষ্ঠে স্বতঃ অগ্নি থাকিলেও মথন বিনা প্রকাশ পায় না, সেইরূপ জীবের স্বতঃসিদ্ধ ভগবদ্দাসত্বও শাস্ত্রের বিনা উপদেশে প্রকাশ পায় না ৷১১॥

বঙ্গানুবাদ—সেই জীব শ্রীগুরুচরণারবিন্দ আশ্রয় দ্বারা এবং শ্রীগুরুকৃপালব্ধ শ্রীহরিভক্তিদ্বারা পুরুষার্থ লাভ করে। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিপ্রমাণ যথা—যাহার ইষ্টে নির্ম্মল ভক্তি আছে এবং ইষ্টদেবে যে প্রকার ভক্তি সেই প্রকার ভক্তি যাহার শ্রীগুরুতে আছে, সেই ভাগ্যবানের নিকট গুরুউপদিষ্ট বেদার্থ প্রকাশ পায়! (তাৎপর্য্য এই যে হরিগুরুভক্তিপ্রভাবেই শাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য অবগত হওয়া যায়! হরিগুরুভক্তিবিরহিত কেবল জীবিকা আদির নিমিত্ত ছদ্মপাঠকের নিকট সত্য বেদার্থ প্রকাশ পায় না।) বৃহদারণ্যক শ্রুতি যথা—আচার্য্যচরণাশ্রয়ী ব্যক্তিই যথার্থ বেদার্থ অবগত হইতে পারে। (তাৎপর্য্য এই "শাস্ত্রোক্তং ধর্ম্মমুচ্চার্য্য, স্বয়মাচরতে সদা। অন্যেভ্যঃ শিক্ষয়েদ্‌যস্তু স আচার্য্য নিগদ্যতে।" অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম সর্ব্বদা আচরণ করেন এবং সেই ধর্ম্মকে উচ্চারণ করিয়া

মূলং—সা চ ভক্তিঃ শাস্ত্রজ্ঞানপূর্ব্বিকৈবানুষ্ঠেয়া। তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং প্রকুর্ব্বীত ব্রাহ্মণ ইতি শ্রবণাৎ। তে চ জীবামুক্তাবপিহরিমুপাসতে। "এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে" তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয় ইতি শ্রবণাৎ ॥ ১৩ ॥

বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিয়া অপর সকলকে শিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য বলিয়া কথিত হয়েন। তাদৃশ আচার্য্য চরণাশ্রয়ীজনই বেদার্থ অবগত হইতে পারেন। প্রারব্ধক্ষয়োত্তর বিমুক্তি প্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞানযোগেই তাহাকে জানা যায়। কৈবল্যোপনিষদে যথা—ধ্যানকারী ব্যক্তি নির্ম্মল পূর্ণ পুরুষকে দর্শন করিতে পায়। একাদশস্কন্ধে যথা—এই জগতের সুখাদি প্রাকৃত এবং দুঃখময় এই প্রকার জ্ঞান হইলে পরম মঙ্গল জিজ্ঞাসু ব্যক্তি শমদমাদিসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ এবং ভগবদনুভবী গুরুকে আশ্রয় করিবে এবং নিষ্কপট সেবা দ্বারায় গুরুরূপ আত্মদেবতা হইতে ভগবদ্ভক্তিধর্ম্ম সমুহ শিক্ষা করিবে। যে ধর্ম্মসমুহ দ্বারা নিজভক্তের প্রতি আত্ম প্রদানকারী পরমাত্মা শ্রীহরি তুষ্ট হয়েন।১২॥

বঙ্গানুবাদ—এবং শাস্ত্রজ্ঞানপূর্ব্বক সেই ভক্তিকে অনুষ্ঠান করিবে। শ্রুতিপ্রমাণ যথা—ধীর ব্রাহ্মণ সেই পরমপুরুষ ভগবানকে জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তি করিবে। (এখানে তাৎপর্য্য এই যে শাস্ত্রবিরহিত ভক্তি আপাততঃ ভক্তির মত প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ উহা ভক্তি নহে। পরিণামে ব্যভিচার উচ্ছৃঙ্খলতাই প্রকাশ পায়। "শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে" ইত্যাদি। শ্রুতিপ্রমাণে যে ব্রাহ্মণ শব্দ, ইহা উপলক্ষণ মাত্র, ক্ষত্রিয়াদি মনুষ্যমাত্রেই ভক্তিপথের অধিকারী। "শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা" এমন কি জীবমাত্রেরই ভক্তিমার্গে অধিকার আছে।

মুক্তিদশাতেও জীবসকল শ্রীহরির উপাসনা করিয়া থাকে। শ্রুতিপ্রমাণ যথা—সম্পূর্ণশ্রুতি "এতমানন্দময়াত্মানমুপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামান্ নিকামরূপ্যনুসঞ্চরন্নেতৎ সামগায়ন্নাস্তে" অর্থাৎ এই আনন্দময় পরমাত্মাকে লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দরূপী মুক্তপুরুষ এই বৈকুণ্ঠলোকীয়

মূলং—ইত্থঞ্চ তদনুভবিনাং সদাসত্বাৎ তদ্রূপ গুণবিভূতীনাং লাবণ্যচন্দ্রিকাত্বপ্রসঙ্গঃ। তদিত্থং বিভুত্বাণুত্বাদিমিথোবিরুদ্ধশাস্ত্রৈকগম্য নিত্যগুণযোগাদীশ্বরজীবয়োর্ভেদঃ সার্ব্বদিকঃ সিদ্ধঃ ॥১৪॥

মূলং—নন্নু কিমিদমপূর্ব্বমুচ্যতে, ঈশ্বরাদন্যো জীব ইতি "ত্বং বাহমস্মি ভগবো দেবতে তদ্‌যোঽহমসোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহং তত্ত্বমসীতি" ব্যবহার দশায়াং। "যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেদিতি" মোক্ষদশায়াঞ্চ তয়োরভেদ শ্রবণাৎ। ভেদস্যাবস্তুত্বাদ্ গ্রাহী নিন্দ্যতে "যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" "যদাহ্যেবৈষ উদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতীত্যাদি" শ্রুতৌ ॥১৫॥

কামনাসমুহ ভোগকরত সামগান করেন। জ্ঞানীগণ বিষ্ণুর পরমপদ বৈকুণ্ঠকে সদা অবলোকন করেন ॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে তদনুভবী অর্থাৎ ভগবদ্রূপগুণাদি অনুভবকারী মুক্তজন সমুহের নিত্যবিদ্যমানতাহেতু সেই ভগবানের রূপগুণবিভূতিসমুহের লাবণ্যচন্দ্রিকাত্বই সিদ্ধ হইল। সুতরাং এইপ্রকারে বিভুত্ব অণুত্বাদি পরস্পর বিরুদ্ধ যাহা একমাত্র শাস্ত্রের দ্বারাই অবগত হওয়া যায়, এমন নিত্যগুণ সমুহের যোগবশতঃ ঈশ্বর এবং জীবের ভেদটী নিত্যসিদ্ধ।১৪॥

বঙ্গানুবাদ—যদি বল যে ঈশ্বর হইতে জীব ভিন্ন এইটী কি অপূর্ব্ব বলিতেছ ? কেন না "হে ভগবন্! তুমি আমিই হই,যে আমি সে এই"ইত্যাদি শ্রুতি জীবের ব্যবহারিক দশাতে,এবং যেখানে এই জীবের সমস্ত আত্মাই হয়, সেখানে কে কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে মুক্তিদশাতেও ঈশ্বর জীবের অভেদ শ্রবণ করা যাইতেছে। অবস্তুত্বহেতু ভেদের গ্রাহককে শাস্ত্রে নিন্দা করিয়া থাকেন যথা—যেটী এখানে সেটী সেখানেও, যেটী সেখানে সেটী এখানেও, এই ব্রহ্মে যে নানা অর্থাৎ পৃথক্ দেখে সে মৃত্যু হইতেও অধিক মৃত্যুলাভ করে। এই ব্রহ্মতত্ত্বকে অল্পমাত্রও অন্তর করে অর্থাৎ ভেদ করে তাহারই এই সংসারভয় হয় ইত্যাদি শ্রুতিতে ভেদগ্রাহীকে নিন্দাই করিতেছেন।১৫॥

মূলং—নৈতচ্চতুরস্রম্। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি পূর্ব্বস্যাং" যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনে বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম" নিরঞ্জনঃ পরমসাম্যমুপৈতীতি পরস্যাঞ্চ তয়োর্ভেদ শ্রবণাৎ।১৬॥

মূলং—ভগবতা চ মুক্তৌ ভেদঃ স্মর্য্যতে "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। সর্গেঽপি নোঽপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চেত্যাদৌ। ইত্থঞ্চ "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইত্যাদৌ ব্রহ্মসদৃশঃ সন্নিত্যেবার্থঃ সুঘটস্তত্রৈব শব্দস্য সাদৃশ্যাদেব ইতরথা ব্রহ্মভাবোত্তরো ব্রহ্মাপ্যয়ো বিরুদ্ধঃ স্যাৎ। "যদেবেহেত্যাদৌ ব্রহ্মাবির্ভাবেষু ভেদগ্রাহী নিন্দ্যতে যদা হ্যেবেত্যাদৌ ব্রহ্মণি কপটং প্রতিসিধ্যতে ইতি ন কাপি ক্ষতিঃ ॥১৭॥

মূলং—এবং সতি "ত্বং বা অহমস্মীত্যাদৌ তয়োরভেদঃ প্রতীতঃ স খলু তদায়ত্তবৃত্তিকত্বত দ্ব্যাপ্যত্বাভ্যাং সঙ্গচ্ছেত। যথা প্রাণসংবাদে প্রাণায়ত্তবৃত্তিকত্বাদ্বাগাদেঃ প্রাণরূপতা পঠ্যতে ছান্দোগ্যে "ন বৈ বাচোন চক্ষুংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণ ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বানি ভবতীতি। যো যদ্ব্যাপ্যঃ স তদ্রূপঃ স্মর্য্যতে বৈষ্ণবে "যোঽয়ং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ। স ত্বমেব জগৎ স্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবানিতি। গীতাসু চ "সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্ব ইতি। যত্র ত্বস্যেত্যত্র তু মুক্তস্য জীবস্য বিগ্রহেন্দ্রিয়াদিকং সর্ব্বং ভগবৎ সংকল্পাদেব ভবতীত্যুচ্যতে। অন্যথা সর্ব্বমিত্যেতদ্ব্যাকুপ্যেৎ ॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ—উপরোক্ত প্রতিবাদ সমীচীন নহে। কেন না "সমান বৃক্ষরূপ দেহে পরস্পর সখ্যসম্বন্ধ বিশিষ্ট পক্ষীদ্বয় (জীবাত্মা এবং পরমাত্মা) বাস করিতেছেন। সেই দুইটীর মধ্যে একটী পক্ষী অর্থাৎ জীব পিপ্পল (কর্ম্মফল) ভোগ করিতেছে আর একটী পক্ষী অর্থাৎ পরমাত্মা পরম সাক্ষীরূপে প্রকাশ পাইতেছেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্যবহার দশাতে "যেমন শুদ্ধজল, শুদ্ধজলে সিক্ত হইলে অর্থাৎ মিশ্রিত হইলে শুদ্ধজল সদৃশই হয়, হে মুনে! হে গৌতম! এইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞানী ব্যক্তির আত্মা পরমাত্মা সদৃশই হয়, বস্তুতঃ ঐক্য হয় না। এই দ্রষ্টা জীব উপাধি বর্জ্জিত হইয়া পরমাত্মার সাম্যই লাভ করে ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে মুক্তিদশাতেও ঈশ্বর জীবের ভেদই শ্রবণ করা যায়।১৬॥

বঙ্গানুবাদ—গীতাতেও ভগবান্ জীবের মুক্তিদশাতে ভেদই স্বীকার করিয়াছেন যথা—মদুক্ত এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া জীব সকল আমার সাধর্ম্ম্যলাভ করত সৃষ্টিকালে আর জন্মগ্রহণ করে না এবং প্রলয়েও দুঃখ পায় না ইত্যাদি। এই প্রকারে "ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মসদৃশ হইয়া—এই অর্থই সুঘট। ঐ শ্রুতিতে "এব" শব্দের সাদৃশ্য অর্থই বুঝাইবে। অন্যথা অর্থাৎ এব শব্দে সাদৃশ্য অর্থ স্বীকার না করিলে ব্রহ্ম হওয়ার পরে আবার ব্রহ্মপ্রাপ্তি ইহা বিরুদ্ধ হয়। পূর্ব্বোক্ত "যদেবেহ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের আবির্ভাব সমূহে ভেদদর্শীকে নিন্দা করা হইয়াছে ইহাই বুঝিবে। "যদা হ্যেব" ইত্যাদি শ্রুতিতে—ব্রহ্মতে কপট অর্থাৎ অলীক মিথ্যারই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসমূহে কোন ক্ষতি হইতেছে না।১৭॥

বঙ্গানুবাদ—"ত্বংবা অহমস্মি" ইত্যাদি শ্রুতিতে ঈশ্বর জীবের যে অভেদটী প্রতীত হইতেছে, সেটী ঈশ্বরায়ত্তবৃত্তিকত্ব এবং ঈশ্বর ব্যাপ্যত্ব দ্বারাই সঙ্গত হয়। অর্থাৎ জীবের স্থিতি ব্যাপারাদি বৃত্তিটী ব্রহ্মের অধীন, জীববৃত্তি জীবের স্বাধীন নহে, এবং জীব ব্রহ্মের ব্যাপ্য, ব্রহ্ম জীবের ব্যাপক, এই হেতু অর্থাৎ যে যাহার অধীন এবং যে যাহার ব্যাপ্য তাহাকে তদ্রূপ অথবা তদভিন্ন বলিয়া শাস্ত্রে কোথাও কোথাও নির্দ্দেশ করেন। এসম্বন্ধে ছান্দোগ্যশ্রুতি দৃষ্টান্তস্থল যথা প্রাণ সংবাদে—বাক্, চক্ষু শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের বৃত্তি (স্থিতিব্যাপারাদি) প্রাণের অধীন বলিয়া উহাদিগকে প্রাণই বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়বর্গ প্রাণ নহে যথা শ্রুতি "বাক্যসকল আত্মা নহে, চক্ষুসমূহ আত্মা নহে শ্রোত্র সমূহ আত্মা নহে, মন সমূহ আত্মা নহে, একমাত্র মুখ্য প্রাণই আত্মা, চক্ষু শ্রোত্রঃ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ এই প্রাণই। যে যাহার ব্যাপ্য সে তদ্রূপ,এই সিদ্ধান্ত বিষ্ণুপুরাণেও স্মৃত হইয়াছে। যথা শ্রীবিষ্ণুর প্রতি দেবতা সকলের বাক্য—হে দেব! তোমার সমীপাগত এই দেবতাসকল তুমিই, যে হেতু তুমিই এই জগতের স্রষ্টা এবং সমস্ত জগদ্ব্যাপী ইত্যাদি।

মূলং—যত্তু বদন্তি "ত্বং বা" ইত্যাদৌ জহদজহৎ স্বার্থলক্ষণয়া বিভুত্বাণুত্বাদীন্ গুণান্ হিত্বা চৈতন্যমাত্রং লক্ষণীয়মিতি। তন্মন্দম্। নিত্যগুণানাং বাঙ্মাত্রেণ হানাসম্ভবাৎ সর্ব্বশব্দাবাচ্যে লক্ষণায়া আযোগাচ্চ। তদবাচ্যং খলু ত্বয়া ব্রহ্মাভ্যুপগম্যতে। ১৯॥

মূলং—ননু "যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত অপ্রাপ্য মনসা সহেত্যাদি" শ্রুতিরেব ব্রহ্মণস্তথাত্বমাহ। মৈবমেতৎ কৃৎস্নাবাচ্যতায়াস্তত্রাভিধানাৎ। যদুক্তং শ্রীভাগবতে "কাৎর্স্নেন নাজোঽপ্যভিধাতুমীশ ইতি। অন্যথা "সর্ব্বে বেদা যৎপদ মামনন্তীতি শ্রুতিঃ" বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্য ইতি স্মৃতিশ্চ ব্যাকুপ্যেৎ। তত্রৈব বাক্যে যত ইতি অপ্রাপ্যেতি চ বিরুধ্যেত ॥২০॥

গীতাতেও উক্ত হইয়াছে যথা—সমস্ত জগৎকে তুমি ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ, সেই হেতুই এই সমস্ত জগৎ তুমিই। যত্র ত্বস্য ইত্যাদি শ্রুতিতে মুক্তজীবের বিগ্রহ ইন্দ্রিয়াদিসমূহ ভগবৎসংকল্প হেতুই সম্পন্ন হয় ইহাই কথিত হইয়াছে অন্যথা "সর্ব্ব" এই পদটী কুপিত হয় ॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ—মায়াবাদী বলেন যে "তং বা" ইত্যাদি শ্রুতিতে জহৎ অজহৎ স্বার্থ লক্ষণার দ্বারা বিভুত্ব অণুত্বাদিগুণসমূহকে অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভুত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব আদি গুণ এবং জীবের অণুত্ব অল্পজ্ঞত্বাদি গুণসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের চৈতন্য মাত্রই লক্ষ্য অর্থাৎ চৈতন্যাংশে অভেদই লক্ষ্য, এই সিদ্ধান্ত সাধু নহে। কারণ নিত্যঈশ্বরের নিত্যগুণ (বিভুত্বাদি) এবং নিত্যজীবের নিত্যগুণ (অণুত্বাদি) কেবল বাক্যমাত্র দ্বারা পরিত্যাগ অসম্ভব। এবং সর্ব্ব শব্দের অবাচ্য ব্রহ্মলক্ষণার যোগও অসম্ভব। (হে মায়াবাদি) তুমি ব্রহ্মকে অবাচ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছ অর্থাৎ মায়াবাদমতে ব্রহ্ম সর্ব্বশব্দের অবাচ্য (অগম্য) সুতরাং লক্ষণাও হইতে পারে না ॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ—যদি বল "যাহা হইতে বাক্যসকল মনের সহিত (যাঁহাকে) না পাইয়া নিবর্ত্তিত হইতেছে ইত্যাদি তৈত্তিরীয়শ্রুতি ব্রহ্মকে তাদৃশ অর্থাৎ শব্দের অবাচ্যই

যত্ত্ববিদ্যাবচ্ছিন্নমবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতং বা ব্রহ্মৈব জীবঃ "আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথক্ পৃথগ্ভবেৎ। তথা ত্মৈকোঽহনেকস্থো জলাধারেষ্বিবাংশুমান্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তদ্বিজ্ঞানেনাবিদ্যাবিনাশেতু তদদ্বৈতং সিদ্ধং ঘটাদ্যুপাধিনাশে সত্যাকাশাদ্বৈতবদিতি বদন্তি। তদসৎ। জড়য়া বিদ্যয়া চৈতন্যরাশেশ্ছেদাযোগাৎ নীরূপস্য বিভোঃ প্রতিবিম্বাযোগাচ্চ। অন্যথা বায়ুদিগাদেস্তদাপত্তিঃ। আকাশস্থজ্যোতিরংশস্য তু তত্তয়া প্রত্যয়ো ভ্রম এবেতি তত্ত্ববিদঃ শ্রুতিস্ত্বনুবাদিনীত্যাহু ॥ ২১

নিরূপণ করিয়াছেন। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—এই প্রকার নহে। কারণ ঐ শ্রুতিতে "সমগ্ররূপে অবাচ্য" ইহাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ নিঃশেষরূপে ব্রহ্মকে কেহ বর্ণন করিতে পারে না, তাই বলিয়া একবারে শ্রুতি আদি শাস্ত্রসকল ব্রহ্মসম্বন্ধীয় কিছুই বর্ণন করিতে পারেন না এরূপ অর্থ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে যথা—"ব্রহ্মাও সমগ্ররূপে যাহাকে বর্ণন করিতে সক্ষম নহেন" ইত্যাদি। অন্যথা অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি সমস্ত শব্দের অবাচ্যই হয়েন তাহা হইলে "সমস্ত বেদ যাঁহার স্বরূপকে বর্ণন করেন" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "আমিই এক মাত্র সমস্ত বেদের বেদ্য" ইত্যাদি স্মৃতি কুপিত হইয়া পড়েন। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "যত" এই পদ এবং "অপ্রাপ্য" এই পদ পরস্পর বিরুদ্ধই হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ শ্রুতিতে "যত" এই পদে পঞ্চমী বিভক্তিদ্বারা অপাদান নির্দ্দেশ করায় "অবধি" অর্থই প্রকাশ পাইতেছে। "অপ্রাপ্য" পদে যদি একেবারেই অপ্রাপ্তি বুঝায় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত "যত" শব্দের অর্থ "অবধির" সহিতে বিরোধই হইয়া উঠে। কেন না যাহার প্রাপ্তি নাই, তাহার "অবধি" অর্থ হয় না। "কর্ম্মণা জ্ঞানেন বা আপ্তমেবাবধিঃক্রিয়তে নতু অনাপ্তমিতি" যদি একেবারেই প্রাপ্তি না হয়,তাহা হইলে যৎ শব্দেও নির্দ্দেশ হইতে পারে না। সুতরাং "অপ্রাপ্য" এই পদের অর্থ প্রকর্ষরূপে প্রাপ্তিরই নিষেধ, কিন্তু অংশরূপে প্রাপ্তির নিষেধ সূচিত হইতেছে না॥২০॥

বঙ্গানুবাদ—মায়াবাদী বলেন যে অবিদ্যাদ্বারা অবচ্ছিন্ন অথবা অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই জীব। যেমন একই আকাশ ঘটপটাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাকাশ

যত্তু বদন্তি অদ্বিতীয়ে শুদ্ধচৈতন্যে তদজ্ঞানাজ্জীবেশ্বরাভাবাধ্যাসঃ, নভস্বরূপাপরিজ্ঞানাত্তত্র যথা নীলিমাধ্যস্যতে তর্জ্জ্ঞানেন তস্মিন্নধ্যস্তস্য তস্য বিনিবৃত্তৌতু শুদ্ধং তদবশিষ্যতে ইতি। ২২ ॥

পটাকাশ নামধারণ করে এবং যথা একই সূর্য্য ঘটস্থিত জলে বা শরাবস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ দেখায় সেই রূপ একই আত্মা অবিদ্যাভেদে জীব ও ঈশ্বর হয় ইত্যাদি শ্রুতি। কিন্তু আত্মবিজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাবিনাশ হইলে সেই এক অখণ্ড আত্মাই সিদ্ধ হয়। যেমন ঘটাদি উপাধি নাশ হইলে অখণ্ড এক আকাশাদি অবস্থিত থাকে, সেই প্রকার। উক্ত মায়াবাদ মতটি সাধু নহে, কারণ জড় অবিদ্যাকর্ত্তৃক চেতনরাশি ব্রহ্মের ছেদ অসম্ভব সুতরাং অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই হইতে পারে না। এবং রূপরহিত সর্ব্ব ব্যাপক ব্রহ্মের প্রতিবিম্বও অসম্ভব। **তাৎপর্য্য** এই রূপবিশিষ্ট এবং পরিচ্ছিন্ন বস্তুই প্রতিবিম্বিত হয়। অন্যথা অর্থাৎ রূপশূন্য বিভু বস্তুর প্রতিবিম্ব স্বীকার করিলে বায়ু এবং দিক্ আদিরও প্রতিবিম্ব হইতে পারে। (যদি বল রূপশূন্য ব্যাপকবস্তু আকাশের যেমন প্রতিবিম্ব জলে দেখা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মেরও প্রতিবিম্ব স্বীকারে ক্ষতি কি?) উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে আকাশস্থিত জ্যোতির অর্থাৎ গ্রহনক্ষত্রাদির জ্যোতির অংশেরই জলে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, ঐ জ্যোতির অংশের প্রতিবিম্বই আকাশ প্রতিবিম্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ ইহা ভ্রম, ইহাই তত্ত্ববেত্তাসকল বলিয়া থাকেন ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ—মায়াবাদী সকল বলেন যে অদ্বিতীয় শুদ্ধচৈতন্যে তদজ্ঞানবশতঃই জীব, ঈশ্বরাদি ভাবটী অধ্যাসমাত্র। যেমন আকাশস্বরূপের অপরিজ্ঞান হেতু সেই আকাশে নীলিমাটী অধ্যস্ত হয়, সেইপ্রকার। অর্থাৎ রূপরহিত আকাশে অনেক সময় নীলাকাশ বলিয়া জ্ঞান হয়, ঐ নীলরূপটী অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রমহেতু আরোপমাত্র। বস্তুতঃ আকাশের কোন রূপ নাই। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানহীন জনের শুদ্ধচৈতন্যে জীব, ঈশ্বরাদি ভ্রম হয়। কিন্তু সেই শুদ্ধচৈতন্যতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা উক্ত অদ্বিতীয় শুদ্ধচৈতন্যে অধ্যস্ত জীব, ঈশ্বরভাবের নিবৃত্তি হইলে অদ্বিতীয় শুদ্ধচৈতন্যমাত্রই অবশেষ থাকে ইত্যাদি ॥২২॥

তদিদং রভসাভিধানমেব। অবিষয়ে তস্মিন্নধ্যাসাযোগাৎ, নভসো জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ তত্রনীলিমাধ্যাসঃ সম্ভবী। ন চ তদ্বৎ শুদ্ধচৈতন্যম্ জ্ঞানবিষয়ো ভবতাং তস্মাদ্ যৎকিঞ্চিদেতৎ। কিঞ্চ কীদৃশং জ্ঞানং নিবর্ত্তকমিষ্যতে, শুদ্ধচৈতন্যং বৃত্তিরূপম্বা। নাদ্যঃ তস্য নিত্যত্বেন নিত্যমধ্যস্তনিবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। নাপি বৃত্তিরূপং তস্য সত্যত্বেদ্বৈতাপত্তেঃ, মিথ্যাত্বে কথমধ্যস্তনিবর্ত্তকতা। সত্যস্য হি শুক্ত্যাদি জ্ঞানস্য রজতাদ্যধ্যস্তস্য নিবর্ত্তকতা দৃষ্টা ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—উপরোক্ত মায়াবাদমতটী রহস্যাত্মক। অর্থাৎ অনুসন্ধান করিলে হয় ভ্রান্ত না হয় বঞ্চনাপূর্ণ মত বলিয়াই বোধ হয়। কারণ অবিষয়রূপ শুদ্ধচৈতন্যে অধ্যাস সম্ভব হইতে পারে না। আকাশটী জ্ঞানের বিষয়-হেতু তাহাতে নীলিম অধ্যাসটী সম্ভব হইতে পারে কিন্তু শুদ্ধচৈতন্য সে প্রকার জ্ঞানের বিষয় নহে, হে মায়াবাদিন্! ইহা আপনাদেরই মত। কেন না, শুদ্ধচৈতন্যকে জ্ঞানের বিষয় বলিলে জ্ঞেয় হইয়া পড়েন, তাহা হইলে জ্ঞেয় জ্ঞাতা এই প্রকার ভেদবাদ উপস্থিত হয়। সুতরাং শুদ্ধচৈতন্য যৎকিঞ্চিৎ অনির্ব্বচনীয়। আরও (আপনি বলিয়াছেন তত্ত্বজ্ঞানে অধ্যস্তের নিবৃত্তি হয়) এই অধ্যস্তনিবর্ত্তক জ্ঞানটী কি প্রকার? শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ, অথবা ব্রহ্ম জ্ঞানাকার অন্তঃকরণজাত বৃত্তিরূপ? আদ্যটী হইতে পারে না অর্থাৎ অধ্যাসে নিবর্ত্তক জ্ঞানটী শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ হইতে পারে না, কেন না শুদ্ধ চৈতন্য নিত্য, সুতরাং নিত্যই অধ্যস্তের নিবৃত্তি প্রসঙ্গ হইয়া উঠে। (নিত্য অধ্যস্ত নিবৃত্তি স্বীকার করিলে সৃষ্টি আদি অসম্ভব, ইহাই ভাবার্থ।) আবার ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণজাত বৃত্তিরূপ জ্ঞানটী ও অধ্যস্তের নিবর্ত্তক হইতে পারে না। কারণ ঐ বৃত্তিরূপ জ্ঞানটীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে দ্বৈতাপত্তি হয় অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্যজ্ঞান একটী সত্য আর বৃত্তিরূপ জ্ঞানও সত্য এই প্রকারে দ্বৈতাপত্তি হয়। আবার ঐ বৃত্তিরূপ জ্ঞানটীকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিলে কি প্রকারে অধ্যস্তের নিবৃত্তি হইবে? কেন না শুক্তিতে রজত অধ্যাসস্থলে রজতাদি অধ্যস্তের নিবর্ত্তক শুক্ত্যাদি জ্ঞানটী সত্যই দৃষ্ট হয় অর্থাৎ সত্য শুক্ত্যাদি জ্ঞানই রজতাদি অধ্যস্তের নিবর্ত্তক ইহাই দেখা যায়। মিথ্যাজ্ঞান কোথাও অধ্যস্ত নিবর্ত্তক বলিয়া দেখা যায় না ॥২৩॥

যত্তু ফলবত্যজ্ঞাতেঽর্থে শাস্ত্রতাৎপর্য্য বীক্ষণাৎ তাদৃগভেদস্তত্তাৎপর্য্যগোচরঃ। বৈফল্যাজ্ জ্ঞাতত্বাচ্চ ভেদস্তদগোচরো ন স্যাৎ কিন্ত্বনুদ্যমান এব সঃ। অদ্ভ্যো বা এষঃ প্রাতরুদেতি আপঃ সায়ং প্রবিশতীতি বদিতি ॥ ২৪ ॥

তন্মন্দম্। "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি। জুষ্টং যদাপশ্যন্ত্যন্যমীশমস্যমহিমানমিতি বীতশোক ইত্যাদৌ তত্র ফলশ্রবণাৎ, বিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগীকতয়া লোকে তস্যাজ্ঞাতত্বাচ্চ। তে চ ধর্ম্মা বিভুত্বাণুত্বাদয়ঃ শাস্ত্রৈকগম্যা ভবন্তি। অভেদস্তু ফলস্তত্র ফলানঙ্গীকারাৎ অজ্ঞাতঞ্চ নরশৃঙ্গবদসত্ত্বাদেব। অভেদ বোধিকা শ্রুতয়স্তু তদায়ত্তবৃত্তিকত্বতদ্ব্যাপ্যত্বাভ্যাং সঙ্গমিতা এব ॥ ২৪ ॥

মায়াবাদী বলেন যে ফলবান্ অজ্ঞাত বিষয়েতেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য দৃষ্ট হয়, এইহেতু তাদৃশ অভেদটীই শাস্ত্রতাৎপর্য্যের বিষয়, কিন্তু ভেদটী বৈফল্যহেতু এবং জ্ঞাতহেতু শাস্ত্রতাৎপর্য্যের বিষয় নহে, উহা অনুবাদমাত্র। যেমন এই সূর্য্য প্রাতঃকালে জল হইতে উদিত হন, সায়ং কালে জলেই প্রবিষ্ট হন" ইত্যাদি শ্রুতি। বস্তুতঃ সূর্য্য জল হইতে উদিত বা জলে প্রবিষ্ট না হইলেও যেমন অনুবাদমাত্র, সেই প্রকার ভেদবাদটীও শ্রুতির অনুবাদ মাত্র ॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ—মায়াবাদীর উক্ত মত সাধু নহে। কেন না শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে জীব যখন নিজ আত্মাকে এবং প্রেরিতা অর্থাৎ প্রবর্ত্তক ঈশ্বরকে পৃথক্ জানিয়া ভজন করে তখনই সেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। "জীব যখন নিজ হইতে স্বতন্ত্র পৃথক্ ঈশ্বরকে অবগত হয়, এবং এই ঈশ্বরের মহিমাকে ভজন করে তখনই বীতশোক হয় অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ করে" ইত্যাদিস্থলে তাদৃশ ভেদে মোক্ষরূপ ফল শ্রবণ করা যাইতেছে। এবং পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট প্রতিযোগিকরূপে সেই ভেদটী লোকেতে অজ্ঞাতই। সেই সকল বিরুদ্ধ বিভুত্ব অনুত্ব নিয়ামকত্ব নিয়ম্যত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব অল্পজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মসকল একমাত্র শাস্ত্রের দ্বারাতেই অবগত হওয়া যায়। কিন্তু অভেদটী বিফল, অভেদে মায়াবাদী সকল ফল স্বীকার করিতে পারেন না। (ফল স্বীকার করিলে আত্মাতে বিশিষ্টতা স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং নির্ব্বিশেষবাদ থাকে না।) অভেদবাদে অজ্ঞাতটী নরশৃঙ্গতুল্য যেহেতু তাহার কোন সত্তাই নাই। (তাৎপর্য্য এই লোকে অজ্ঞাত অভেদটী কেবলমাত্র শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, ইহা বলিলে অভেদবাদটী শাস্ত্রবাচ্য হইয়া পড়ে। তাহা হইলে ব্রহ্ম অবাঙ্মনগোচর, শব্দ অবাচ্য যৎকিঞ্চিদেতৎ ইত্যাদি মায়াবাদ সিদ্ধান্ত লোপ হয়।) তবে অভেদবোধিকা শ্রুতিসকল তদায়ত্তবৃত্তিকত্ব এবং তদ্ব্যাপ্যত্ব দ্বারাতে সঙ্গমিত হয়। অর্থাৎ জীবের বৃত্তি ঈশ্বরাধীন এবং জীব ঈশ্বরব্যাপ্য, এই হেতু অর্থাৎ যে যাহার অধীন এবং যে যাহার ব্যাপ্য তাহাকে তদভেদ বলা যায়, ইহাই অভেদ বোধিকা শ্রুতির সঙ্গতি ॥২৪॥

কিঞ্চাভেদো ব্রহ্মেতরো ব্রহ্মাত্মকো বা। নাদ্যঃ অভেদহানাৎ তদিতরস্যমিথ্যাত্বেন শ্রুতীনামতত্ত্বাবেদকত্বাপত্তেশ্চ সত্যতা চ। ভেদস্যমিথো বিরুদ্ধয়োরন্যতরনিষেধস্যান্যতরবিধিব্যাপ্তত্বাচ্চ। ন চান্ত্যঃ ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশতয়া নিত্যসিদ্ধ্যা শ্রুতীনাংসিদ্ধসাধনতাপত্তেশ্চ ॥ ২৫ ॥

অপি চ নাভেদস্যোপদেশঃ সিদ্ধতি। উপদেষ্টুরনির্ণয়াৎ তথা, তদুপদেষ্টা তত্ত্বজ্ঞো ন বা। আদ্যেঽদ্বিতীয়মাত্মানং বিজানত স্তস্য নোপদেশ্য ভেদদৃষ্টিরিতি। ন তং প্রতি উপদেশঃ সম্ভবেৎ। অন্যেঽপ্যজ্ঞত্বাৎ নাত্মজ্ঞানোপদেষ্টৃত্বম্ ॥ ২৬ ॥

আরও এই অভেদটী কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথবা ব্রহ্মাত্মক ? প্রথমটী বলিতে পার না, কেন না অভেদের হানি হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং তাহা হইতে ভিন্ন অভেদ এই প্রকারে পদার্থ দুইটী হওয়ায় আর অভেদবাদ থাকিল না এবং ব্রহ্মেতর বস্তুমাত্রই মিথ্যাহেতু শ্রুতিসকলও অতত্ত্বের (মিথ্যার) প্রকাশক হইয়া পড়েন এবং ঐ অভেদটী মিথ্যা হওয়ায় তদ্‌বিপরীত ভেদটী সত্য হইয়া পড়ে। কেন না পরস্পর বিরুদ্ধ যুগলের মধ্যে একের নিষেধ হইলে অন্যটীর বিধি প্রাপ্তি অনিবার্য। অন্ত্যটিও বলিতে পার না অর্থাৎ অভেদটি ব্রহ্মাত্মক ইহাও বলিতে পার না, কেন না ব্রহ্ম যখন স্বপ্রকাশ

অথাধিগতাভেদস্য তস্য বাধিতানুবৃত্তিরূপমিদং ভেদদর্শনং মরীচিকাবারিবুদ্ধিবদতো নোপদেশানুপপত্তিরিতি চেন্মন্দং। দৃষ্টান্তবিরোধাৎ তদ্বুদ্ধির্হি বাধিতানুবর্ত্তমানাপি ন বার্য্যাহরণে প্রবর্ত্তয়েদেবমভেদজ্ঞানবাধিতা ভেদদৃষ্টিরনুবর্ত্তমানাপি মিথ্যার্থবিষয়ত্ব নিশ্চয়ান্নোপদেশে প্রবর্ত্তয়েদিতি বিষয়নির্দর্শনম্ ॥২৭॥

যত্তু শুদ্ধে চৈতন্যে অজ্ঞানেনকল্পিতমিদং বিশ্বং তজ্জ্ঞানেন বাধ্যতে রজ্জুভুজঙ্গবৎ তেনাদ্বৈতং সিদ্ধমেবেতি বদন্তি, তদপি নিরবধানমেব ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। তথাহি কেদমজ্ঞানং ব্রহ্মণি জীবে বা? ন প্রথমঃ স্বপ্রকাশচৈতন্যে তস্মিংস্তদ্যোগাসম্ভবাৎ তুরীয়ত্বহানাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ কল্পনাৎপূর্ব্বং জীবভাবাসিদ্ধেঃ ॥ ২৮ ॥

তদভেদও স্বপ্রকাশ সুতরাং নিত্যসিদ্ধ, পুনরায় শ্রুতি তাহা সাধন করিলে শ্রুতির সিদ্ধসাধনতা দোষ হয় ॥২৫॥

আরও অভেদের উপদেশ সিদ্ধ হয় না কারণ উপদেষ্টার নির্ণয় (নিশ্চয়) নাই। অভেদের যিনি উপদেষ্টা তিনি তত্ত্বজ্ঞ কি না? তত্ত্বজ্ঞ বলিতে পার না, কেন না উপদেষ্টা তত্ত্বজ্ঞ হইলে, অখণ্ড আত্মজ্ঞানী সেই উপদেষ্টার উপদেশের যোগ্য ভেদদৃষ্টি থাকে না। অর্থাৎ উপদেষ্টা এবং উপদেশ্য এই ভেদদৃষ্টি থাকে না আবার অখণ্ড আত্মার প্রতিও উপদেশ সম্ভবে না। আর উপদেষ্টা যদি অন্য হয়েন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ না হয়েন তাহা হইলে অজ্ঞতাহেতু আত্মজ্ঞানে উপদেষ্টা হইতে পারেন না, যে আত্মজ্ঞ নহে সে আত্মবিষয়ক কি জ্ঞান উপদেশ করিবে? ॥ ২৬ ॥

যদি বল যে অভেদজ্ঞানী সেই তত্ত্বজ্ঞে ব্যক্তির উপদেশ্য রূপ ভেদদৃষ্টিটী বাধিতানুবৃত্তিরূপ অর্থাৎ ভেদদৃষ্টিটী অভেদ জ্ঞানে বাধিতই আছে, কেবল উপদেশকালে উহার অনুবৃত্তি হয় অর্থাৎ উপস্থিতি হয়; যেমন মরীচিকাতে জলবুদ্ধি, অর্থাৎ মরীচিকায় জল জ্ঞানটী জ্ঞানী ব্যক্তির বাধিত হইলেও যেমন মরুভূমিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকিরণে জলের মত দেখায়, সেইরূপ ভেদদৃষ্টি বাধিত হইলেও উপদেশকালে ভেদের মত ব্যবহার হয়। অতএব উপদেশ অসম্ভব হয় না। এই প্রকার সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে, কেন না এখানে দৃষ্টান্ত বিরোধ ঘটিতেছে। যথা—মরীচিকাতে যে জলবুদ্ধি সেটী বাধিত হইয়া পুনরায় অনুবৃত্ত হইলেও সেই মরীচিকাতে জল আহরণের নিমিত্ত কাহাকেও প্রবর্ত্তন করে না। এইরূপ অভেদ জ্ঞানদ্বারা ভেদদৃষ্টি বাধিতা হইয়া পরে অনুবৃত্তা হইলেও মিথ্যা বিষয়ত্বাবধারণ হেতু (কোনও অভেদজ্ঞানীকে) আর উপদেশে প্রবর্ত্তন করায় না। বাধিতানুবৃত্তির বিষয়ের নির্দর্শনও এই প্রকার। অর্থাৎ এখানে মাত্র দৃষ্টান্ত বিরোধ দেখান হইল, ইহা ভিন্ন বিষয় বিরোধও আছে; যেমন চক্ষু তিমিররোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তি দুইটি চন্দ্র দেখে, এখানে চন্দ্রৈকত্বজ্ঞানাদিদ্বারা দ্বিচন্দ্র জ্ঞানের কারণ যে সত্য চক্ষু তিমিরাদিদোষ, তাহার বিনাশ না হওয়ায় অর্থাৎ দোষরূপ কারণ বর্ত্তমান থাকায় দ্বিচন্দ্রজ্ঞানরূপ বাধিতানুবৃত্তিযুক্তই হয়। কিন্তু তাদৃশ অভেদজ্ঞানরূপ বাধকের দ্বারা আত্মভিন্ন ভেদজ্ঞানের কারণ অজ্ঞানাদির নাশ হওয়ায় অর্থাৎ ভেদজ্ঞানের কারণ নাশ হওয়ায় আর কোন সময়েই ভেদজ্ঞানরূপ কার্য্য উদয় হইতে পারে না। সুতরাং উপদেশকালেও অভেদ জ্ঞানীর ভেদদৃষ্টি অসম্ভব। ইহাই এখানে বিষয়বিরোধ ॥ ২৭ ॥

আবার মায়াবাদীগণ বলেন যে—এই বিশ্বপ্রপঞ্চ শুদ্ধচৈতন্যে অজ্ঞান কর্ত্তৃক কল্পিতমাত্র, এই বিশ্ব সত্য নহে। শুদ্ধচৈতন্য জ্ঞান দ্বারা ইহার বাধ হয় অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্য জ্ঞান হইলে আর এই বিশ্ব থাকে না। দৃষ্টান্ত যেমন রজ্জুতে ভুজঙ্গ কল্পিত হয়, কিন্তু রজ্জু জ্ঞান হইলে আর ভুজঙ্গ থাকে না। সুতরাং "অদ্বৈত" সিদ্ধই হইতেছে। উক্তপ্রকার সিদ্ধান্তও প্রমাদগ্রস্ত; কেননা উহা তর্কাসহ। যথা—এই অজ্ঞানটি কোথায়? ইহা ব্রহ্মে কিম্বা জীবে অবস্থান করে? প্রথমটী বলিতে পার না, কারণ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ চৈতন্য, তাহাতে অজ্ঞানের সংযোগ অসম্ভব। বিশেষতঃ শুদ্ধচৈতন্যে অজ্ঞানের সংযোগ স্বীকার করিলে শুদ্ধচৈতন্যের তুরীয়ত্তার হানি হয়। তাৎপর্য্য এই যে—শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞানের সংযোগটী কি প্রকার ইহা কি ব্রহ্মের একদেশব্যাপী সংযোগ? অথবা সর্ব্বব্যাপী সংযোগ? যদি বল একদেশব্যাপী অর্থাৎ অজ্ঞানটী ব্রহ্মের একদেশ ব্যাপিয়া থাকে। তাহা বলিতে পার না, কারণ নিরবয়ব ব্রহ্মে দেশবিভাগ হয় না, দ্বিতীয়তঃ পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞানের

অথাজ্ঞানং সত্যং নবা। নাদ্যঃ অনিবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। নাপন্ত্যঃ প্রতীতিবিরহাৎ। নচ সদসদ্বিলক্ষণত্বা দিষ্টসিদ্ধিঃ তাদৃশেপ্রমাণাভাবাৎ। ঘটাদীনাং সত্ত্বং খপুষ্পাদীনামসত্ত্বং ঘটাদীনামেব দেশকালব্যবস্থয়া সদসত্ত্বমিতি প্রকার ত্রয়সৈবানুভবান্নাতোঽন্যৎ সদসদ্বিলক্ষণমনির্ব্বচনীয়মজ্ঞানং স্বীকর্ত্তুং শক্যংযৎকিঞ্চিদেতৎ॥

তস্মাৎ পরাখ্যশক্তিমতা ভগবতা নিমিত্তেন, প্রধানাদিশক্তিমতাচ তেনোপাদানেন সিদ্ধমিদং জগৎ পারমার্থিকমেব। সোঽকাময়তবহুস্যাং প্রজায়েয়'' সতপোঽতপ্যত'' স তপস্তপ্তা ইদং সর্ব্বমসৃজৎ'' যদিদং কিঞ্চিৎকবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'' তদাত্মানং স্বয়ং অকুরুতেত্যাদিশ্রবণাৎ। তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলং। আবির্ভাবতিরোভাবজন্মনাশবিকল্পবৎ॥ ইতি বৈষ্ণবাৎ। ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যঞ্চৈব প্রজাপতিঃ। সত্যাজ্ জাতানি ভূতানি সত্যং ভূতময়ং জগদিতি মহাভারতাচ্চ। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেত্যত্রাপি বনলীন বিহঙ্গাদিন্যায়েন তদপি জগৎ সত্যং সিদ্ধং। ভ্রমবাদস্তু সর্ব্বথানুপপন্নঃ। সোঽকাময়ত ইত্যাদিশ্রুতি ব্যাকোপাৎ॥

বিনাশে ব্রহ্মপ্রদেশযুক্ত আবার অজ্ঞানের সংযোগে বদ্ধ এইপ্রকার দোষ হয়। আবার ব্রহ্মের সর্ব্বাংশে অজ্ঞান সংযোগ ইহাও বলিতে পার না। কারণ ''শিবং শান্তমদ্বৈতং চতুর্থং'' এই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে তুরীয় বলিতেছেন, এই তুরীয়তার হানি হয়। আবার জীবে এই অজ্ঞান ইহাও বলিতে পার না। কারণ কল্পনার পূর্ব্বে জীবভাবই সিদ্ধ হয় না ইতি॥ ২৮॥

বঙ্গানুবাদ—এই অজ্ঞানটী সত্য কি না? অজ্ঞানকে সত্য বলিতে পার না, কারণ অজ্ঞান সত্য হইলে আর কোন সময় নিবৃত্তির সম্ভব থাকে না। আবার অসত্যও বলিতে পার না কারণ "আমি অজ্ঞ'' ইত্যাদি প্রতীতির অভাব হইয়া পড়ে। আবার "সদসদ্ বিলক্ষণ'' এই প্রকার লক্ষণ করিয়া ইষ্টসিদ্ধিও হয় না। কারণ তাদৃশ সদসদ্বিলক্ষণ অজ্ঞান বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। ঘটপটাদির সত্তাই দেখা যায়, আর আকাশকুসুমাদির অসত্তা, দেশকালাদির ব্যবস্থায় ঘটপটাদির সত্তা এবং অসত্তা অর্থাৎ এইদেশে যে ঘটটী আছে অপর দেশে সেটী নাই, এইকালে যে ঘটটী আছে অন্তকালে অর্থাৎ প্রাক্‌কালে বা ভবিষ্যতে সেটী ছিল না বা থাকিবে না। এইরূপে সৎ, অসৎ, এবং সদসৎ এই তিন প্রকার অনুভব ভিন্ন আর এক প্রকার সদসদ্বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয় বলিয়া অজ্ঞানকে স্বীকার করা যাইতে পারে না।

সুতরাং পরাখ্য শক্তিমান্ ভগবান এই জগতের নিমিত্তকারণ এবং প্রধানাদিশক্তি অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি) এবং জীবশক্তিযুক্ত সেই ভগবানই উপাদানকারণ। এই জন্যই এই জগৎরূপকার্য্য পারমার্থিক অর্থাৎ সত্য ইহাই সিদ্ধ হইল। রজ্জু সর্পের ন্যায় ভ্রমমাত্র নহে। শ্রুতিপ্রমাণ যথা—"সেই ভগবান্ ইচ্ছা করিয়াছিলেন আমি বহু হইব" তিঁনি তপঃ অর্থাৎ জ্ঞানালোচনা করিয়াছিলেন'' তিনি জ্ঞানালোচনাপূর্ব্বক এই সমস্ত জগৎ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছিলেন'' তিনি কবি (নিরঙ্কুশ জ্ঞানবান্ দ্রষ্টা) মনীষি (মননশীল) পরিভু (স্বতন্ত্র) স্বয়ম্ভু (স্বতঃসিদ্ধ) হইয়া পরম মঙ্গলাবধি যথাতথ্য পদার্থসমূহকে সৃজন করিয়াছেন" সেই ভগবান নিজকেই নিজে সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও বলিয়াছেন—হে মুনিবর! এই জগৎ নিত্য এবং অক্ষয় অর্থাৎ সত্তালোপ হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না; ইহা আবির্ভাবতিরোভাব এবং জন্মনাশ বিকল্পবান্। অর্থাৎ এই জগতে যাহা শ্রীভগবানের অবতারাদি কার্য্য তাহা আবির্ভাবতিরোভাবমাত্র এবং যাহা জীবপ্রধানাদি কার্য্য তাহা জন্মনাশবান্। শ্রীমহাভারতেও বলিয়াছেন—ব্রহ্ম সত্য, তপঃ সত্য, প্রজাপতি সত্য, সত্য হইতে এই ভূতসকল জাত হইয়াছে, সত্যভূতময় এই জগৎ! শ্রুতিতে "সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ছিলেন'' ইত্যাদি বাক্যে বনে লীন বিহঙ্গের মত ব্রহ্মেতেই এই জগৎ লীন ছিল, সত্তালোপ লয় নহে। সুতরাং জগৎ সত্য ইহাই সিদ্ধ হইল। মায়াবাদীর ভ্রমবাদটী অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে এই জগৎ ভ্রমমাত্র ইত্যাদি মায়াবাদ

কিঞ্চ। ক কস্যায়ং ভ্রমঃ শুদ্ধচৈতন্যে জীবস্যেতি চেন্ন। তস্যাপ্রত্যক্ষত্বাৎ। অধ্যারোপে হ্যধিষ্ঠান সাক্ষাৎকারস্তন্ত্রং। নচ শুদ্ধচৈতন্যং স্বস্মিন্ জগদ্রূপেণ পশ্যতি তস্য নিত্যসিদ্ধস্বরূপজ্ঞানত্বাৎ। কিঞ্চ। সাদৃশ্যাবলম্বী ভ্রমোঽনুমীয়তে স্থাণুঃ পুমানিত্যাদৌ। তথাচ ভ্রমবিষয়াজ্জগতোঽন্যৎ পারমার্থিকং সিদ্ধম্। অস্তিহি শুক্তিরজতাদন্যৎ পারমার্থিকং হট্টস্থং তদিত্যনুপপন্নস্তদ্বাদঃ। তস্মাদীশ্বরাদন্যস্তদ্বন্নিত্য চেতন স্তদ্দাসো জীবোভবতীতি সিদ্ধম্ ॥

সিদ্ধান্ত সিদ্ধাটি "সোঽকাময়ত" ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধবশতঃ সর্ব্বথা অনুপপন্ন হইতেছে।

আরও বলি—এই যে ভ্রম এই ভ্রমটী কোথায় কাহার হয়। যদি বল শুদ্ধচৈতন্যে জীবেরই ভ্রম, ইহা বলিতে পার না। কারণ শুদ্ধচৈতন্য প্রত্যক্ষ নহে। অধিষ্ঠানের সাক্ষাৎকারই অধ্যারোপে নিয়ম। (তাৎপর্য্য এই যে ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে সর্পের আরোপ হয়, এখানে রজ্জুটী অধিষ্ঠান, এই রজ্জুটী প্রত্যক্ষ হওয়া চাই, যদি অধিষ্ঠান রজ্জুই প্রত্যক্ষ না হয় তাহা হইলে ভ্রম কোথায় হইবে? এবং ভ্রমবশতঃ সর্পের আরোপই বা কোথায় হইবে? শুদ্ধ চৈতন্য রজ্জুর মত প্রত্যক্ষ নহে, সুতরাং তাহাতে ভ্রমবশতঃ আরোপ হইতে পারে না) আবার শুদ্ধচৈতন্যই নিজেতেই ভ্রমজগদ্রূপ দেখিতেছেন, ইহাও বলিতে পার না। কারণ নিত্যসিদ্ধস্বরূপ জ্ঞানই শুদ্ধচৈতন্য (তাহাতে অজ্ঞানজনিত ভ্রম কখনই সম্ভবে না) আরও বলি, সাদৃশ্যকেই অবলম্বন করিয়াই ভ্রম হয়। যেমন স্থানুতে পুরুষ ভ্রম হয়, রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়। (তাৎপর্য্য এই যে যাহার সঙ্গে যাহার সাদৃশ্য নাই তাহাতে তাহার ভ্রম হয় না। সাদৃশ্য নাই বলিয়া অঙ্গারাদিতে রজতাদির ভ্রম হয় না; সুতরাং ভ্রমে সাদৃশ্যাবলম্বন চাই)। তাহা হইলে ভ্রমবিষয় জগৎ হইতে ভিন্ন আর একটী সত্যজগৎ স্বীকার করিতে হয়। যেমন হট্টাদিতে সত্যরজত, শুক্তিতে ভ্রম রজত হইতে ভিন্ন এবং সত্য। অতএব মায়াবাদীর এই ভ্রমবাদসিদ্ধান্ত কোন প্রকারে উপপন্ন হইতেছে না। তাহা হইলে এখন দেখা যাইতেছে যে ঈশ্বর যেমন নিত্যচেতন, এইপ্রকার নিত্যচেতন জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন এবং ঈশ্বরাধীন দাসস্বরূপ, ইহাই শ্রুতিসিদ্ধ।

ইতি শ্রীমদ্বেদান্তাচার্য্যবর্য্যশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিতে বেদান্তস্যমন্তকে জীব নিরূপণ-স্তৃতীয়ঃ কিরণঃ ॥

ইতি ওঁ শ্রীমদ্‌গৌরগোবিন্দ ভাগবৎস্বামি বিষ্ণুপাদানুগত শ্রীনলিনীকান্ত দেবশর্ম্ম গোস্বামীকৃতো বেদান্তস্যমন্তকে জীবনিরুপণে তৃতীয় কিরণস্যবঙ্গানুবাদঃ।

বেদান্ত-স্যমন্তকস্য চতুর্থ কিরণঃ

মূলং—অথ প্রকৃতিতত্ত্বং নির্ণীয়তে। সত্ত্বাদি-গুণত্রয়াশ্রয়ো দ্রব্যং প্রকৃতির্নিত্যাচ সা। গৌরনাদ্যন্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী। সিতাসিতাচ রক্তা চ সর্ব্বকামদুঘা বিভোরিত্যাদিশ্রুতেঃ। ত্রিগুণং তজ্জগদ্ যোনিরনাদি প্রভবাপ্যয়ম্। অচেতনা পরার্থাচ নিত্যা সতত বিক্রিয়া। ত্রিগুণং কর্ম্মিণাং ক্ষেত্রং প্রকৃতে রূপমুচ্যতে ইতি স্মরণাচ্চ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—জীব নিরূপণান্তর প্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করা হইতেছে। সত্ত্বরজস্তম এই গুণত্রয়ের আশ্রয়রূপ দ্রব্যই প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি নিত্যা। চুলিকোপনিষদে বলিয়াছেন যথা—এই প্রকৃতি সন্তানোৎপাদনে গোতুল্যা, আদ্যঅন্তরহিতা। ইনি সকলের জনয়িত্রী এবং ভূতসকলের ভাবয়িত্রী, সত্ত্বতমোরজোময়ী বিভুরূপী ভগবানের কাম দোহন করেন, অর্থাৎ বিবিধ বিচিত্র সৃষ্টি কার্য্যসাধিকা, ইত্যাদি। স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে যথা—সেই প্রকৃতি ত্রিগুণ, জগতের কারণ, অনাদি এবং জগতের উৎপত্তি লয়স্থান ॥ ইতি। এই প্রকৃতি অচেতনরূপিণী, নিত্যা, পরার্থা অর্থাৎ জীবের নিমিত্ত ইহার সৃষ্টি আদিকার্য্য, এবং সতত বিকারাত্মিকা। ইতি। যাহা কর্ম্মবদ্ধ জীবগণের ক্ষেত্র, এবং সত্ত্বরজঃতমঃ এই ত্রিগুণস্বরূপ, তাহাকেই প্রকৃতির রূপ বলা যায়। ইত্যাদি। (এখানে "সত্ত্বাদিগুণাশ্রয়ো দ্রব্যং" এইবাক্যে প্রকৃতিকে দ্রব্য বলা হইয়াছে, তাৎপর্য্য

তত্র প্রকাশাদির্গুণঃ সত্ত্বং রাগদুঃখাদিহেতু রজঃ প্রমাদালস্যাদি হেতুস্তু তমঃ। এষাং সাম্যে প্রলয়ঃ একদেহস্থ কফবাতপিত্তসাম্যে মৃত্যুরিব। অঙ্গাঙ্গিভাবেন বৈষম্যে তু মহদাদিসর্গঃ স্যাৎ। প্রলয়ে স্বরূপঃ সাম্যরূপঃ পরিণামঃ সর্গে তু বিরূপঃ স ইতি সততবিক্রিয়েত্যুক্তম্। প্রকৃতেরস্যাঃ প্রথম পরিণামাদিনাত্মন্য নধ্যবসায় হেতুঃ সচ ত্রিবিধঃ। সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহানিতি বৈষ্ণবাৎ॥ ২॥

তস্মিন্ বিকারবিশেষোঽহঙ্কারঃ, আত্মনি দেহাহন্তাবহেতুরিতি। স চ সাত্ত্বিকো রাজসস্তামসশ্চেতি

এই এক মায়াশক্তির দুইটী অবস্থা; একটী গুণপ্রধানাবস্থা আর একটী দ্রব্যপ্রধানাবস্থা। একটী নিমিত্তাংশপ্রধান, আর একটী উপাদানাংশ প্রধান। প্রথমটীকে জীবমায়া, আর দ্বিতীয়টীকে গুণমায়া বলা যায়। এখানে মূলে প্রকৃতিশব্দে সত্ত্বরজস্তমগুণময় মহদাদি পৃথিব্যন্ত্য দ্রব্যের উপাদানরূপিণী দ্বিতীয়টীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহাকে প্রধানও বলা যায়। আর যেটী গুণপ্রধানাবস্থা সেটী পরে কালকর্ম্মরূপে বর্ণন করা হইবে)॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ—প্রকৃতির লক্ষণে সত্ত্বাদি তিনটী গুণের কথা বলা হইয়াছে, এখন সেই গুণত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ করিতেছেন—প্রকাশাদি ধর্ম্মগুণকে সত্ত্ব বলা যায়। রাগদুঃখাদির হেতু গুণকে রজঃ বলা যায়। প্রমাদালস্যাদির হেতু গুণকে তমঃ বলা যায়। যেমন একদেহস্থিত কফবাতপিত্তের সাম্য হইলে মৃত্যু হয়, সেই রূপ এই সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণত্রয়ের সাম্যদশায় প্রলয় হয়। আর উহাদের পরস্পরের অঙ্গাঙ্গীভাবে বৈষম্য ঘটিলে মহদাদির সৃষ্টি কার্য্য হয়। প্রলয়দশাতে স্বরূপ সাম্যরূপ পরিণাম হয়। আর সৃষ্টিদশায় বিরূপ পরিণাম হয়। এইরূপে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সততই বিক্রিয়াই বলা হইয়াছে। এই প্রকৃতির প্রথম পরিণামাদির দ্বারা আত্মাতে অনধ্যবসায়ের হেতু মহৎতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। সেই মহান্ ত্রিবিধ। যথা বিষ্ণুপুরাণে—সাত্ত্বিক রাজসিক এবং তামসিক ভেদে মহান্ ত্রিবিধ ইতি॥ ২॥

ত্রিবিধঃ॥ ক্রমাদ্বৈকারিক-তৈজস-ভূতাদিশব্দৈশ্চাভিধীয়তে। মধ্যমস্তু দ্বয়োঃ প্রবর্ত্তকতয়া সহকারীত্যাহুঃ। সাত্ত্বিকাদহঙ্কারাদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্র্যো দেবতা মনশ্চ। রাজসাদ্বাহ্যেন্দ্রিয়াণি দশ। তামসাত্তু তন্মাত্রদ্বারাকাশাদীনি পঞ্চেতি। এবমেবোক্তমেকাদশে—ততো বিকুর্ব্বতো জাতো যোঽহঙ্কারো বিমোহনঃ। বৈকারিক স্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং-ত্রিবিৎ। তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারণং চিদচিন্ময়ঃ। অর্থস্তন্মাত্রিকাজ্জজ্ঞে তামসাদিন্দ্রিয়াণিচ। তৈজসাদ্দেবতা আসন্নেকাদশ চ বৈকৃতাদিতি॥ তামসাদর্থঃ পঞ্চভূতলক্ষণঃ। তৈজসাদিন্দ্রিয়াণি দশ। বৈকৃতাদেকাদশ দেবতা আসন্ মনশ্চেত্যর্থঃ। তৃতীয়েচ" মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাদ্ভগবদ্বীর্য্য চোদিতাৎ। ক্রিয়াশক্তিরহঙ্কার স্ত্রিবিধঃ সমপদ্যত। বৈকারিক স্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতোভবঃ। মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ভূতানাং মহতামপীতি॥ মনসশ্চেতি চাদ্দেবতানাঞ্চেতি বোধ্যংক্রমাদিতি চ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ—সেই মহৎতত্ত্বে বিকারবিশেষই অহঙ্কার। এই অহঙ্কারই আত্মাতে দেহাভিমানের হেতু। সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস ভেদে সেই অহঙ্কার ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক অহঙ্কারকে বৈকারিক, রাজস অহঙ্কারকে তৈজস, এবং তামস অহঙ্কারকে ভূতাদি শব্দের দ্বারা ব্যবহার হয়। ইহার মধ্যে মধ্যমটী অর্থাৎ রাজসটী অন্য দুইটীর অর্থাৎ সাত্ত্বিক এবং তামসিকের প্রবর্ত্তকরূপে সহকারী, ইহাই বিদ্বানগণ বলিয়া থাকেন। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাসকল এবং মন উৎপন্ন হয়। রাজস অহঙ্কার হইতে দশবাহ্যেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি এবং তামস অংঙ্কার হইতে তন্মাত্র দ্বারা আকাশাদি পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যথা—সেই বিকারপ্রাপ্ত মহৎতত্ত্ব হইতে জীববিমোহন অহঙ্কার জাত হইয়াছিল। বৈকারিক তৈজস এবং তামস এই বৃত্তিত্রয়বান্ অহঙ্কারই তন্মাত্রা ইন্দ্রিয় এবং মন উৎপত্তির কারণ। এই অহঙ্কার চিদচিন্ময় অর্থাৎ নিজে অচিন্ময় অর্থাৎ জড়রূপী হইয়াও

অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ। দ্বিবিধং খল্বিন্দ্রিয়ং অন্তরিন্দ্রিয়ং বহিরিন্দ্রিয়ঞ্চেতি। তত্রান্তরিন্দ্রিয়ং মনঃ সাত্ত্বিকাহঙ্কারোপাদানকং দ্রব্যং সঙ্কল্পবিকল্পহেতুর্হৃৎ প্রদেশবৃত্তি। তদেব ক্বচিদধ্যবসায়াভিমানচিন্তারূপ কার্য্য ভেদাদ্ বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তসংজ্ঞাং ধত্তে। ইদং মনোবিষয়সংসর্গে বন্ধহেতুঃ। মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। অশুদ্ধং কামসঙ্কল্পং শুদ্ধং কামবিবর্জ্জিতমিতি শ্রুতেঃ। তদিত্থং স্মৃত্যাদিকরণমিন্দ্রিয়ং মনঃসিদ্ধং ॥ ৪ ॥

চিদ্রূপ জীবের উপাধি হওয়ায় জীবৈক্যবশতঃ চিজ্জড়-গ্রন্থিরূপ। তন্মাত্রা দ্বারা তামস অহঙ্কার হইতে অর্থ অর্থাৎ ভূতপঞ্চ জাত হইয়াছিল। তৈজস হইতে ইন্দ্রিয় সকল এবং বৈকৃত হইতে একাদশ দেবতা জাত হইয়াছিল। শ্লোকে যে "চ" শব্দ আছে তাহার বলে মনকেও বুঝিতে হইবে। তৃতীয় স্কন্ধেও বলিয়াছেন যথা—ভগবদ্বীর্য্য চোদিত অর্থাৎ কালকর্তৃক প্রেরিত বিকারপ্রাপ্ত মহৎতত্ত্ব হইতে ক্রিয়াশক্তি প্রধান অর্থাৎ মন আদির উৎপাদনে শক্তিমান ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছিল! ঐ অহঙ্কার বৈকারিক রাজস এবং তামস ভেদে তিন প্রকার। যে অহঙ্কার হইতে মন ইন্দ্রিয় এবং মহাভূতগণের উৎপত্তি হয়। এখানে শ্লোকে চকারের তাৎপর্য্য, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাও বুঝিবে। ইতি ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—এখানে নিষ্কর্ষ অর্থ এই, ইন্দ্রিয় দুই প্রকার। একটী অন্তরিন্দ্রিয়, আর একটী বহিরিন্দ্রিয়। তন্মধ্যে মনই অন্তরিন্দ্রিয়, সঙ্কল্পবিকল্পই মনের কার্য্য, সাত্ত্বিক অহঙ্কার ইহার উপাদান কারণ, ইহা দ্রব্যরূপ, হৃদয় প্রদেশে ইহার অবস্থান। সেই এক মনই অধ্যবসায় (নিশ্চয়) অভিমান এবং চিন্তারূপ কার্য্যভেদে বুদ্ধি, অহঙ্কার, এবং চিত্ত নাম ধারণ করে। বিষয়ের সহিত সংসর্গ হইলে এই মনই সংসারবন্ধনের কারণ হয়। যথা—শ্রুতিমনুষ্যদিগের বন্ধ এবং মোক্ষের প্রতি মনই কারণ, কাম সংস্কল্প মনই অশুদ্ধ, ইহাই বন্ধনের কারণ, আর কাম-বিবর্জ্জিত শুদ্ধ মনই মোক্ষের কারণ হয়। ইতি। স্মৃতি আদি কার্য্যের প্রতি অসাধারণ এই মনই; এই মন স্বীকার না করিলে স্মৃতি আদি কার্য্য হয় না, এতএব মন নামক দ্রব্য সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৪ ॥

রাজসাহঙ্কারোপাদানকং দ্রব্যং বহিরিন্দ্রিয়ং। তচ্চ দ্বিবিধং জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয়ভেদাৎ। তত্রাদ্যং পঞ্চবিধং শ্রোত্রত্বক্চক্ষুরসনঘ্রাণভেদাৎ। তত্র শব্দমাত্র গ্রাহকমিন্দ্রিয়ং শ্রোত্রং মনুষ্যাদীনাং কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্নপ্রদেশবৃত্তি সর্পাণাং তু চক্ষুর্বৃত্তি। স্পর্শমাত্রগ্রাহকমিন্দ্রিয়ং ত্বক্ সর্ব্বশরীরবৃত্তিঃ নখকেশাদৌ প্রাণমাত্রতারতম্যাৎ স্পর্শানুপলব্ধিঃ। রূপমাত্র গ্রাহকমিন্দ্রিয়ং চক্ষুঃ কৃষ্ণতারাগ্রবৃত্তি। রসমাত্রগ্রাহকমিন্দ্রিয়ং রসনং জিহ্বাগ্রবৃত্তি। গন্ধমাত্রগ্রাহকমিন্দ্রিয়ং ঘ্রাণং নাসাগ্রবৃত্তি ॥ ৫ ॥

শ্রোত্রাদীনাং পঞ্চানামাকাশাদীনি পঞ্চক্রমেনাপ্যায়কানি ভবন্তীতি। ভৌতিকত্বমেষামুপচর্য্যতে। এবং মনঃপ্রাণবাচাংচ ক্রমাৎ পৃথিব্যপ্‌তেজোভিরাপ্যায়ণাৎ তত্তন্ময়ত্বং। শ্রুতিশ্চ—অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ আপোময় প্রাণঃ তেজোময়ী বাগিতি ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—বহিরিন্দ্রিয় দ্রব্যের উপাদানকারণ রাজস অহঙ্কার। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ই ভেদে সেই বহিরিন্দ্রিয় দ্বিবিধ। তারমধ্যে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, রসনা, ঘ্রাণভেদে জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রকার। তার মধ্যে শব্দমাত্র গ্রাহক ইন্দ্রিয়কে শ্রোত্র বলা যায়। মনুষ্যাদির কর্ণ শষ্কুলী দেশে অবস্থান করে। কিন্তু সর্পাদির চক্ষুঃ প্রদেশেই ইহার বৃত্তি। স্পর্শমাত্র গ্রাহক ইন্দ্রিয়ই ত্বক্। ইহা সর্ব্বশরীরে থাকে। নখকেশাদিতে প্রাণের তারতম্য বশতই স্পর্শের উপলব্ধি হয় না। রূপমাত্র গ্রাহক ইন্দ্রিয়কে চক্ষুঃ বলা যায়। ইহা চক্ষুর্গোলক কৃষ্ণতারাগ্রে অবস্থান করে। রসমাত্র গ্রাহকইন্দ্রিয়ই রসন নামেই কথিত হয়। ইহা জিহ্বার অগ্রদেশে বৃত্তি। গন্ধমাত্র গ্রাহকইন্দ্রিয়ই ঘ্রাণ। ইহার অবস্থান নাসাগ্রে ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—আকাশাদির পঞ্চভূত ক্রমানুসারে শ্রোত্রাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বর্দ্ধক, এই হেতু এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কে ভৌতিক বলিয়া উপচার করা হয়। তাৎপর্য্য এই যে শ্রোত্রাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি রাজস অহঙ্কার

অন্যমপি পঞ্চবিধং বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থ ভেদাৎ। তত্র বর্ণোচ্চারণহেতুরিন্দ্রিয়ং বাক্ হৃৎ-কণ্ঠাদিবৃত্তিঃ। যদুক্তং "অষ্টৌস্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃশিরস্তথা। জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তালু চেতি" বেদভ্যাষ্যে। গবাদিষ্বষ্টাভাবাৎ তদভাবঃ। শিল্পাদিহেতুরিন্দ্রিয়ং পাণিঃ মনুষ্যাদী-নামঙ্গুল্যাদি বৃত্তিঃ হস্ত্যাদীনাং তু নাসিকাগ্রাদি-বৃত্তিঃ। সঞ্চার হেতুরিন্দ্রিয়ং পাদঃ মনুষ্যাদী-নামঙ্ঘ্রিবৃত্তিঃ উরগবিহগাদীনা মুরঃ পক্ষাদিবৃত্তি। মলাদিত্যাগহেতুরিন্দ্রিয়ং পায়ুস্তদবয়ববৃত্তিঃ। আনন্দ-বিশেষহেতুরিন্দ্রিয়মুপস্থঃ স চ মেহনাদিবৃত্তিরিতি ॥৭॥

সত্ত্বিকাহঙ্কারাদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্র্যশ্চন্দ্রাদয়শ্চতুর্দ্দশ-দেবতা ভবন্তি। তেষু চন্দ্রচতুর্ম্মুখ শঙ্করাচ্যুতৈঃ ক্রমাৎ প্রবর্ত্তিতানি মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি সংকল্পা-ধ্যবসায়াভিমানচিন্তাঃ প্রবর্ত্তয়ন্তি। দিগ্বাতার্কবরু-ণাশ্বিভিঃ ক্রমাৎ প্রবর্ত্তিতানি শ্রোত্রত্বক্চক্ষুরসন-ঘ্রাণানি শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধান্ প্রকাশয়ন্তি। অগ্নীন্দ্রোপেন্দ্র যমপ্রজাপতিভিঃ ক্রমাৎ প্রবর্ত্তিতা বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থা বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দা-ননুভাবয়ন্তীতি ॥ ৮ ॥

তামসাহঙ্কারাত্তু তন্মাত্রাণ্যন্তরীকৃত্য পঞ্চভূতান্যু-ৎপদ্যন্তে। তামসাহঙ্কারভূতবর্গয়োরান্তরালিকঃ পরি-ণাম স্তন্মাত্র শব্দবাচ্যোঽবিশেষশব্দেন চ কথ্যতে। যথা দুগ্ধদধ্নোরান্তরালিকঃ কলল পরিণাম স্তথৈব দ্রষ্টব্যঃ। ভূতবর্গস্তু বিশেষশব্দেনোক্তঃ। সূক্ষ্মাবস্থা তন্মাত্রাণি স্থূলাবস্থা তু ভূতানীতি ॥ ৯

হইতে, আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে ইহাদের উৎপত্তি নহে। তথাপি শাস্ত্রে ইহাদিগকে ভৌতিক বলা হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথ্বী, এই পঞ্চ ভূত ক্রমশঃ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণকে বর্জ্জিত করে বলিয়াই এই পঞ্চভূত জ্ঞানেন্দ্রিয়ে ভৌতিকত্ব উপচার হয়। এই প্রকার মনঃপ্রাণ বাক্যের ও ক্রমশঃ পৃথিবী, জল, এবং তেজঃ কর্ত্তৃক বর্দ্ধন হয় বলিয়াই, ঐ মনঃপ্রাণ, এবং বাক্যকে তত্তন্ময় বলা হইয়াছে। শ্রুতি যথা—হে সৌম্য! মনঃ অন্ন (পৃথিবী) ময়, প্রাণ আপোময়, বাক্ তেজোময়ী ইতি ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, ভেদে কর্ম্মেন্দ্রিয়ও পাঁচ প্রকার। তার মধ্যে বর্ণোচ্চারণহেতু ইন্দ্রিয়ই বাক্। এই বাগিন্দ্রিয় হৃদয় কণ্ঠাদি অষ্টস্থানে অবস্থান করে। যথা বেদভাষ্যে—উরঃ, (হৃদয়) কণ্ঠ, শিরঃ, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ এবং তালু, এই আটটী বর্ণের স্থান। গবাদিতে এই অষ্টের অভাব থাকায় বর্ণোচ্চা-রণেরও অভাব। শিল্পাদির হেতু ইন্দ্রিয়কে পাণি বলা যায়। এই পাণিইন্দ্রিয় মনুষ্যাদির অঙ্গুল্যাদি বৃত্তি। হস্তী আদির নাসিকাগ্র বৃত্তি। সঞ্চারের হেতু ইন্দ্রিয় পাদ। ইহা মনুষ্যাদির অঙ্ঘ্রিবৃত্তি। সর্প পক্ষী আদির উরঃ পক্ষাদিবৃত্তি। মলাদিত্যাগের হেতু ইন্দ্রিয় পায়ু। তদবয়ব (অঙ্গে) বৃত্তি। আনন্দবিশেষের হেতু ইন্দ্রিয়কে উপস্থ বলা যায়। উহা মেহন আদি বৃত্তি ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ—সাত্বিক অহঙ্কার হইতে চন্দ্রাদি চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়াধিষ্টাতা দেবতা উৎপন্ন হয়। সেই দেবতা সমূহের মধ্যে চন্দ্র, চতুর্ম্মুখ, শঙ্কর, এবং অচ্যুত কর্ত্তৃকপ্রবর্ত্তিত মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, ইহারা ক্রমশঃ সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, অভিমান এবং চিন্তাকে প্রবর্ত্তিত করে। আর শ্রোত্র, ত্বক্ চক্ষুঃ, রসনা, এবং ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ক্রমশঃ দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, এই পঞ্চ দেবতাকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, এবং গন্ধকে প্রকাশ করিয়া থাকে। আর বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ক্রমশঃ অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম, এবং প্রজা-পতি এই পঞ্চ দেবতা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া বচন, আদান, (গ্রহণ) বিহরণ, উৎসর্গ, এবং আনন্দকে অনুভব করাইয়া থাকে ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ—তামস অহঙ্কার হইতে তন্মাত্র সমূহকে মধ্যে রাখিয়া পঞ্চ মহাভূত (আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী) উৎপন্ন হইয়া থাকে। তামসাহঙ্কার আর ভূতবর্গ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী পরিণামকে তন্মাত্র বলা যায়, এই তন্মাত্রকে অবিশেষ বলা হইয়া থাকে। যেমন দুগ্ধ হইতে দধি হওয়ার মধ্যবর্ত্তী একটী পরিণাম, যাহাকে দুগ্ধ দধি-

এতাং ভূতোৎপত্তিপ্রক্রিয়াং বহুধা নিরূপয়ন্তি। তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্ বায়ুরিত্যাদি শ্রুত্যর্থচ্ছায়ামবলম্ব্য ভূতাদ্ ভূতোৎপত্তিরেকে। তদাহুঃ কিন্তদাসীদিত্যাদি সুবালশ্রুতিং "তস্মাদহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি তেভ্যো ভূতানীতি" গোপালশ্রুতিঞ্চ দৃষ্ট্বা কেচিদেবং বদন্তি। ভূতাদেরহঙ্কারাৎ পঞ্চাপি তন্মাত্রাণ্যুৎপদ্যন্তে তেভ্যঃ ক্রমাৎ পঞ্চভূতানীতি। তাং তাঞ্চ শ্রুতিং নিভাল্য পরে ত্বেবং বর্ণয়ন্তি। ভূতাদেঃ শব্দতন্মাত্রং তস্মাদাকাশঃ, আকাশাৎ শব্দস্পর্শতন্মাত্রং তস্মাদ্বায়ুঃ, বায়োঃ শব্দস্পর্শরূপতন্মাত্রং তস্মাত্তেজঃ, তেজসঃ শব্দস্পর্শরূপ রসতন্মাত্রং তস্মাদাপঃ, অদ্ভ্যো শব্দস্পর্শ রূপরস গন্ধতন্মাত্রং ততঃ পৃথিবীতি।* ॥ ১০ ॥

উভয়েরই কলল অবস্থা বলা যায়। এই প্রকার তামসাহঙ্কার এবং ভূতবর্গের মধ্যবর্ত্তী পরিণামকে তন্মাত্র বলা যায়। ভূতবর্গ বিশেষ শব্দের দ্বারা উক্ত হয়। সূক্ষ্মাবস্থাই তন্মাত্র আর স্থূলাবস্থাই ভূতসমূহ ॥৯॥

বঙ্গানুবাদ—শাস্ত্রে এই ভূতোৎপত্তি প্রক্রিয়াকে বহু প্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন। "সেই এক পরমাত্মা হইতে আকাশ জাত হইয়াছিল, আকাশ হইতে বায়ু" ইত্যাদি শ্রুত্যাভাস অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ ভূতোৎপত্তি হয় ইহাই বলেন। আবার কেহ কেহ "তদাহুঃ কিন্তৎ" ইত্যাদি সুবাল শ্রুতি এবং "সেই অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্রা হইতে ভূতসকল" ইত্যাদি গোপালতাপনী শ্রুতি অবলোকন করিয়া বলেন যে, তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে ক্রমশঃ পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। আবার অপর কেহ—সেই শ্রুতিপর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই প্রকার বর্ণন করেন যথা—তামসাহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, আকাশ হইতে শব্দ-স্পর্শ তন্মাত্র তাহা হইতে বায়ু, বায়ু হইতে শব্দ স্পর্শ রূপ তন্মাত্র তাহা হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে শব্দস্পর্শরূপরস তন্মাত্র, তাহা হইতে জল, জল হইতে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ তন্মাত্র, তাহা হইতে পৃথিবী। ইতি ॥১০॥

* কেচিদত্র "ভূতাদেঃ" শব্দতন্মাত্রং তস্মাদাকাশঃ আকাশাৎ স্পর্শতন্মাত্রং তস্মাদ্বায়ু বায়োরূপতন্মাত্রং তস্মাত্তেজঃ তেজসোরসতন্মাত্রং তস্মাদাপঃ অদ্ভ্যোগন্ধতন্মাত্রং ততঃ পৃথিবীতি পঠন্তি॥

এষাং পঞ্চানাং লক্ষণানি। স্পর্শবত্ত্বে সতি বিশিষ্টস্পর্শশব্দাধারত্বমাকাশত্বং। বিশিষ্টস্পর্শবত্ত্বে সতিরূপ শূন্যত্বম্, অনুষ্ণাশীতস্পর্শবর্ত্তে সতি গন্ধশূন্যত্বম্ বায়ুত্বম্। উষ্ণস্পর্শবত্বং, ভাস্বররূপবত্বং বা তেজস্ত্বম্। শীতস্পর্শবত্বে নির্গন্ধত্বে সতি বিশিষ্টরসত্বং বাপ্ত্বম্। বিশিষ্টগন্ধবত্ত্বং পৃথিবীত্বমিতি ॥ ১১ ॥

ভূতানাং পঞ্চীকৃতত্বাৎ শব্দাদীনাং সর্ব্বত্রোপলম্ভো নাম নানুপপন্নঃ। পঞ্চীকরণং ত্বিত্থং বোধ্যম্। সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ পঞ্চাপি ভূতানি সৃষ্ট্বা তানি প্রত্যেকং দ্বেধা সমং বিভজ্য তয়োঃ পঞ্চকয়োরেকং প্রত্যেকং চাতুর্ব্বিধ্যেন সমং বিভজ্য তেষাং চতুর্ণাং ভাগান্ স্ব স্ব স্থূলভাগত্যাগেনান্যস্মিন্ যোজনমিতি। যদুক্তং "বিভজ্য দ্বিধা পঞ্চভূতানি দেব স্তদর্দ্ধানি পশ্চাদ্বিভাগানি কৃত্বা তদন্যেষু মুখ্যেষু তং তং নিযুঞ্জন্ স পঞ্চীকৃতিং পশ্যতি স্মেতি ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—এখন এই পঞ্চ ভূতের লক্ষণ বলা যাইতেছে যথা—স্পর্শবান্ হইয়াও বিশিষ্ট স্পর্শশব্দের আধারকে আকাশ বলা যায়। বিশিষ্ট স্পর্শবান্ হইয়া রূপশূন্য অথবা অনুষ্ণ আশীত স্পর্শবান্ গন্ধশূন্যই বায়ুর লক্ষণ। উষ্ণ স্পর্শবান্ অথবা ভাস্বররূপবান্কেই তেজঃ বলা যায়। শীত স্পর্শবান্বিশিষ্ট রসই অথবা নিগন্ধবিশিষ্ট রসই জল। বিশিষ্ট গন্ধবত্ত্বই পৃথিবীর লক্ষণ ইতি ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ—আকাশাদি পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত হওয়ায় শব্দাদির সর্ব্বত্র প্রাপ্তি অনুপপন্ন হইতেছে না। তাৎপর্য্য এই যে পঞ্চীকৃত ভূতসমূহে প্রত্যেকে প্রত্যেকের অনুপ্রবেশ থাকায় প্রত্যেক ভূতেই পঞ্চভূতের গুণ দৃষ্ট হয়। পঞ্চীকরণ যথা—সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরি প্রথমতঃ পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়া সেই ভূত সকলের প্রত্যেককেই সমান দুইভাগে বিভক্ত করতঃ ঐ পঞ্চের প্রত্যেক অর্দ্ধের সহিত, অন্য প্রত্যেক অর্দ্ধ চতুর্ভাগের এক এক ভাগ গ্রহণ করিয়া মিলাইয়া ছিলেন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা,"সেই দেব ভগবান্ পঞ্চভূতকে দুইভাগে

এভ্যঃ পঞ্চীকৃতেভ্যো ভূতেভ্যঃ শ্চতুর্দ্দশলোক খচিতাণ্ডানি সন্তীতি। তেষু ভূর্ভুবস্বঃ মহর্জনস্তপঃ সত্যাভিধাঃ সপ্তলোকাঃ উপর্য্যুপরি সন্তি। অতল বিতলসুতলরসাতলতলাতলমহাতলপাতালাখ্যাঃ সপ্তস্বধোঃ সন্তীতি। তেভ্য এব জরায়ুজাণ্ডজস্বেদ জোদ্ভিজ্জানি চতুর্ব্বিধানি শরীরাণি চান্তর্বর্ত্তিনাং জীবানা মুৎপদ্যন্তে। তেষু মনুষ্যপশ্বাদীনি জরায়ুজানি পক্ষিপন্নগাদীনি অণ্ডজানি যূকমশকাদীনি স্বেদজানি তরু গুল্মাদীনিউদ্ভিজ্জানীতি ॥ ১৩ ॥

ইহ দিক্ পৃথক্ দ্রব্যং ন কল্প্যতে। সূর্য্যপরিস্পন্দনাদিনা আকাশস্যৈব প্রাচ্যাদিরূপতাসিদ্ধেঃ। দিক্‌সৃষ্টিস্তন্তরীক্ষাদি সৃষ্টিবৎ সিদ্ধ্যতি ॥ ১৪ ॥

বিভক্ত করিয়াছিলেন, অর্দ্ধ অর্দ্ধকে সমান ভাগ করিয়া তাহার এক একভাগ অবশিষ্ট প্রত্যেক অর্দ্ধের সহিত মিলিত করিয়া পঞ্চ কৃতীকে দেখিয়াছিলেন। ইতি। মোট কথা এই যে—যেমন আকাশ ভাগ অর্দ্ধেক, আর তার সঙ্গে বায়ু ৵০ তেজঃ ৵০ জল ৵০ ক্ষিতি ৵০ প্রত্যেকটী দুই দুই আনা পরিমাণে মিলিত হইয়া পঞ্চীকৃত আকাশ হইল। এইরূপ বায়ু অর্দ্ধেক, অন্য চারিটী দুই দুই আনা মিলিত হইলে পঞ্চীকৃত বায়ু হয়। এই প্রকার সকল ভূতই পঞ্চীকৃত ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চীকৃত ভূতসমূহ হইতে চতুর্দ্দশ লোকসমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহ জাত হয়। সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ভূঃ ভুব স্ব মহঃ জনঃ তপঃ সত্য নামক লোক উপরিউপরি বিরাজমান আছে। এবং অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, পাতাল, এই সপ্তলোক অধোঽধঃ ভাবে আছে এবং ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তী জীবসকল জরায়ুজ অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্ব্বিধ শরীর সেই পঞ্চীকৃত ভূতসমূহ হইতেই জাত হয়। তার মধ্যে মনুষ্যাদি শরীর জরায়ুজাত, পক্ষিপন্নগাদি শরীর অণ্ডজাত, যূকমশকাদিশরীর স্বেদজাত, তরুগুল্মাদি শরীর উদ্ভিদ্‌জাত ॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ—এই বেদান্ত প্রকরণে দিক্ পৃথক দ্রব্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই (নৈয়ায়িক প্রভৃতি দিক পৃথক দ্রব্য স্বীকার করেন) সূর্য্য পরিস্পন্দনাদি দ্বারা আকাশই

প্রাণো ন পৃথক্ তত্ত্বং। অবস্থান্তরাপন্নস্য বায়োরেব তত্ত্বেন সিদ্ধেঃ। স চ পঞ্চবিধঃ প্রাণপানসমানোদানব্যানভেদাৎ ॥

মহদাদীনি পৃথিব্যন্তানি তত্ত্বানি সমষ্টি স্তেষ্বেকদেশোপদানেন ক্রিয়মাণানি কার্য্যাণিতু ব্যাষ্টিরুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

অপরে তু অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শবিকারা ইতি শ্রুত্যনুসারেণ ভূতাদেঃ শব্দতন্মাত্রং তস্মাদাকাশঃ স্পর্শতন্মাত্রঞ্চোৎপদ্যতে, স্পর্শতন্মাত্রাদ্বায়ুঃ রূপতন্মাত্রঞ্চ রূপতন্মাত্রাত্তেজো, রসতন্মাত্রঞ্চ, রসতন্মাত্রাদাপোগন্ধতন্মাত্রঞ্চ, সহৈবোৎপদ্যতে,গন্ধতন্মাত্রাদ্ভূমিরিতিবর্ণয়ন্তি। এস্বাকাশাদিষু পঞ্চসু শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ পঞ্চ গুণা যথোত্তরমেকৈকাধিক্যেন ব্যজ্যন্তে। তত্রাকাশে শব্দ একঃ, বায়ৌশব্দস্পর্শৌ, তেজসি রূপান্তাস্ত্রয়ঃ, অপ্সু রসান্তাশ্চত্বার,পৃথিব্যাংতু গন্ধান্তাঃ পঞ্চেতি। ইহ তন্মাত্রানাং বিষয়ানাং সমান নামত্ব শ্রবণাদভেদো ন শঙ্ক্যঃ। পূর্ব্বেষাং ভূতকারণত্বেন পরেষাং ভূতধর্ম্মত্বেন ভেদাৎ। তদিত্থং প্রকৃতি মহদহঙ্কারৈকাদশেন্দ্রিয়তন্মাত্রপঞ্চকভেদেন চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বানি বর্ণিতানি ॥ ১৬ ॥

প্রাচী আদি দিক্‌রূপে সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রে যে দিক্ সৃষ্টির বর্ণন দেখা যায় তাহা অন্তরীক্ষ সৃষ্টির ন্যায় সিদ্ধ হয় ॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ—এখানে প্রাণও পৃথকৃতত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। অবস্থান্তরপ্রাপ্ত বায়ুই প্রাণরূপে সিদ্ধ হয়। দেহস্থিত প্রাণরূপী বায়ু পঞ্চবিধ, যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, এবং ব্যান। মহদাদি পৃথীবী পর্য্যন্ত তত্ত্ব সকল সমষ্টি ; সেই সকলের মধ্যে একদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রিয়মাণ কার্য্যকে ব্যষ্টি বলা যায় ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ—অপরে কেহ কেহ "অষ্ট প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব এবং পঞ্চ তন্মাত্র এই অষ্ট প্রকৃতি, এবং ষোড়শ বিকার অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে বলিয়া থাকেন যথা—তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ তন্মাত্র, সেই শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ এবং

এষু প্রকৃত্যাদিত্রিকং ভূতপঞ্চকঞ্চ স্থূলেদেহস্যোপাদানং। ইন্দ্রিয়ানি তু ভূষণার্পিত রত্নানীব তদাক্রম্য তিষ্ঠন্তি। পঞ্চতন্মাত্রাণ্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি প্রাণশ্চ সূক্ষ্মদেহস্যোপাদানমিতি ব্যাখ্যাতারঃ ॥১৭॥

শরীরত্বং হি চেতনং প্রতি নিয়মেনাধেয়ত্বং বিধেয়ত্বং শেষত্বঞ্চ। ভোগয়তনং চেষ্টাশ্রয়ো বা শরীরমিত্যাদিলক্ষণং তু দুষ্টং পত্নীশরীরাদাবতিব্যাপ্তেঃ। ইহ প্রকৃত্যাদেরুৎপদ্যমানং মহদাদি ন দ্রব্যান্তরং। ন হি মৃৎপিণ্ডাদ্যুৎপদ্যমানং ঘটাদিকমর্থান্তরমুপলভ্যতে কিন্তু অবস্থান্তরমেব তত্রোৎপদ্যতে, তাবতৈব নাম সংখ্যাব্যবহারাদি ভেদসিদ্ধিঃ। নান্যথা সেনাবনরাশ্যাদিব্যবহারঃ সিদ্ধ্যেৎ। তস্মাদেকস্মিন্ দ্রব্যে কারণকার্য্যে দ্বে অবস্থে। তে চ মিথো ভিন্নে দ্রব্যত্বভিন্নে ভবতঃ। তন্তুপটাত্মকং মিথো ভিন্নং দ্রব্যমিতি তার্কিকা মন্যতে। তন্ন, অনুপলম্ভাদ্বুন্মান দ্বৈগুণ্যাপত্তেশ্চ। ভেদাভেদমিতি সাংখ্যাঃ প্রাহুঃ। তচ্চ ন। বিরোধাৎ। তস্মাদভিন্নমেব কারণাৎ কার্য্য মিতি ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীবেদান্তস্যমন্তকে প্রকৃতিতত্ত্বনিরূপণশ্চতুর্থঃকিরণঃ ॥

স্পর্শতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু এবং রূপতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র হইতে তেজঃ এবং রসতন্মাত্র হইতে জল এবং গন্ধতন্মাত্র যুগপৎ উৎপন্ন হয় এবং গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। এই আকাশাদি পঞ্চভূতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ গুণ যথা উত্তরোত্তর অধিকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। তন্মধ্যে আকাশে এক শব্দ গুণ, বায়ুতে শব্দস্পর্শ; তেজে শব্দস্পর্শরূপ, জলে শব্দস্পর্শরূপরস, পৃথিবীতে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ গুণ থাকে। এস্থলে, তন্মাত্রা এবং বিষয়, ইহাদের সমান নামত্ব শ্রবণে অভেদ বলিয়া শঙ্কা উচিৎ নহে, অর্থাৎ তন্মাত্রা বলিতে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ বুঝায়, আবার বিষয় বলিতেও শব্দস্পর্শ রূপরসগন্ধ বুঝায়, কিন্তু এই উভয় এক নহে। তন্মাত্র পঞ্চভূতের কারণ, আর বিষয় ভূতধর্ম্ম। এই উভয়ের পার্থক্য এই প্রকারে প্রকৃতি মহৎ অহঙ্কার একাদশ ইন্দ্রিয় তন্মাত্র পঞ্চত্ব ভেদে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বর্ণিত হইল ॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ—ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি মহৎ অহঙ্কার এবং পঞ্চমহাভূত স্থূল দেহের উপাদান। ইন্দ্রিয়গণ ভূষণস্থিত রত্নের ন্যায় মাত্র দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। পঞ্চতন্মাত্র একাদশ ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ, ইহারা সূক্ষ্মদেহের উপাদান, ইহাই বিদ্বানগণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ॥১৭॥

বেদান্তস্যমন্তকঃ পঞ্চমঃ কিরণঃ

অথ কালতত্ত্বনিরূপণম্। ত্রৈগুণ্যশূন্যো জড়োদ্রব্যবিশেষঃ কালঃ। স হি ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমান যুগপচ্চিরক্ষিপ্রাদিব্যবহারস্য সর্গপ্রলয়য়োশ্চ হেতুঃ

বঙ্গানুবাদ—চেতনের যাহা নিয়মিতাধেয়, বিধেয় এবং শেষ, তাহাকেই শরীর বলা যায়। ভোগায়তন অথবা চেষ্টাশ্রয়কে শরীর বলিলে লক্ষণ দুষ্ট হয়, কারণ পত্নীশরীরাদিতে অতিব্যাপ্তি হয়। এস্থলে অর্থাৎ এই বেদান্ত প্রকরণে প্রকৃতি আদি হইতে উৎপদ্যমান ঘটাদিক পদার্থসমূহকে ভিন্ন অর্থান্তর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু ঐপ্রকৃতি আদির ভিন্নাবস্থাই তত্তৎঘটাদি কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয়। তদ্দ্বারাই ঘটাদি নাম এবং এক দুই ইত্যাদি সংখ্যা ব্যবহারসিদ্ধ হয়। অন্যথা সেনা বনরাশি ইত্যাদি ব্যবহার সিদ্ধ হয় না। অতএব একই দ্রব্যে কারণ এবং কার্য্য এই দুই অবস্থাই থাকে, অর্থাৎ একই দ্রব্য অবস্থাভেদে কারণ অবস্থাভেদে কার্য্য হয়। তার্কিকগণ বলেন, কারণ কার্য্য ভিন্ন, পরস্পর দ্রব্য ও ভিন্ন তন্ত্বাত্মক দ্রব্য কারণ এবং পটাত্মক দ্রব্য কার্য্য ভিন্ন। এই মত সঙ্গত নহে। ইহা উপলব্ধিবিরোধ হয়, এবং কার্য্যে পরিমাণ দ্বিগুণ দোষ হয়। নিরীশ্বর সাংখ্যবাদীগণ কারণকার্য্যকে ভেদাভেদ বলেন। ইহাও সমীচিন নহে। কেন না পরস্পর বিরোধ হয়। অতএব কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন ইহাই বেদানুগত সিদ্ধান্ত ॥১৮॥

ইতি ওঁ শ্রীমদ্গৌরগোবিন্দ ভাগবতস্বামি বিষ্ণুপাদানুগত শ্রীনলিনীকান্ত দেবশর্ম্ম গোস্বামিকৃতো-বেদান্তস্যমন্তকে প্রকৃতিতত্ত্ব নিরূপণে চতুর্থকিরণস্যানুবাদঃ ॥

ক্ষণাদিপরার্দ্ধান্তশ্চক্রবৎ পরিবর্ত্তমানোবর্ণ্যতে। তৎ-সিদ্ধিস্তু "জ্ঞঃকাল কালো গুণী সর্ববিদ্যঃ। যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো শ্চেষ্টমাহু শ্চেষ্টতে যেন বিশ্বং। নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াংস্তন্ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে॥ কালচক্রং জগচ্চক্রমিত্যাদি শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ। নিত্যো বিভুশ্চৈষঃ "সে দেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদিষু সর্গাৎ প্রাগপি তস্য সত্তাবগমাৎ। সর্ব্বত্র কার্য্যোপলম্ভাচ্চ "ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যত্র কালো ন ভাসতে" ইতি। সর্ব্বনিয়ামকোঽপ্যয়ং পরমাত্মনা নিয়ম্যো ভবতি। জ্ঞঃ কালকাল ইতি শ্রবণাৎ তচ্চেষ্টাত্বস্মরণাচ্চ। অতস্তন্নিত্যবিভূতৌ নাস্য প্রভাবঃ। ন যত্র কালো জগতাংপরঃ প্রভুঃ, কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে ইত্যাদি স্মৃতেঃ॥ ১॥

ইতি শ্রীবেদান্তস্যমন্তকে কালতত্ত্বনিরূপণঃ পঞ্চমঃ কিরণঃ

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর কালতত্ত্বের নিরূপণ হইতেছে। গুণত্রয়শূন্য জড় দ্রব্যবিশেষকেই কাল বলা যায়। "ত্রৈগুণ্যশূন্য" না বলিলে প্রকৃতিতে অতিব্যাপ্তি, আর দ্রব্যবিশেষ না বলিলে, কর্ম্মে অতিব্যাপ্তি হয়। সেই কাল, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, যুগপৎ, চির, ক্ষিপ্রাদি ব্যবহারের এবং সৃষ্টি প্রকারের কারণ এবং ক্ষণাদি পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তমান হইতেছে, ইহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শ্রুতিতে যথা—তিনি জ্ঞাতা, এবং কালের কাল, সর্ব্বকল্যানগুণবিশিষ্ট, এবং সর্ব্ববিদ্যাসমন্বিত। ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবতে যথা হে অব্যক্তবন্ধো! যে এইকালে যেকালের দ্বারা এই বিশ্ব নিয়মিত হইতেছে, যে কাল নিমেষাদি হইতে মহাবৎসর রূপ, সেইকাল তোমারই চেষ্টা ইহা জ্ঞানীগণ বর্ণন করেন, সেই ঈশ্বর মঙ্গলনিকেতন তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি। ইত্যাদি। কালচক্র, জগৎ-চক্র, ইত্যাদি স্মৃতি এইকাল নিত্য এবং বিভু। "হে সৌম্য, এই বিশ্ব সৃষ্টির অগ্রে এক সৎই ছিল" ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে কালে সত্তা (বিদ্যমানতা) অবগত হওয়া যায়।

বেদান্তস্যমন্তকঃ ষষ্ঠঃ কিরণঃ।

অথ কর্ম্ম নিরূপ্যতে। তচ্চ ক্রিয়ারূপং কৃতি-সাধ্যমপিকৃতিমদনাদিসিদ্ধবীজাঙ্কুরাদিবদনাদিসিদ্ধ-মুক্তম্। "ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্ন অনাদিত্বাদিতি"। তৎ খলু অশুভংশুভঞ্চেতি দ্বিবিধম্। বেদেন নিষিদ্ধং নরকাদ্যনিষ্টসাধনং ব্রাহ্মণহননাদ্যশুভং, তেন বিহিতং কাম্যাদি তু শুভং। তত্র স্বর্গাদীষ্ট-সাধনং জ্যোতিষ্টোমাদি কাম্যং। অকৃতে প্রত্যবায়-জনকং সন্ধ্যোপাসনাগ্নিহোত্রাদি নিত্যং। পুত্র-জন্মাদ্যনুবন্ধি জাতেষ্ট্যাদি নৈমিত্তিকং। দুরিতক্ষয়-করং চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তমিতি শুভং বহুবিধং। এষু নিষিদ্ধমিব কাম্যঞ্চ মুমুক্ষোর্হেয়মেব মুক্তি-প্রতিবন্ধিফলত্বাৎ॥ নিত্যাদিকন্তু চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ তেনানুষ্ঠেয়মেব॥ ১॥

এবং সর্ব্বত্র কার্য্যে কালের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। লোকে এমন কোন প্রত্যয় নাই যাহাতে কাল প্রকাশিত হয় না। এইপ্রকারে কাল সকলের নিয়ামক হইলেও, পরমাত্মার নিয়ম্য অর্থাৎ ভগবান্ কালেরও নিয়ামক, শ্রুতিতে ভগবানকে কালেরও কাল, বলা হইয়াছে, শ্রীভাগবতে কালকে ভগবানের চেষ্টা বলা হইয়াছে। অতএব ভগবানের নিত্যবিভূতি অর্থাৎ নিত্যলীলাপরিকরধামাদিতে কালের প্রভাব নাই। (তাৎপর্য্য এই শ্রীভগবন্নিত্যধামাদিতে এই জড়কালের অস্তিত্ব নাই, ভগবদ্ধামাদিতে চিন্ময়কালই অবস্থান করে, তথাপি তাদৃশ চিন্ময়কালের স্বতন্ত্র প্রভাব বৈকুণ্ঠাদি নিত্য ধামে নাই, সেখানে লীলাশক্তির অধীন হইয়াই কাল অবস্থান করে) শ্রীভাগবতে যথা—জগতের শ্রেষ্ঠ নিয়ামক কাল যেখানে নাই ইত্যাদি॥১॥

ইতি শ্রীবেদান্তস্যমন্তকে পঞ্চমকিরণে বঙ্গানুবাদঃ।

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর কর্ম্ম নিরূপিত হইতেছে। সেই কর্ম্ম ক্রিয়ারূপ। এই ক্রিয়ারূপ কর্ম্ম কৃতিসাধ্য অর্থাৎ পুরুষের প্রযত্ন দ্বারা নিষ্পাদ্য হইলেও অনাসিদ্ধ বীজাঙ্কুরের মত এই কর্ম্মকেও অনাদি সিদ্ধ বলা যায়। (তাৎপর্য্য এই কর্ম্ম অনাদিসিদ্ধ হইলেও ইহার নাশও হয়, যেমন প্রাগভাব

কিঞ্চ। জ্ঞানোদয়াৎ পূর্ব্বং যৎসঞ্চিতং তৎ-শুভমশুভঞ্চ জ্ঞানেন বিনশ্যতি। ততঃ পরং ক্রিয়মাণং ন তেন বিদ্বান্ বিলিপ্যতে। তদ্‌যথেষীতুলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়ে তৈবং হাস্যসর্ব্বপাপ্মানঃ প্রদূয়ন্ত ইতি। যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যত এব মেবাত্মবিদি পাপং কর্ম্মণ শ্লিষ্যত ইতি চ ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ। অত্র সঞ্চিতক্রিয়মাণয়োঃ পাপয়োর্বিনাশবিশ্লেষাবুক্তৌ" উভে উহৈবৈষ এতে তরত্যমৃতঃ সাধ্বসাধুনী" ইতি বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ। অত্র তয়োঃ পাপপুণ্যয়োস্তৌ দর্শিতৌ উভে সঞ্চিত ক্রিয়মাণে সাধ্বসাধুনী পুণ্যপাপে এষ বিদ্বান্ তরতি উল্লঙ্ঘয়তি, সঞ্চিতয়োর্বিনাশঃ ক্রিয়মাণয়ো স্বশ্লেষ ইত্যর্থঃ ॥২॥

অনাদি হইয়া বিনাশী সেইরূপ) বেদান্তসূত্রে যথা—সূত্রের অর্থ:—যদি বল, সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্মের বিভাগ না থাকায়, ঈশ্বরেতে সৃষ্টিকার্য্যে বৈষম্যের পরিহার হয় না, ইহার উত্তরে সূত্রে বলিতেছেন, না, কর্ম্ম অনাদি, অর্থাৎ জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে উত্তরোত্তর কর্ম্মে প্রবর্ত্তন হয়। ইতি। শুভ এবং অশুভভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ। বেদ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ কর্ম্ম, যাহা নরকাদি অনিষ্টের সাধন ব্রহ্মহত্যাদি, তাহাই অশুভ। আর বেদ কর্ত্তৃক যাহা বিহিত কর্ম্ম কাম্যাদি তাহাই শুভকর্ম্ম। সেই শুভকর্ম্মের মধ্যে, স্বর্গাদি ইষ্টসাধন জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মকে কাম্য বলা যায়। আর যাহা, অকরণে প্রত্যবায়জনক, সন্ধ্যোপাসনা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম নিত্য। আর পুত্রজন্মাদি নিমিত্ত জাতেষ্ট্যাদিকর্ম্ম নৈমিত্তিক। দুরিতক্ষয়কর চান্দ্রায়ণাদি কর্ম্মকে প্রায়শ্চিত্ত বলে। এই প্রকারে শুভকর্ম্ম বহুবিধ। এই শুভকর্ম্মসমূহের মধ্যে কাম্যকর্ম্মকে নিষিদ্ধ তুল্য মনে করিয়া মুমুক্ষুজন পরিত্যাগ করিবেন। কেন না কাম্যকর্ম্ম মুক্তির প্রতিবন্ধিফলপ্রসবকারী॥ কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্ম চিত্তের শোধক, সুতরাং মুমুক্ষুজন উক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন ॥১॥

বঙ্গানুবাদ—আরও, জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে সঞ্চিত (অপ্রারব্ধ) যাহা কিছু শুভাশুভ কর্ম্ম, তাহা সমস্তই জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়। তৎপরে, ক্রিয়মান যে সকল কর্ম্ম অর্থাৎ বর্ত্তমান কর্ম্ম, (প্রারব্ধ) তৎ কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানবান পুরুষ লিপ্ত হয়েন না।" যেমন ইষিক তুলা অগ্নিতে সংযোগ হইলে ভস্মীভূত হয় সেইপ্রকার জ্ঞানীর সমস্ত পাপ "ভস্মীভূত হয়"। ইতি। "যেমন পদ্মপত্রে জল শ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ আত্মবেত্তা জনে পাপকর্ম্ম শ্লিষ্ট হয় না" ইতি ছান্দোগ্যশ্রুতি। এখানে উক্ত শ্রুতিদ্বয়ে, সঞ্চিত এবং ক্রিয়মান, এই দ্বিবিধ পাপের বিনাশ এবং বিশ্লেষ উক্ত হইয়াছে। (তাৎপর্য্য, এখানে পাপ শব্দে পাপপুণ্য উভয় কর্ম্মই বুঝিতে হইবে, কেন না ভগবৎভক্তিশূন্য কর্ম্ম, শুভ অশুভ, উভয়ই সংসার বন্ধকাংশে সমানই)। বৃহদারণ্যকশ্রুতি যথা—এই জ্ঞানী ব্যক্তি সাধু এবং এই উভয় কর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়া থাকেন"। এই শ্রুতিতে উভয়বিধ পাপপুণ্য অর্থাৎ সঞ্চিত পাপপুণ্য এবং ক্রিয়মাণ পাপপুণ্য এই উভয়েরই বিনাশ এবং বিশ্লেষ দেখান হইল। উক্ত শ্রুতিতে "শুভ" শব্দে—সঞ্চিত এবং ক্রিয়মান "আর সাধ্বসাধুনী" এইবাক্যে পুণ্যপাপ আর "এষঃ" এই পদে "বিদ্বানব্যক্তি" আর "তরতি" এইপদে "উল্লঙ্ঘন করিতেছে" এই অর্থই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং সঞ্চিত শুভাশুভের বিনাশ এবং ক্রিয়মান শুভাশুভের বিশ্লেষ, ইহাই শ্রুতির স্পষ্টার্থ ॥২॥

ইত্থং জ্ঞানেনৈব বিনিবৃত্তককর্ম্মমল স্তেনৈব হরিপদং প্রাপ্যাক্ষয়সুখভাক্ তত্রৈব নিবসতি ততঃ পুন র্ন নিবর্ত্ততে। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতিপরং" তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ "ন স পুনরাবর্ত্তত" ইতি শ্রবণাৎ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইরূপে জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মমলরহিত জ্ঞানীব্যক্তি জ্ঞানের দ্বারাই হরিপদ অর্থাৎ ভগবদ্ধামপ্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় সুখভোগপূর্ব্বক সেই হরিধামে নিবাস করিয়া থাকেন। তথা হইতে আর পুনরাবর্ত্তিত হয়েন না। শ্রুতি যথা—"ব্রহ্মবিদ্‌ব্যক্তি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন।" "সেই পরমাত্মাকে অবগত হইয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকে, ইহা ভিন্ন পরমাশ্রয়ের (মঙ্গলের) অন্য পন্থা নাই।" "মুক্তব্যক্তি সমস্ত কামনাকে উপভোগ করিয়া থাকে" সে আর পুনরাবর্ত্তিত হয় না। ইতি ॥৩॥

তচ্চ জ্ঞানং দ্বিবিধং পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ। পরোক্ষং শব্দং অপরোক্ষন্তু হ্লাদিনী সারসমবেত সম্বিদ্রূপম্। যচ্চ ভক্তিশব্দব্যপদেশ্যং দৃষ্টং। বিজ্ঞান ঘনানন্দঘনসচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে স তিষ্ঠতীতি গোপালোপনিষদি। তত্র পূর্ব্বং পরম্পরয়া পরন্তু সাক্ষাদ্ব্রহ্মপ্রাপকং বোধ্যং। কেচিত্তু মহত্তমপ্রসঙ্গলব্ধেন শুদ্ধভক্তিযোগরূপেণ শ্রবণকীর্ত্তনাদি কর্ম্মণৈব চিত্তশুদ্ধিং হরিপদঞ্চ লভন্তে ইতি দৃষ্টম্। পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং, কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতং। পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং, ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিক-মিত্যাদিষু ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ—সেই জ্ঞান দুই প্রকার, পরোক্ষ আর অপরোক্ষ। শাস্ত্রজ্ঞানকে পরোক্ষ বলা যায়, আর যাহা শ্রীভগবানের আহ্লাদিনী শক্তির সারাংশমিলিত সম্বিদ্রূপ (জ্ঞানরূপ) তাহাকে অপরোক্ষ বলা যায়। যে অপরোক্ষ জ্ঞানকে, শাস্ত্রে ভক্তিশব্দের দ্বারা মুখ্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহা দেখা যায়। যথা—শ্রীগোপাল-উপনিষদে—বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন সচ্চিদানন্দ একরসে ভক্তিযোগে সেই গোপালরূপ পরব্রহ্ম অবস্থান করেন। ইতি। তন্মধ্যে পূর্ব্বটী অর্থাৎ পরোক্ষ জ্ঞানটী পরম্পরারূপে আর পরটী অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানটী সাক্ষাদ্রূপে ব্রহ্মপ্রাপক হয়, ইহাই বুঝিবে। (তাৎপর্য্য এই যে শাস্ত্রজ্ঞানপূর্ব্বক ভজনবিজ্ঞান দ্বারা শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার হয়)। কেহ কেহ অর্থাৎ নিরপেক্ষ ভক্তিমার্গবলম্বী ভক্ত, শ্রীভগবদ্ভক্ত মহৎ-সঙ্গে তৎকৃপালব্ধ ভগবৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি শুদ্ধভক্তি যোগরূপ কর্ম্ম দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি এবং শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভ করেন। (তাৎপর্য্য এই যে—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—যে চিত্তশুদ্ধিকরত্ব হেতু নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যাঁহারা মহত্তম ভক্তকৃপায় শুদ্ধভক্তিমার্গে শ্রদ্ধাবান্, তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই, শুদ্ধভক্তি অঙ্গ যাজন দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হয়)। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—সাধুদিগের আত্মা শ্রীভগবানের কথা অমৃতকে, যাঁহারা কর্ণপুটে আদরপূর্ব্বক ধারণ করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয় বিদূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার চরণারবিন্দের সমীপে গমন করেন। ইত্যাদি ॥৪॥

তদিত্থং তত্ত্বপঞ্চকং বিস্তৃতং শ্রীবৈষ্ণবে চোক্ত-মেতৎ। বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতো হি তেঽন্যে, রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র। তস্যৈব তেঽন্যে ন ধৃতে বিযুক্তে, রূপেণ যত্তদ্ দ্বিজ কালসংজ্ঞং ॥ জনৈশ্চ কর্ম্মস্তিমিতাত্মনিশ্চয়ৈরিত্যাদিনা। তদেব মেতৎ পঞ্চক বিবেকী বর্ণিতসাধন সম্পত্তিমান্ বিশুদ্ধঃ শ্রীহরিপদমুপলভ্য তত্রৈব সর্ব্বদা দীব্যতি ইতি ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ—এইরূপে, শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এতত্ত্ব-পঞ্চক বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—হে বিপ্র! প্রধান (প্রকৃতি) এবং পুরুষ (জীব) এই দুইরূপ নিরুপাধি-বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে ভিন্ন। হে দ্বিজ! যে রূপের দ্বারা সৃষ্টি সময়ে সেই ভিন্নরূপ দুইটী (প্রধান পুরুষ) সংযুক্ত এবং প্রলয়কালে বিযুক্ত হয়, তাহাই তাঁহার কাল নামক রূপ। ইতি—"কর্ম্মদ্বারা স্তিমিত আত্মনিশ্চয় যাহাদের" ইত্যাদি। এই তত্ত্বপঞ্চক বিবেকী ব্যক্তি, উক্ত সাধন সম্পত্তিমান্ হইলে বিশুদ্ধ (সংসারমুক্ত) হইয়া শ্রীহরিপদলাভকরতঃ সেই হরিলোকেই বাস করেন॥ ইহা দ্বারা অধিকারী, অভিধেয় এবং প্রয়োজনও দেখান হইল। অর্থাৎ ঈশ্বর জীব, প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম, এই পঞ্চতত্ত্ব বিবেকী ব্যক্তি অধিকারী। "জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তিসাধন" ইত্যাদিবাক্যে" "বর্ণিত সাধন" বলিতে ভক্তিসাধনই বুঝিতে হইবে, এই ভক্তিসাধনই অভিধেয়। আর শ্রীহরিপদ লাভই প্রয়োজন ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ—প্রথমপক্ষে—যাঁহার অনুকম্পায় গ্রাহক্লিষ্ট গজেন্দ্র পশুভাব ত্যাগপূর্ব্বক পার্ষদদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই চিদ্ঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে নিত্য বাস করুন॥ ইতি।

দ্বিতীয়পক্ষে—যাঁহার কৃপায় গজপতি অর্থাৎ উৎকলা-ধীশ প্রতাপরুদ্র রাজস ভাবকে (রাজাভিমানাদি) ত্যাগ করত প্রেমানন্দলাভ করিয়াছিলেন, সেই মুরারি অর্থাৎ সংসাররূপকুৎসাবিনাশী চৈতন্যনামকবিগ্রহ (কলিপাবনা-বতার শ্রীমদ্গৌরচন্দ্র) আমাদের হৃদয়ে নিরন্তর বাস করুন॥

নিত্যং নিবসতু হৃদয়ে চৈতন্যাত্মা মুরারি র্নঃ।
নিরবদ্যো নির্বৃতিমান্ গজপতিরনুকম্পয়া যস্য ॥
রাধাদিদামোদর নাম বিভ্রতা,
বিপ্রেণ বেদান্তময়ঃ স্যমন্তকঃ।
শ্রীরাধিকায়ৈ বিনিবেদিতোময়া,
তস্যাঃ প্রমোদং স তনোতু সর্ব্বদা ॥

ইতি শ্রীমদ্‌বেদান্তস্যমন্তকে কর্ম্মতত্ত্বনিরূপণঃ ষষ্ঠঃ কিরণঃ ॥* সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ॥

তৃতীয় পক্ষে—যাঁহার অনুগ্রহে গজপতি অর্থাৎ গোপাল দাস নামক কবিরাজ ত্যক্তহিংস হইয়া সাধু সেবানন্দে আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গনিষ্ঠ মুরারি (শ্রীশ্যামানন্দ শিষ্য-রসিকানন্দদেব) * আমাদের হৃদয়ে সতত বাস করুন। ইতি।

বঙ্গানুবাদ—আদিতে রাধাযুক্ত দামোদর নাম অর্থাৎ রাধাদামোদর নামগ্রহণকারী (কোন) বিপ্র মৎ কর্ত্তৃক শ্রীরাধিকার উদ্দেশ্যে বেদান্তস্যমন্তক বিনিবেদিত হইল। সেই স্যমন্তক সতত তাঁহারই আনন্দবর্দ্ধন করুক ॥

পক্ষান্তরে—রাধাদামোদর নামধারী কোন বিপ্র (মদীয় গুরু) কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মৎকর্ত্তৃক শ্রীরাধিকার উদ্দেশ্যে বেদান্ত বিনিবেদিত হইল। সেই স্যমন্তক সতত তাঁহারই প্রমোদ বর্দ্ধন করুক ॥ * ॥

ইতি ওঁ শ্রীমদ্রাধিকানাথ বিষ্ণুপাদ শিষ্য—ওঁ শ্রীমদ্‌গৌর-গোবিন্দ ভাগবতস্বামি বিষ্ণুপাদানুজীবিশিষ্যাধমেন শ্রীনলিনীকান্ত দেবশর্ম্ম-গোস্বামিনা কৃতো বেদান্ত-স্যমন্তকগ্রন্থস্য বঙ্গানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥ বৈশাখী-পূর্ণিমা ॥ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দঃ ॥

ব্রহ্মমুখ-যুগ-বাহুগণিতে গৌরহায়নে
মাধবীপূর্ণিমায়ঞ্চেহনুবাদো পূর্ণতাংগতঃ ॥
শ্রীলশ্রীরাধিকানাথ দেবস্যপ্রিয়মূর্ত্তয়ে।
গুরবে গৌরগোবিন্দাত্মনে নিবেদিতোহ্যয়ম্ ॥
শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমোনমঃ

* তৃতীয়পক্ষব্যাখ্যায় "মুরারি শব্দে" গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের ঊর্দ্ধ গুরুপরম্পরায় চতুর্থ স্থানীয় শ্রীরসিকমুরারিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সিদ্ধান্তদর্পণ সাহিত্যকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থের টীকায় "মুরারি স্বপূর্ব্ব-চতুর্থঃ" ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে তিন প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যার অর্থ বাচ্য। দ্বিতীয় তৃতীয় ব্যাখ্যার অর্থ ব্যঙ্গ ॥ ইতি—অনুবাদক।

* রাধাদিদামোদর নাম বিভ্রতাবিপ্রেণ প্রযোজককর্ত্রা ময়া বলদেব বিদ্যাভূষণেন প্রযোজ্যকর্ত্রা।" ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥
কেহ কেহ "রাধাদিদামোদর" ইত্যাদি উপরোক্ত শ্লোক দৃষ্টে, শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণের গুরু শ্রীরাধাদামোদর নামক বিপ্রকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, উপরোক্ত দুই প্রকার ব্যাখ্যা দৃষ্টে সন্দেহ নিরস্ত হইবে। ইতি—অনুবাদক।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভায় নমঃ।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ।

(মাসিক পত্রিকা)

পৃষ্ঠপোষক—শ্রীবিশ্বম্ভর বিদ্যাসাগর। শ্রীকুবের ন্যায়বাগীশ। শ্রীকমলাক্ষ বেদপঞ্চানন।
সম্পাদক—শ্রীপাদ রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ ও হরিদাস গোস্বামী প্রভু।

অগ্রিম ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

এই শ্রীপত্রিকার সপ্তম বর্ষ শেষ হইয়াছে, অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। গৌরভক্তগণের মধ্যে গৌর-কথা কহিবার, শুনিবার ও লিখিবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করিবার জন্য এই শ্রীপত্রিকার আবির্ভাব। শ্রীগৌরধর্ম্ম প্রচার ও শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-মধু বণ্টন, ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামীপ্রভু প্রণীত

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাভারত

(দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ)

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-লীলা এবং নীলাচল-লীলা

মূল্য ১০৲ দশ টাকা মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

১। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত। প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উত্তম কাগজ। দেবীর আদ্যন্ত লীলাকথা বিস্তারিত ভাবে এই শ্রীগ্রন্থে বর্ণিত আছে। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

২। শ্রীশ্রীগৌরগীতিকা। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। শ্রীগৌরঙ্গবিষয়ক মধুর পদাবলী। মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ-গীতি, গীতি কবিতা। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স্কা বালিকা প্রিয়াজীর মুখ হইতে যে ভীষণ হৃদয়বিদারিণী বিলাপ-ধ্বনি নির্গত করাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মহা পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রব হইবে। গ্রন্থখানি প্রভুর অন্তঃপুরের কথায় পূর্ণ মূল্য।০ চারি আনা মাত্র।

৪। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-চরিত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর প্রথমা ঘরণীর আদ্যন্ত লীলা-কাহিনী মর্ম্মভেদি ভাষায় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ২৭০ পৃষ্ঠা। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। মূল্য ১৲ এক টাকা।

৫। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-নাটক। মধুর অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত, থিয়েটারে অভিনয়োপযোগী। করুণ-রসের পরাকাষ্ঠা মূল্য ১৲ এক টাকা।

৬। বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ। ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার-মহিমা বর্ণন। সভা সমিতিতে পাঠোপযোগী। মূল্য।০ চারি আনা।

৭। শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া অষ্টকালীয় লীলা—স্মরণ মনন-পদ্ধতি। মূল্য।৵০ ছয় আনা।

৮। শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীল মূরারী গুপ্ত ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীনিতাইগৌর-লীলা কাহিনী মূল্য।০ চারি আনা।

৯। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহস্র নাম স্তোত্র। শ্রীশ্রীনদীয়া যুগল উপাসনা ধ্যান, মন্ত্র, ইত্যাদি মূল্য।০ চারি আনা।

১০। দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুরের জীবনী ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যবহৃত পুরাতন পাগড়ী দর্শন বৃত্তান্ত। মূল্য ॥০ আট আনা।

১১। শচী বিলাপ গীতি। মূল্য ৵০ মাত্র।

১২। প্রতাপরুদ্র নাটক। মূল্য।৵০ মাত্র।

১৩। ব্যাখ্যাসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক মূল্য।০ মাত্র।

১৪। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর প্রণীত (পকেট সংস্করণ) মূল্য ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম নবদ্বীপ বুড়াশিবতলা "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" কার্য্যালয়, কিম্বা শাখা কার্য্যালয় ৯ নং দেবেন্দ্র মল্লিকের ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।